২১শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এফে ৪:১৭-২৪

নব-মানুষকে পরিধান কর

ভ্রাতৃগণ, আমি বলছি, প্রভুতেই জোর দিয়ে বলছি: তোমরা বিধর্মীদের মত আর চলো না: তারা তো শুধু নিজ নিজ অসার ধ্যানধারণায় চালিত, তাদের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাদের অন্তরের অজ্ঞতার দরুন ও তাদের হৃদয়ের কঠিনতার দরুন তারা ঈশ্বরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে তারা নিতান্ত লোলুপতার সঙ্গে সব ধরনের অশুচি কাজ করার জন্য অতৃপ্তিকর লোভের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টের বিষয়ে তেমন শিক্ষা পাওনি—অবশ্য যদি তাঁর কথা সত্যি শুনে থাক, ও তাঁর মধ্যে দীক্ষিত হয়ে থাক সেই সত্য অনুসারে যা যীশুতে নিহিত। সেই শিক্ষা অনুসারে, আগেকার জীবনধারণ ছেড়ে তোমাদের সেই পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে হবে, যে মানুষ প্রতারণাময় কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছে; মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

শ্লোক এফে ৪:২৩-২৪; কল ৩:৯,১০

প্র মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে,
উ যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।
প্র তোমরা পুরাতন মানুষকে ও তার যত কর্ম ত্যাগ করেছ; সেই নতুন মানুষকেই পরিধান কর,
উ যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

দ্বিতীয় পাঠ - তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৫৯:২-৪**

প্রভুর দীক্ষাস্নান আমাদের সমাধি

শাস্ত্রে আমরা একথা পড়ি যে, সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণ ত্রাণকর্তার রক্তমূল্যেই সাধিত হয়েছে, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়; বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রীষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত হয়েছ।* তাই আমাদের জীবনের মুক্তিমূল্য যখন প্রভুর রক্ত, তখন তুমি দেখ কেমন করে মাঠের পার্থিব ভঙ্গুরতার জন্য শুধু নয়, সমগ্র জগতেরই শাশ্বত নিরাপত্তার জন্য মুক্তিমূল্য দেওয়া হয়েছে; কেননা সুসমাচার-রচয়িতা বলেন, *খ্রীষ্ট জগতের বিচার করতে আসেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে।*

হয় তো তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, মাঠ যখন জগৎ, তখন কেইবা সেই কুমোর যে জগতের উপর কর্তৃত্ব করে? যদি ভুল না করি, আমি মনে করি, তিনিই সেই কুমোর, যিনি ধুলামাটি দিয়ে আমাদের দেহ-পাত্র গড়লেন, ও যাঁর বিষয়ে শাস্ত্র বলে, *তখন ঈশ্বর ধুলামাটি দিয়ে মানুষকে গড়লেন।* তিনিই সেই কুমোর, যিনি নিজেরই হাতে জীবনের উদ্দেশে আমাদের নির্মাণ করলেন, ও তাঁর খ্রীষ্ট দ্বারা গৌরবের উদ্দেশে আমাদের রূপান্তরিত করলেন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *আমরা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।* অর্থাৎ কিনা, আমরা যারা প্রথম পতনের ফলে নিজেদের রিপু দ্বারা বিকৃত হয়ে গেছিলাম, দ্বিতীয় জন্মে এ কুমোরের দয়া গুণে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠি; আমরা যারা আদমের অপরাধের ফলে মৃত্যুতে পতিত হয়েছিলাম, ত্রাণকর্তার অনুগ্রহ গুণে পুনরুত্থিত হয়ে উঠি। এ কুমোরের মাঠ খ্রীষ্টের রক্তমূল্যে প্রবাসীদের জন্যই কেনা হয়; আমি বলছি, সেই লোকেরা যারা বিনা গৃহে ও বিনা দেশে প্রবাসী অবস্থায় সারা জগৎ জুড়ে বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল, তাদেরই জন্য খ্রীষ্টের রক্তমূল্যে বিশ্রামস্থান ব্যবস্থা করা হল, জগতে যাদের কোন সম্পদ নেই, তারা যেন খ্রীষ্টে

সমাধি পেতে পারে। এ প্রবাসীরা কেইবা হতে পারে? তারা কি সেই উদ্দীপনাপূর্ণ খ্রীষ্টভক্ত নয়, যারা জগৎকে অস্বীকার ক'রে ও জগতে সম্পত্তিহীন হয়ে খ্রীষ্টের রক্তে বিশ্রাম পায়? কেননা যে খ্রীষ্টানের পক্ষে জগৎ তার নিজস্ব সম্পদ নয়, সে খ্রীষ্টকেই সম্পূর্ণরূপে লাভ করেছে।

উপরন্তু, এ প্রবাসীদের কাছে খ্রীষ্টের সমাধি প্রতিশ্রুত, যাতে দৈহিক রিপু থেকে যে নিজেকে প্রবাসী ও দেশত্যাগীর মত দূরে রেখেছে, সে-ই যেন খ্রীষ্টের বিশ্রামের যোগ্য হতে পারে। কেননা খ্রীষ্টের সমাধি খ্রীষ্টানের বিশ্রাম ছাড়া আর কীবা হতে পারে? সুতরাং, আমরা জগতে প্রবাসী ও এ পৃথিবীর অস্থায়ী অতিথি, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি।* আমি বলছি, আমরা প্রবাসী, ও আমাদের সমাধি ত্রাণকর্তার রক্তমূল্যেই কেনা হয়েছে, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি।* সুতরাং, খ্রীষ্টের দীক্ষাস্নান হল আমাদের সমাধি: তাঁর দীক্ষাস্নানে আমরা পাপের কাছে মরি, অপরাধের কাছে সমাহিত হই, ও আমাদের পুরাতন বিবেক নবজন্মে রূপান্তরিত হওয়ায় আমরা নববাল্যকালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হই। আমি বলছি, ত্রাণকর্তার দীক্ষাস্নান হল আমাদের সমাধি, কারণ সেই দীক্ষাস্নানেই আমরা বিগত জীবন ত্যাগ করি ও সেই দীক্ষাস্নানেই নতুন জীবন লাভ করি। অতএব তাঁর সমাধির অনুগ্রহ সত্যি মহান, কারণ সেই অনুগ্রহে আমাদের উপকারী মৃত্যু দেওয়া হয় ও অধিকতর উপকারী জীবন দান করা হয়; হ্যাঁ, তাঁর সমাধির অনুগ্রহ সত্যি মহান, কারণ সেই অনুগ্রহ পাপীকে পরিশুদ্ধ করে ও মরণাপন্নকে সঞ্জীবিত করে তোলে।

শ্লোক রো ৬:৪,৩

প্র মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছি,
উ মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।
প্র আমরা যারা খ্রীষ্টযীশুর উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছি,
উ মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - তীত ১:১-১৬

তীতের প্রেরণকর্ম

আমি পল, ঈশ্বরের দাস ও এই উদ্দেশ্যেই যীশুখ্রীষ্টের প্রেরিতদূত, যেন, ঈশ্বর যাদের বেছে নিয়েছেন, সেই সকল মানুষকে বিশ্বাসে আনতে পারি ও সেই সত্যের জ্ঞান তাদের দিতে পারি, যে সত্য মানুষকে ভক্তির কাছে চালিত করে, যে সত্য সেই অনন্ত জীবনেই স্থাপিত, যা ঈশ্বর বহু যুগ আগে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; তিনি তো মিথ্যা বলেন না, এজন্য নির্ধারিত সময়ে তাঁর আপন বাণীকে এমন ঘোষণা-কাজের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন, যা আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে আমার হাতে ন্যস্ত হয়েছে। তীত ও আমার যে সাধারণ বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসে আমার যথার্থ সন্তান তীতের সমীপে: পিতা ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টযীশু থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমার উপর বর্ষিত হোক।

আমি তোমাকে এই কারণেই ক্রীট দ্বীপে রেখে এসেছি, যেন যা কিছু বাকি রয়েছে, তুমি তার সুব্যবস্থা করতে পার, এবং প্রতিটি শহরে প্রবীণবর্গ নিযুক্ত কর। এই বিষয়ে আমি তোমাকে এই নির্দেশ দিয়েছিলাম: তাঁদের হতে হবে চরিত্রে অনিন্দনীয়, ও মাত্র এক বধূর স্বামী; তাঁদের সন্তানদেরও বিশ্বাসী হতে হবে, আবার এই সন্তানদের এমন হতে হবে, যাদের বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খলতা বা অবাধ্যতার কোন অভিযোগ তোলা না যেতে পারে। আসলে, ঈশ্বরের গৃহাধ্যক্ষ ব'লে ধর্মাধ্যক্ষের পক্ষে অনিন্দনীয় হওয়া আবশ্যক; আর এও আবশ্যক, তিনি যেন উদ্ধত স্বভাবের মানুষ না হন, উগ্র প্রকৃতির মানুষও নন, পানাসক্তও নন, হিংসাপরায়ণও নন, অর্থলোভীও নন; তাঁকে বরং হতে হবে অতিথিপরায়ণ, যা কিছু মঙ্গলকর তার সমর্থক, আত্মসংযমী, ধর্মপরায়ণ, পুণ্যবান, জীতেন্দ্রিয়;

তাঁকে এমন ব্যক্তি হতে হবে, যিনি সেই বিশ্বাসযোগ্য বাণী আঁকড়ে ধরে থাকেন যা পরম্পরাগত ধর্মশিক্ষার অনুরূপ, যেন তিনি উপদেশে যথার্থ শিক্ষা দিতে ও প্রতিবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে সক্ষম হন।

কেননা অনেকে আছে, বিশেষভাবে পরিচ্ছেদিতদের মধ্যে, যারা অদম্য ও বাচাল স্বভাবের মানুষ, এবং লোকদের মনও ভোলাতে সচেষ্ট। তেমন লোকদের মুখ বন্ধ করা চাই! কারণ হীন লাভের খাতিরে তারা অনুচিত শিক্ষা দিতে দিতে কতগুলো ঘর না একেবারে দিশেহারা করে তোলে। তাদের একজন—আর তিনি তাদের একজন নবীই—আগে বলেছিলেন, 'ক্রীটের লোকেরা সবসময় মিথ্যাবাদী, হিংস্র জন্তু, অলস পেটুক'। এ সাক্ষ্যবাণী সত্য! তাই তুমি কঠোরতার সঙ্গে তাদের তিরস্কার কর, তারা যেন যথার্থ ধর্মবিশ্বাসে থাকে এবং কোন ইহুদীয় রূপকথায় বা সেই সমস্ত লোকদের বিধিনিষেধেও মন না দেয়, যারা সত্য অগ্রাহ্য করে। যারা শুচি, তাদের পক্ষে সবই শুচি; কিন্তু যারা কলুষিত, তাদের পক্ষে ও অবিশ্বাসীদের পক্ষে কিছুই শুচি নয়; তাদের মন ও বিবেক দু'টোই কলুষিত।

তারা স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, ঈশ্বরকে জানে, কিন্তু কাজে তাঁকে অস্বীকার করে; তারা ঘৃণ্য ও বিদ্রোহী মানুষ, কোন সৎকর্মের জন্য উপযোগী নয়।

শ্লোক   এফে ৩:৮,১২; রো ১:৫

℣ আমি সমস্ত পবিত্রজনদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম হয়েও আমাকেই এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রীষ্টের সন্ধানাতীত ঐশ্বর্যের কথা প্রচার করি।
℟ আমরা সৎসাহস এবং, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, পূর্ণ ভরসার সঙ্গে [ঈশ্বরের কাছে] প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি।
℣ আমরা, তাঁর নামের উদ্দেশে, প্রেরিতদূত হবার অনুগ্রহ পেয়েছি, যেন সকল জাতিকে বিশ্বাসের বাধ্যতার কাছে চালিত করি।
℟ আমরা সৎসাহস এবং, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, পূর্ণ ভরসার সঙ্গে [ঈশ্বরের কাছে] প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'পালকীয় নিয়ম' **২য় পুস্তক ৪**

পালক নীরবতায় বোধপূর্ণ হোন,
কথনে তৎপর হোন

পালক নীরবতায় বোধপূর্ণ হোন, ও কথনে তৎপর হোন, পাছে যা বলা উচিত নয় তিনি তাই বলে ফেলেন, ও যা বলা উচিত তিনি সেই বিষয়ে নীরব থাকেন। কেননা অসতর্ক কথা যেমন মানুষকে ভুলের মধ্যে টেনে আনে, তেমনি যাদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারত, বোধশূন্য নীরবতা তাদের ভুলের মধ্যে ফেলে রাখে। বাস্তবিকই অচেতন পালকেরা মানুষের প্রশংসা হারাবেন বলে ভীত হয়ে বারবার উচিত কথা বলতে ভয় করেন; তাতে স্বয়ং সত্যের বাণী অনুসারে তাঁরা পালক-উচিত তৎপরতার সঙ্গে আর নয়, বেতনভোগীর নিম্ন মনোভাবেই মেষগুলিকে পালন করেন, কারণ নেকড়ে এলে কেমন যেন নীরবতার নিচে নিজেদের লুকিয়ে রেখে তাঁরা আসলে পালান।

প্রভু নবী দ্বারাও তাঁদের ভর্ৎসনা করে বলেন, *তারা সকলে বোবা কুকুর, ঘেউ ঘেউ করতে অক্ষম!* এবং পুনরায় অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, *তোমরা প্রাচীরের ফাটলগুলির মধ্যে কখনও যাওনি, এবং ইস্রায়েলকুল যেন প্রভুর দিনে সংগ্রামে দাঁড়াতে পারে, এর জন্যও তোমরা তাদের রক্ষায় কোন প্রাকারও তৈরি করনি।* ফাটলগুলির মধ্যে যাওয়ার অর্থ হল, পালের রক্ষার উদ্দেশ্যে এসংসারের ক্ষমতাশালীদের মুক্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করা; ও প্রভুর দিনে সংগ্রামে দাঁড়ানোর অর্থ হল, ন্যায়ের খাতিরে দুর্জনদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা।

আর আসলে, পালক যখন উচিত কথা বলতে ভয় করেন, তখন নীরব থাকায় তিনি পিঠ ফেরানো ছাড়া কী করেন? কিন্তু তিনি যখন পালের জন্য নিজেই যুদ্ধে নামেন, তখন ইস্রায়েলকুলের জন্য শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রাচীর স্থাপন করেন। এজন্য প্রতিমাপূজায় পুনরায় পতনোন্মুখ সেই জাতিকে বলা হল: *তোমার নবীরা তোমার জন্য এমন দর্শন পায়, যা সবই অসার, সবই মূর্খতামাত্র; তোমার দশা পাল্টাবার জন্য তারা তোমার শঠতা অনাবৃত*

করে না। পবিত্র শাস্ত্রে নবী নামে সময় সময় সেই গুরুদের বলা হয়, যারা বর্তমান বিষয় অস্থায়ী বলে দেখিয়ে ভাবী বিষয় প্রকাশ করে। পবিত্র শাস্ত্র ভর্ৎসনা করে বলে, তারা মিথ্যা দর্শন পেয়ে থাকে, কারণ দোষ নিন্দা করতে ভয় ক'রে তারা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দোষীদের মুগ্ধ করে, ও তিরস্কারমূলক বাণী থেকে বিরত থাকায় পাপীদের অপকর্ম কখনও প্রকাশ করে না।

অথচ তিরস্কারমূলক বাণী চাবিস্বরূপ, কারণ তিরস্কারের মধ্য দিয়ে বিবেক খুলে গেলে তেমন দোষও প্রকাশ পায় যা বিষয়ে দোষী নিজেই প্রায় সচেতন নয়। এজন্য তীতের কাছে পত্রে পল বলেন, *যেন তিনি উপদেশে যথার্থ শিক্ষা দিতে ও প্রতিবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে সক্ষম হন।* মালাখিও বলেন, *যাজকের ওষ্ঠ সদ্‌জ্ঞান রক্ষা করবে, এবং নির্দেশবাণীর অন্বেষণ তার মুখেই মিলবে, কেননা সে সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণীদূত।* আরও, ইসাইয়ার মুখ দিয়ে প্রভু বলেন, *মুক্তকণ্ঠে চিৎকার কর, ক্ষান্ত হয়ো না কখনও; তুরির মত উচ্চধ্বনি তোল।*

যিনি যাজক-পদ গ্রহণ করেন, তিনি প্রচারক ভূমিকাই গ্রহণ করেন, ও চিৎকার করতে করতে সেই বিচারকেরই আগে আগে চলেন যিনি ভয়ঙ্কর ভাবে তাঁর পিছু পিছু অগ্রসর হচ্ছেন। ফলত যাজক প্রচারকর্মে অজ্ঞ হলে, বোবা প্রচারক হওয়ায় তিনি কেমন করে নিজ কণ্ঠ শোনাবেন? এজন্যই পবিত্র আত্মা প্রথম পালকদের উপরে জিহ্বার আকারে অধিষ্ঠান করলেন: যাঁদের তিনি নিজেতে পরিপূর্ণ করলেন, নিজের বিষয়ে বাণীপ্রচার করতে তাঁদের হঠাৎ সক্ষম করে তুললেন।

শ্লোক সাম ৫১:১৫,১৬-১৭

প্র আমি অপরাধীদের শেখাব তোমার পথ সকল, পাপীরা তখন ফিরবে তোমার কাছে।
উ আমার জিহ্বা করবে তোমার ধর্মময়তার গুণকীর্তন।
প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর, আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ।
উ আমার জিহ্বা করবে তোমার ধর্মময়তার গুণকীর্তন।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এফে ৪:২৫–৫:৭

ঈশ্বরের অনুকারী হও

প্রিয়জনেরা, যা মিথ্যা, তা ত্যাগ ক'রে *তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীর সঙ্গে সত্যকথা বল,* কারণ আমরা পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। *ক্রুদ্ধ হয়েও পাপ করো না;* তোমরা ক্রুদ্ধ থাকতে যেন সূর্যাস্ত না হয়; দিয়াবলকেও সুযোগ দিয়ো না; চুরি করা যার অভ্যাস, সে আর চুরি না করুক, বরং নিজের দু'হাত দিয়ে ভাল একটা কিছু করুক, যেন অভাবীদের সঙ্গে সহভাগিতা করার মত তার কিছু থাকে; তোমাদের মুখ থেকে যেন কোন খারাপ কথা না বের হয়, বরং প্রয়োজনমত যা কিছু গঠনমূলক হতে পারে, তোমরা তেমন কথাই বল, যারা শোনে তাদের যেন উপকার হয়। আর যাঁর দ্বারা তোমরা মুক্তিলাভের দিনের উদ্দেশ্যে ঐশ মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ, ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে তোমরা দুঃখ দিয়ো না। যত অনিষ্টের সঙ্গে যত তিক্ততা, রোষ, ক্রোধ, কোলাহল ও নিন্দাও তোমাদের মধ্য থেকে দূর করা হোক। পরস্পরের প্রতি উদারমনা ও সহৃদয় হও, পরস্পরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রীষ্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন।

অতএব, প্রিয় সন্তানের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও। ভালবাসায় চল, যেইভাবে খ্রীষ্টও আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

যৌন অনাচার ও যে কোন ধরনের অশুচিতা বা লোলুপতার বিষয়ে, পবিত্রজনদের যেমন শোভা পায়, সেগুলোর নামও যেন তোমাদের মধ্যে উচ্চারিত না হয়। একই কথা প্রযোজ্য অশ্লীলতা, স্থূলতা বা অনুচিত রসিকতার বিষয়ে—এসব কিছু অনুচিত। তোমাদের ধন্যবাদ-স্তুতিই বরং বিরাজ করুক। কেননা এবিষয়ে নিশ্চিত

থাক যে, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র কিংবা অশুচি বা লোভী মানুষ—তেমন কিছু তো পৌত্তলিকতার নামান্তর!—কেউই খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। অসার যুক্তি দেখিয়ে কেউ যেন তোমাদের না ভোলায়, কেননা এই সকল দোষের কারণেই বিদ্রোহ-সন্তানদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে পড়ে। সুতরাং তোমরা ওদের ভাগ্যের সহভাগী হতে যেয়ো না।

শ্লোক কল ৪:২-৩; ফিলি ৪:৬

℟ তোমরা প্রার্থনা-সভায় নিবিষ্ট থাক, ধন্যবাদ-স্তুতি করে প্রার্থনায় জেগে থাক। আমাদের জন্যও প্রার্থনা কর,
℣ যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য বাণী প্রচারের দরজা খুলে দেন, যেন সেই খ্রীষ্ট-রহস্য ঘোষণা করতে পারি।
℟ সকল বিষয়ে তোমাদের সকল যাচনা ঈশ্বরের কাছে জানাও;
℣ যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য বাণী প্রচারের দরজা খুলে দেন, যেন সেই খ্রীষ্ট-রহস্য ঘোষণা করতে পারি।

দ্বিতীয় পাঠ - ধন্য অগেরিউসের উপদেশাবলি **উপদেশ ৫:৫**

ভালবাসাই খ্রীষ্টের শিক্ষা

ভ্রাতৃগণ, আমরা যারা খ্রীষ্ট থেকেই খ্রীষ্টান নাম বহন করি আর আসলে তাই, অস্থায়ী ও অনিত্য যত মঙ্গল ও সেই মঙ্গলের অন্ধ পূজারীদেরও তুচ্ছ ক'রে ও কেবল খ্রীষ্টেরই প্রতি আসক্ত হতে আকাঙ্ক্ষা ক'রে, এসো, ভ্রাতৃপ্রেমে নিজেদের মিলিত করি, যেন তাঁরই শিষ্য বলে অভিহিত হতে, এমনকি তাঁরই শিষ্য হওয়ার যোগ্য হতে পারি, যিনি আপন প্রেরিতদূতদের কাছে, ও তাঁদের মধ্য দিয়ে আমাদেরও কাছে এ আদেশ দিয়েছেন, *তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে।*

এতেই অন্ধকারের সন্তান থেকে আলোর সন্তানদের পরিচয়, শয়তানের শিষ্য থেকে খ্রীষ্টের শিষ্যদের পরিচয় স্পষ্ট প্রকাশ পাবে, তারা যদি পরস্পরের প্রতি ও সকলের প্রতি ভালবাসা প্রসারিত করে। ভালবাসা কাউকে বাতিল করে না, বরং সবই আলিঙ্গন করে, ও সকলের কাছে নির্বিশেষেই আত্মদান করে সকলকে নিজের মধ্যে ধারণ করে।

ভালবাসা হৃদয়ের এমন ভক্তি, যা প্রেমের আলিঙ্গনে খ্রীষ্টকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকে। ভালবাসা এমন প্রেম, যা স্বর্গ ও মর্ত একসাথে আবদ্ধ রাখে: এমন অপরাজেয় প্রেম, যা হুমকি ও মিনতির সামনেও নিজেকে নিঃশেষিত হতে দেয় না। ভালবাসা হল প্রেম ও শান্তির অবিচ্ছেদ্য বন্ধন; সদ্‌গুণের রানী এই ভালবাসা কোন রিপুর আক্রমণ ভয় করে না, কিন্তু পণ হিসাবে খ্রীষ্টের রক্ত পেয়েছে বলে ও তার কপালে ক্রুশচিহ্ন থাকে বলে সকল বিরোধীর পিঠ ফিরিয়ে দেয়; এবং তার শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারে এমন কেউই নেই।

ভালবাসা হল শাশ্বত রাজার সখী, ফলে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে তাঁর কাছে উপস্থিত থাকতে ভয় করে না। ভ্রাতৃগণ, আমাদের মধ্যে যদি সদ্‌গুণের এ রানী রাজত্ব করে, তাহলে হঠাৎ ছোট বড় সকলেই জানতে পারবে, আমরা সত্যিই প্রভুর শিষ্য। যে ভালবাসে না, সে তাঁরই লোক নয় যিনি ভালবাসার আজ্ঞা দিয়েছেন। ভালবাসা হল ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম: প্রতিবেশীকে যে প্রেম করে না, ঈশ্বরকেও সে প্রেম করতে পারে না—আর যে প্রেম করে না, সে ঘৃণাই করে। সুতরাং নিজের ভাইকে যে ঘৃণা করে, ভালবাসার প্রণেতাকেই সে ঘৃণা করে। তাই এসো, খ্রীষ্টের ভালবাসা দ্বারা সম্মিলিত হয়ে আমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে প্রভুকে ভালবাসি, প্রতিবেশীকেও নিজেদের মত ভালবাসি; এবং তাঁর ভালবাসার খাতিরে কেবল বন্ধুদের নয়, শত্রুদেরও ভালবাসি—তাদের ঘৃণা করব না, তা যেন যথেষ্ট মনে না করি, তাদের বরং প্রকৃত ভালবাসায়ই ভালবাসব। এটিই খ্রীষ্টের সদুপদেশের মূলতত্ত্ব, এটিই পবিত্র আত্মার শিক্ষা। যে কেউ এ মূলতত্ত্ব ও এ শিক্ষা থেকে দূরে যায়, সে অনন্ত কাল ধরে বিনষ্ট হবে। কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য ও ভালবাসার পন্থী যারা, তাদের কাছে দেওয়া হবে সেই অসীম মাধুর্য ও সেই শাশ্বত আনন্দের ঐশ্বর্য যা প্রসন্ন হয়ে তিনিই আমাদের উপর বর্ষণ করবেন, যিনি পরম ত্রিত্বের বুকে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক রো ১৩:৮,১০; গা ৫:১৪

℟ পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না; কারণ পরকে যে

ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে।
ট্র ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।
প্র সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, 'তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের
মত ভালবাসবে।'
ট্র ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - তীত ২:১–৩:২

ভক্তজনদের কাছে চেতনা-বাণী

তুমি কিন্তু যা যথার্থ ধর্মশিক্ষা অনুযায়ী, তা-ই শেখাও। বৃদ্ধদের মিতাচারী, শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য, আত্মসংযমী, ও বিশ্বাস, ভালবাসা ও নিষ্ঠায় স্থিতমূল হওয়া উচিত। তেমনি বৃদ্ধাদের আচার-ব্যবহার যেন ভক্তজনের যোগ্য হয়; তাঁরা যেন পরচর্চা না করেন, পানাসক্তির দাসী না হন, বরং সদাচরণ শেখাতে যোগ্য, যুবতী বধূদের যেন স্বামী ও সন্তানদের ভালবাসায় গড়ে তুলতে পারেন; আরও, বধূদের আত্মসংযতা, সচ্চরিত্রা, গৃহকর্মে নিষ্ঠাবতী, সহৃদয়া ও স্বামীর অনুগতা হতে শেখান, এভাবে যেন ঈশ্বরের বাণী নিন্দার বস্তু না হয়।

তেমনি যুবকদেরও আত্মসংযত হতে চেতনা দাও; সবকিছুতে নিজেকেই সৎকর্মে আদর্শবান দেখাও; ধর্মশিক্ষা দানে সত্যনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধার যোগ্য হও; তোমার ভাষাও যেন যথার্থ ও অনিন্দনীয় হয়, যেন যারা আমাদের বিপক্ষে, তারা সকলেই আমাদের নামে অপবাদ দেওয়ার মত কিছু না পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

ক্রীতদাসেরা যেন সবকিছুতে তাদের মনিবদের অনুগত থাকে, প্রতিবাদ না করে তাদের সন্তুষ্ট করে, কিছুই আত্মসাৎ না করে; বরং সম্পূর্ণ সততা দেখায়; যেন তা-ই ক'রে তারা সবকিছুতেই আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের ধর্মশিক্ষা মর্যাদায় ভূষিত করতে পারে।

কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে ও সমস্ত মানুষের জন্য পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। এই অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি, এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যীশুখ্রীষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি, যিনি আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন, যেন সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, এবং নিজের জন্য এমন জনগণকে শুচিশুদ্ধ করে তুলতে পারেন, যারা তাঁরই নিজস্ব ও সৎকর্ম সাধনে আগ্রহী।

পূর্ণ অধিকারের সঙ্গে এই সমস্ত বিষয়ে কথা বলা, চেতনা দান করা ও তিরস্কার করা তোমার কর্তব্য। দেখ, কেউ যেন তোমাকে অবজ্ঞা করতে সাহস না করে।

সকলকে স্মরণ করিয়ে দাও, যেন তারা শাসনকর্তাদের ও কর্তৃপক্ষের অনুগত থাকে, বাধ্য হয়, যে কোন সৎকর্ম সাধন করতে প্রস্তুত হয়, কারও নিন্দা না করে, ঝগড়া এড়িয়ে চলে, সহনশীলতা দেখায়, সকল মানুষের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করে।

শ্লোক তীত ২:১২,১৩; এফে ৫:১৫-১৬

প্র ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি,
ট্র আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যীশুখ্রীষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায়।
প্র নিজেদের আচরণের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ; নির্বোধের মত নয়, সুবোধেরই মতই চল। বর্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহার কর,
ট্র আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যীশুখ্রীষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায়।

গোটা মণ্ডলী-দেহের জন্যই প্রার্থনা করা উচিত

স্তুতিবাদই হোক পরমেশ্বরের কাছে তোমার যজ্ঞ, পরাৎপরের কাছে তোমার ব্রত সকল উদ্‌যাপন কর। যে ঈশ্বরের কাছে ব্রত নিয়ে তা পালনও করে, সেই ঈশ্বরের প্রশংসা করে। এজন্যই সকলের চেয়ে সেই সামারীয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, প্রভুর আদেশ অনুসারে অন্য ন'জনের সঙ্গে চর্মরোগ থেকে নিরাময় হয়ে উঠে যে একাই খ্রীষ্টের কাছে ফিরে গিয়ে ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন করে ও তাঁকে ধন্যবাদ জানায়। তার বিষয়ে যীশু বলেছিলেন, *এই বিজাতীয় লোকটি ছাড়া আর এমন কাউকেই কি পাওয়া গেল না যে, ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করার জন্য ফিরে আসবে? তখন তিনি তাকে বললেন, ওঠ, এখন যাও; তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।*

প্রভু যীশু ঐশ্বরিক ভাবে সেই পিতার মঙ্গলময়তা বিষয়েও শিক্ষা দিলেন, যিনি মঙ্গলদান দিতে জানেন, যাতে যা মঙ্গল, তাই তুমি যাচনা কর তাঁরই কাছে যিনি স্বয়ং মঙ্গল; উপরন্তু তিনি আবেদন জানালেন, আমরা যেন ব্যগ্রতার সঙ্গে ও বারে বারে প্রার্থনা করি—আমাদের প্রার্থনা এত দীর্ঘই হবে যে আমাদের অসহ্যই লাগবে এমন নয়, বরং যেন সময় মত বারে বারে প্রার্থনা করি। আসলে দীর্ঘকাল প্রার্থনায় রত থাকলে প্রার্থনার নিজেরই ক্ষতি হয়; অন্যদিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থনাকালের মধ্যে অতিদীর্ঘ সময় কাটলে সহজেই অবহেলা দেখা দেয়।

তাছাড়া তিনি সাবধান বাণী দেন, তুমি যখন নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তখন যেন জেনে রাখ যে, সেসময়ে তোমাকে অপরকেও ক্ষমা করতে হবে: এভাবে তোমার শুভকর্মের কণ্ঠেই তুমি তোমার প্রার্থনা গ্রহণীয় করবে। প্রেরিতদূতও এ শিক্ষা দেন, যেন বিনা ক্রোধে ও বিনা মনোমালিন্যে প্রার্থনা করা হয়, যাতে তোমার প্রার্থনা অস্থির না হয়, উল্ট ফলও না ফলায়! তিনি এ কথাও বলেন যে, সর্বত্রই প্রার্থনা করা উচিত; কিন্তু প্রভু বললেন, *তোমার কক্ষেই প্রবেশ কর।* তুমি কিন্তু দেওয়ালে গণ্ডিবদ্ধ এমন কক্ষের কথা বুঝবে না, যে কক্ষে তোমার দেহ আবদ্ধ থাকবে, বরং তোমার অন্তরেই যে কক্ষ, তাই বুঝবে—যে কক্ষে তোমার সকল চিন্তা নিহিত ও তোমার সকল মনোভাব বিরাজিত। তোমার এ প্রার্থনাকক্ষ সর্বস্থানেও তোমার সঙ্গে আছে, সর্বস্থানেও গোপন, কারণ একা ঈশ্বর ছাড়া তেমন কক্ষের অন্য বিচারক নেই।

তোমাকে তিনি এ শিক্ষাও দেন যে, বিশেষভাবে জনগণের জন্যই প্রার্থনা করা উচিত, অর্থাৎ গোটা দেহের জন্য, তোমার মাথার সমস্ত অঙ্গগুলির জন্যই প্রার্থনা করা উচিত: এতেই পারস্পরিক ভালবাসার উজ্জ্বল চিহ্ন প্রতীয়মান। কেননা যদি নিজের জন্য প্রার্থনা কর, তাহলে তুমি কেবল নিজের কল্যাণ প্রার্থনা করবে; আর যদি এক একজন নিজের জন্য প্রার্থনা করে, তবে একথা জানা উচিত যে, একজন পাপী নিজের জন্য প্রার্থনা ক'রে যতখানি অনুগ্রহ পায়, তার চেয়ে বেশি অনুগ্রহ তাকেই মঞ্জুর করা হয়, যে পরের জন্য প্রার্থনা করে। কিন্তু যখন এক একজন সকলেরই জন্য প্রার্থনা করে, তখন সকলেই এক একজনের জন্য প্রার্থনা করে।

উপসংহার স্বরূপ একথা বলব: তুমি যদি কেবল নিজেরই জন্য প্রার্থনা কর, তাহলে—যেমন বলেছি—তুমি নিজের জন্য প্রার্থনা করবে বটে, কিন্তু তুমি একা থাকবে। অন্যদিকে তুমি যদি সকলের জন্য প্রার্থনা কর, তাহলে সকলেই তোমার জন্য প্রার্থনা করবে, কারণ সেই সকলের মধ্যে তুমিও আছ। তাতে প্রার্থনার ফল মহত্তরই হবে, কারণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রার্থনা সবগুলো মিলে একজনের উপরে গোটা সমাজের প্রার্থনার ফল বর্ষণ করবে। এতে দুঃসাহসের লেশমাত্র নেই, বরং বিনম্রতাই অধিক মহান, ফলও অধিক সমৃদ্ধ।

শ্লোক সাম ৬১:২-৩,৬

℟ আমার চিৎকার শোন গো পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনায় মনোযোগ দাও।

℣ পৃথিবীর প্রান্ত থেকেই তোমায় ডাকছি।

℟ তুমি, পরমেশ্বর, শুনেছ আমার ব্রত সকল, যারা ভয় করে তোমার নাম, তাদের প্রাপ্য উত্তরাধিকার দিয়েছ আমায়:

℣ পৃথিবীর প্রান্ত থেকেই তোমায় ডাকছি।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এফে ৫:৮-২১

আলোর সন্তানদের মত চল

ভ্রাতৃগণ, তোমরা একসময় অন্ধকার ছিলে, কিন্তু প্রভুতে তোমরা এখন আলো: আলোর সন্তানদের মত চল; বস্তুত আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায়। প্রভুর কি কি প্রীতিজনক, তা-ই জানতে সচেষ্ট থাক। অন্ধকারের ফলশূন্য যত কর্মের সহভাগী হয়ো না, বরং সেগুলোর আসল পরিচয় প্রকাশ্যে তুলে ধর, কেননা ওরা গোপনে যা কিছু করে, তা উচ্চারণ করা পর্যন্তও লজ্জার বিষয়। কিন্তু যা কিছু প্রকাশ্যে তুলে ধরা হয়, তা আলো দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, কারণ যা কিছু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তা নিজে-ই আলো। এজন্য লেখা আছে: ঘুমিয়ে রয়েছ যে তুমি, জেগে ওঠ, মৃতদের মধ্য থেকে নিদ্রাভঙ্গ হও, আর খ্রীষ্ট তোমাকে উদ্ভাসিত করবেন।

সুতরাং, নিজেদের আচরণের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ; নির্বোধের মত নয়, সুবোধেরই মতই চল। বর্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহার কর, কারণ আজকের দিনগুলি অমঙ্গলকর। এই কারণেই অবোধ হয়ো না, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা কী, তা বুঝতে চেষ্টা কর। আঙুররস পানে মাতাল হয়ো না, কেননা আঙুররসে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত; কিন্তু আত্মায় পরিপূর্ণ হও; সবাই মিলে সামসঙ্গীত, স্তুতিগান ও অধ্যাত্ম বন্দনাগান গেয়ে চল, সমস্ত হৃদয় দিয়ে বাদ্যের ঝঙ্কারে প্রভুর স্তুতিগান কর; সবসময় সবকিছুর জন্য আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও। খ্রীষ্টভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুগত হও।

শ্লোক   এফে ৫:৮-৯; মথি ৫:১৪,১৬

℣ প্রভুতে তোমরা এখন আলো: আলোর সন্তানের মত চল।
℟ আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায়।
℣ তোমরা জগতের আলো। তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক।
℟ আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় পাঠ - রেস্সের বিশপ নিচেতা-লিখিত 'সামসঙ্গীত-পরিবেশনের উপকারিতা'   ১৩-১৪

সামসঙ্গীত পরিবেশন কালে সকলেই গানে যোগ দেবে

প্রিয়জনেরা, এসো, একচিত্ত হয়ে ও জাগ্রত মনেই সামসঙ্গীত গান করি, যেমনটি সামসঙ্গীত-রচয়িতা নির্দেশ দিয়ে বলেন: *পরমেশ্বরই সারা পৃথিবীর রাজা, তাই সুললিত কণ্ঠে স্তবগান কর,* যাতে করে সামসঙ্গীতটা কেবল প্রাণ দিয়ে অর্থাৎ কেবল কণ্ঠ দিয়ে নয়, কিন্তু মন দিয়েও আবৃত্তি করা হয়, আর আমরা যা আবৃত্তি করি, তা যেন ধ্যান করি, পাছে মন অন্য চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে বৃথাই পরিশ্রম করে। সমস্ত কিছু কেমন যেন ঈশ্বরের সম্মুখেই উদ্‌যাপন করা উচিত, মানুষকে বা নিজেদের খুশি করার জন্য নয়। কণ্ঠের এই মিল বিষয়ে উত্তম একটা উদাহরণ সেই তিনজন যুবকই দেন, যাঁদের কথা দানিয়েল পুস্তক উল্লেখ করে বলে, *এই তিনজন এককণ্ঠে স্তুতিগান করছিলেন, ও সেই চুল্লিতে ঈশ্বরকে বন্দনা করে বলছিলেন, ধন্য তুমি প্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর।*

দেখ তো আমাদের কেমন আদর্শ দেওয়া হয়: সেই তিনজন এককণ্ঠেই প্রভুর প্রশংসাগান করছিলেন যাতে আমরা সকলেও কেমন যেন এককণ্ঠ হয়ে একই মনোভাব একসুরে সমানভাবে ব্যক্ত করি। সুতরাং যখন সামসঙ্গীত পরিবেশন কালে সকলেই গানে যোগ দেবে, প্রার্থনা কালে সকলেই প্রার্থনায় যোগ দেবে, পাঠ পরিবেশন কালে নীরবতা বজায় রেখে সকলেই শুনবে, তখন এমনটি যেন না ঘটে যে, পাঠক পাঠ করতে করতে অন্য কেউ চিৎকার করে প্রার্থনা করলে সকলের অসুবিধা ঘটায়; আর যদি তুমি পাঠ চলাকালেই গির্জায় এসে উপস্থিত হও, প্রভুকে প্রণাম জানিয়ে ও ক্রুশচিহ্ন করে তৎপরতার সঙ্গেই পাঠে মনোযোগ দাও।

যখন সকলে মিলে প্রার্থনা করি, তখনও তোমাকে প্রার্থনা করার সুযোগ দেওয়া হয়, আবার ততবারও সেই

সুযোগ তোমাকে দেওয়া হয় যতবার তুমি একা হয়ে প্রার্থনা করতে ইচ্ছা কর; কিন্তু প্রার্থনা করার জন্য তুমি যেন পাঠ অবহেলা না কর, কারণ পাঠ তুমি তোমার সুবিধা ও সময় মত সবসময় পাচ্ছ না, কিন্তু প্রার্থনা করার সুযোগ তোমার যখন তখনই আছে। এমনকি, তুমি যেন মনে না কর যে, পবিত্র পাঠ শ্রবণ কম উপকারিতার ব্যাপার: প্রকৃতপক্ষে শ্রোতার প্রার্থনা নিজেই অধিক মাত্রায় উপকৃত হয়, কেননা মন পাঠের ঐশ্বরিক বিষয় দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে সহজতর ভাবেই অগ্রসর হবে।

আসলে মার্থার বোন সেই মারীয়া, যিনি বোনকে একা ফেলে রেখে যীশুর পায়ের কাছে বসে তাঁর বাণী একচিত্ত হয়ে শুনছিলেন, তিনি উত্তম অংশ বেছে নিয়েছিলেন—কথাটা স্বয়ং প্রভুই সপ্রমাণ করলেন। এজন্য পরিসেবক ঘোষকের মত উচ্চকণ্ঠে সকলকে আহ্বান করেন, যেন প্রার্থনায় কি প্রণতিতে কি সামসঙ্গীত গানে কি পবিত্র পাঠ শ্রবণে সকলেই ঐক্যবদ্ধ থাকে; কেননা যারা একাত্মা হয়, প্রভু তাদের ভালবাসেন ও নিজের গৃহে তাদের আসন দেন।

শ্লোক সাম ১৩৮:১-২; ১১৮:২৮

℣ ঐশজীবদের সামনে আমি করি তোমার স্তবগান, তোমার পবিত্র মন্দির পানে করি প্রণিপাত।

℟ আমি করি তোমার নামের স্তুতি।

℣ তুমিই আমার ঈশ্বর, আমি তোমায় জানাই ধন্যবাদ, হে আমার পরমেশ্বর, আমি তোমার বন্দনা করি।

℟ আমি করি তোমার নামের স্তুতি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - তীত ৩:৩-১৫

নবজন্মদানকারী প্রক্ষালন

ভ্রাতৃগণ, একসময় আমরাও ছিলাম নির্বোধ, অবাধ্য, পথভ্রষ্ট, যত কামনা-বাসনা ও আমোদপ্রমোদের দাস; হিংসা ও শঠতার মধ্যে জীবনযাপন করে নিজেরাই ঘৃণ্য ছিলাম, ও পরস্পরকেও ঘৃণা করতাম। কিন্তু যখন মানবজাতির প্রতি আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের করুণা ও ভালবাসা প্রকাশিত হল, তখন তা যে আমাদের নিজেদের কোন সৎকর্মের ফলে ঘটেছে, তেমন নয়, বরং নিজ দয়া গুণেই তিনি নবজন্মের জলপ্রক্ষালন ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ করলেন। এই আত্মাকে তিনি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে, যেন তাঁরই অনুগ্রহে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে আমরা প্রত্যাশা অনুসারে অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারি। একথা বিশ্বাস্য; সুতরাং আমি চাই, তুমি এই সমস্ত বিষয়ের উপর জোর দেবে, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, তারা যেন সৎকর্ম সাধনে নিত্যই সচেষ্ট থাকে। মানুষের পক্ষে এই সবকিছু উত্তম ও উপযোগী। কিন্তু তুমি যত নির্বোধ প্রশ্ন, সেই সব বংশতালিকা, ও বিধান-সম্বন্ধীয় যে কোন আলোচনা ও তর্কাতর্কি এড়িয়ে চল; কেননা তেমন কিছু অর্থশূন্য ও মূল্যহীন। ভ্রান্তমত যে অবলম্বন করে, তাকে একবার, দরকার হলে দু'বার সতর্ক করে দেওয়ার পর তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রেখো না; তোমাকে বুঝতে হবে যে, তেমন লোক ধর্মভ্রষ্ট, এবং পাপ করতে করতে নিজেই নিজেকে দোষী বলে সাব্যস্ত করে।

আমি যখন তোমার কাছে আর্তেমাস বা তিখিকসকে পাঠাব, তখনই তুমি আমার সঙ্গে যোগ দিতে নিকোপলিসে আসতে চেষ্টা কর; সেইখানে আমি শীতকাল কাটাতে স্থির করেছি। আইনজ্ঞ জেনাস ও আপল্লোসের যাত্রার জন্য সুব্যবস্থা কর; এমনটি কর, প্রয়োজনীয় কোন কিছুর যেন তাঁদের অভাব না হয়। এভাবে আমাদের লোকেরাও জরুরী প্রয়োজনের জন্য সৎকর্মে উদ্যোগী হতে শিখুক, যেন এমনি অর্থশূন্য জীবন যাপন না করে।

যাঁরা এখানে আমার সঙ্গে রয়েছেন, তাঁরা সকলে তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। বিশ্বাসী হিসাবে যাঁরা আমাদের ভালবাসেন, তাঁদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও।

অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।

শ্লোক সাম ১০৩:১৩-১৪; তীত ৩:৫

প্র পিতা যেমন সন্তানদের স্নেহ করেন, যারা তাঁকে ভয় করে, প্রভুও তাদের প্রতি তত স্নেহশীল,

উ কেননা আমরা যে কি দিয়ে গড়া, তা তিনি জানেন।

প্র নিজ দয়া গুণেই তিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন,

উ কেননা আমরা যে কি দিয়ে গড়া, তা তিনি জানেন।

দ্বিতীয় পাঠ - নবম শতাব্দীর উপদেশ ৪:২-৭

নিজ মহাপাপ দেখে কেউই যেন নিরাশ না হয়

ভাইবোনেরা, তোমরা প্রায়ই বলতে শুনেছ সে দুই ব্যক্তির কথা, তথা আদম ও খ্রীষ্ট। প্রথমজন প্রাচীন মানুষ, দ্বিতীয়জন নব মানুষ। তাই আজ যে দুর্জন, সে প্রাচীন মানুষ, কারণ তাঁরই অনুকরণ করে, যিনি পরমদেশে অহঙ্কারী ও অবাধ্য হলেন। যে ভাল, সে নবমানুষ, কারণ তাঁরই অনুসরণ করে, যিনি বলেন, *আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়,* ও যাঁর বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করলেন।*

কিন্তু যেহেতু আমাদের কাল নবকাল বলে পরিচিত, আমরা তাদেরই আবেদন জানাচ্ছি যারা অপকর্ম সাধনে প্রাচীন মানুষ, যেন তারা সৎকর্মের দিকে মন ফিরিয়ে নবমানুষ হয়ে ওঠে। যারা শুভকর্মের ফলে ইতিমধ্যেই নবমানুষ হয়ে উঠেছে, আমরা তাদের আহ্বান করি তারা যেন এ নবকালে অধিক শ্রেয়তর সৎকর্ম সাধনে নিজেদের নবায়ন করতে সচেষ্ট থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, অশুচিতা রিপু প্রত্যাখ্যান করায় যে শুচিতা ক্ষেত্রে নবমানুষ, সে অমঙ্গল অভিলাষও অস্বীকার করায় নিজেকে নবায়ন করুক। একই প্রকারে যে বিনম্র, বাধ্য, দয়াবান ও ধৈর্যশীল, সে প্রার্থনায় ও সেই সমস্ত সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে দৈনন্দিন অগ্রগতি সাধনেই নিজেকে নবায়ন করবে, যেমনটি লেখা আছে, *তারা সদ্‌গুণ থেকে মহত্তর সদ্‌গুণে অগ্রসর হবে।*

প্রিয়জনেরা, দীক্ষাস্নাত হয়েছ বিধায় তোমাদের মধ্যে কেউ নিরাপদ নও। কেননা যেমন যারা ক্রীড়াঙ্গনে দৌড় দেয়, তারা সকলেই জয়মালা পাবে এমন নয়, কিন্তু সে-ই মাত্র পাবে, প্রতিযোগিতায় যে প্রথম হয়েছে, তেমনি যাদের বিশ্বাস আছে তারা সকলে পরিত্রাণ পাবে এমন নয়, কিন্তু তারাই মাত্র পাবে, যারা শুরু করা শুভকর্মে নিষ্ঠাবান থাকে। আর যেমন *প্রত্যেক প্রতিযোগী সবরকম আত্মসংযম অভ্যাস করে থাকে,* তেমনি তোমাদের নির্যাতনকারী সেই শয়তানকে জয় করতে গেলে তোমাদেরও সমস্ত রিপু এড়াতে হবে। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তোমরা প্রভু দ্বারা তাঁর আঙুরখেতে তথা পবিত্র মণ্ডলীর ঐক্যে আহূত হয়েছ: এমনভাবে আচরণ কর, যাতে পুরস্কার অর্থাৎ রাজ্যের সেই আনন্দ পেতে পার যা ঈশ্বর নিজে প্রদান করেন।

নিজ মহাপাপ দেখে কেউ যেন নিরাশ হয়ে না বলে, 'আমার কতই না পাপ! বার্ধক্যকাল পর্যন্ত, এমন কি এ শেষ বয়স পর্যন্তই পাপ করে বসেছি; এখন ক্ষমা পাওয়া দূরের কথা, এ কারণেও যে, আমিই যে পাপ ত্যাগ করেছি এমন নয়, পাপগুলিই এবয়সে আমাকে ত্যাগ করেছে।' তেমন মানুষ যেন ঈশ্বরের দয়া বিষয়ে কখনও নিরাশ না হয়, কারণ প্রভুর আঙুরখেতে কেউ কেউ প্রথম ঘণ্টায়, অন্য কেউ তৃতীয় ঘণ্টায়, আবার অন্য কেউ ষষ্ঠ ঘণ্টায় আহূত হয়েছে; এমনকি অন্য কেউ নবম ঘণ্টায় ও অন্য কেউ একাদশ ঘণ্টায়ও আহূত হয়েছে। অর্থাৎ কিনা, ঈশ্বরসেবায় কেউ শিশুকাল থেকে আকর্ষিত হয়েছে, অন্য কেউ বাল্যকালে, অন্য কেউ যৌবনকালে, অন্য কেউ বার্ধক্যকালে, অন্য কেউ একেবারে শেষ বয়সেই আকর্ষিত হয়েছে।

আর যেমন কারও পক্ষে—সে যেই কালে থাকুক না কেন—মনপরিবর্তন বিষয়ে নিরাশ করতে নেই, তেমনি তার বিশ্বাস থাকায় কেউ যেন কেবল সেই ভিত্তিতে নিজেকে নিরাপদ মনে না করে, সে বরং এ বাণী ভয় করুক: *অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্পজনই মনোনীত।* আমরা ঠিকই জানি, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আহূত হয়েছি, কিন্তু তবুও জানি না, আমরা মনোনীত কিনা। সুতরাং, মনোনীত হয়েছে কিনা এসম্বন্ধে জানা না থাকায় প্রত্যেকে যেন নিজেকে অধিক বিনম্র করে।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এ বর প্রদান করুন, তোমরা যেন তাদেরই সংখ্যার লোক না হও, যারা শুষ্ক পায়ে লোহিত

সাগর পার হয়েছিল, প্রান্তরে মান্না খেয়েছিল, আত্মিক পানীয় পান করেছিল, কিন্তু পরে গজ গজ করেছিল বিধায় প্রান্তরে মারা গেছিল, তোমরা বরং যেন তাঁদেরই মধ্যে পরিগণিত হতে পার, যাঁরা প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করেছিলেন, ও মণ্ডলীর আঙুরখেতে বিশ্বস্ত ভাবে পরিশ্রম করে শাশ্বত আনন্দের পুরস্কার পাবার যোগ্য হলেন, তোমরা যেন যাঁর অঙ্গ, তোমাদের মাথা সেই খ্রীষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করতে পার চিরকাল ধরে। আমেন।

শ্লোক এস্থার ১৪:৩,১৯; তোবিত ৩:১৩; যুদিথ ৬:১৫ দ্রঃ

প্র তুমি ছাড়া, হে প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর, আমার অন্য ভরসা নেই।
উ তুমি তো ক্রোধেও দয়াবান, ও সঙ্কটের দিনে পাপ মার্জনা কর।
প্র হে প্রভু, আকাশ ও পৃথিবীর ঈশ্বর, আমাদের দুর্দশার দিকে চেয়ে দেখ।
উ তুমি তো ক্রোধেও দয়াবান, ও সঙ্কটের দিনে পাপ মার্জনা কর।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এফে ৫:২২-৩৩

দম্পতিদের কর্তব্য

ভ্রাতৃগণ, বধূরা প্রভুর প্রতি যেমন, তেমনি তাদের স্বামীর প্রতি যেন অনুগত হয়; কারণ স্বামী স্ত্রীর মাথা, খ্রীষ্টও যেমন মণ্ডলীর মাথা—তিনিই তার দেহের পরিত্রাতা। এবং মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের অনুগত, বধূরাও তেমনি সব ক্ষেত্রে যেন তাদের স্বামীর অনুগত হয়। স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাস, খ্রীষ্টও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপেই দান করলেন জলপ্রক্ষালনে বচন দ্বারা পরিশুদ্ধ ক'রে তাকে পবিত্র করে তোলার জন্য, যেন নিজের সামনে গৌরবে বিভূষিতা এমন মণ্ডলীকে উপস্থিত করতে পারেন, যার কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা বা অন্য ধরনের খুঁত নেই, বরং পবিত্র ও নিষ্কলঙ্কই এক মণ্ডলী। তেমনিভাবে স্বামীদেরও তাদের স্ত্রীকে নিজেদের দেহ বলে ভালবাসা কর্তব্য, কেননা স্ত্রীকে যে ভালবাসে, সে নিজেকেই ভালবাসে। কেউই তো কখনও নিজের দেহকে ঘৃণা করে না, বরং সকলে তার পুষ্টিসাধন করে, তার প্রতি যত্নবান থাকে—খ্রীষ্টও যেমন মণ্ডলীর প্রতি করে থাকেন, কারণ আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ। *এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে।* এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম। তবে তোমরাও প্রত্যেকে তোমাদের স্ত্রীকে নিজেরই মত ভালবাস; এবং স্ত্রী যেন স্বামীকে শ্রদ্ধা করে।

শ্লোক আদি ২:২৩,২৪; এফে ৫:৩২

প্র এ-ই হল আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস। এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে:
উ সেই দু'জন একদেহ হবে।
প্র এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম;
উ সেই দু'জন একদেহ হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - নূতন নিয়মের কতিপয় পদে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ৩:৩

এ রহস্য মহান

হবা যেমন আদমের বুকের পাশ থেকে, আমরা তেমনি খ্রীষ্টের বুকের পাশ থেকে বেরিয়েছি। এ হচ্ছে 'আমার নিজের মাংসের মাংস ও আমার নিজের হাড়ের হাড়' বচনের অর্থ। আমরা সকলে জানি যে হবাকে আদমের সেই পাশ দিয়ে গড়া হয়েছিল, এবং শাস্ত্রে আমরা স্পষ্টই পড়ি যে, ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করলেন, ও তাঁর একখানা পাঁজর নিয়ে তা দিয়ে নারীকে গড়লেন। আমরা কিন্তু কোথায় এমন বাণী পেতে পারব, যা অনুসারে

জানতে পারি যে মণ্ডলী খ্রীষ্টের পাশ থেকে জন্ম নিল? এ বিষয়টিও শাস্ত্রে উল্লিখিত: ক্রুশে উত্তোলিত ও বিদ্ধ হয়ে খ্রীষ্ট প্রাণত্যাগ করলে *সৈন্যদের একজন তাঁর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল আর তখনই নিঃসৃত হল রক্ত আর জল:* সেই জল ও রক্ত থেকেই গোটা মণ্ডলীর জন্মলাভ। তিনি নিজেই এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, *জল আর আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না;* আর এখানে তিনি রক্তকে আত্মা বলে অভিহিত করেন। বাস্তবিকই আমরা দীক্ষাস্নানের জল গুণেই জন্ম নিই, আর তাঁর রক্তই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। তাহলে আমরা যখন সেই জল ও রক্ত দ্বারা জন্ম নিই ও বেঁচে থাকি, তখন তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, আমরা কেমন করে তাঁর নিজের মাংসের মাংস ও তাঁর নিজের হাড়ের হাড়?

যেমন আদম ঘোর নিদ্রায় মগ্ন হতে হতে নারীকে গড়া হল, তেমনি মৃত্যুনিদ্রায় মগ্ন খ্রীষ্ট থেকে মণ্ডলী জন্ম নিল। নারী আমাদের দেহের অঙ্গ ও আমাদের কাছ থেকে উদ্ভূতা, কেবল এ ভিত্তিতেই নারী হবে আমাদের ভালবাসার পাত্রী এমন নয়, কিন্তু এর মহত্তর কারণ হল এ যে, ঈশ্বর নিজেই স্পষ্ট আদেশ দিয়ে বললেন, *এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে।* যে কোন উপায়েই তেমন ভালবাসায় আমাদের অনুপ্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে পলও এ আদেশ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। এখন তুমি আমার সঙ্গে প্রেরিতদূতের সুবুদ্ধির কথা ভাব: কেবল ঐশ্বরিক বা কেবল মানবীয় নিয়ম দানেই যে তিনি স্ত্রী-ভালবাসার দিকে আমাদের অনুপ্রাণিত করেন এমন নয়, কিন্তু ঐশ্বরিক নিয়ম ও মানবীয় নিয়মের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে তিনি প্রেরণা দেন, যাতে উচ্চতর আধ্যাত্মিক পর্যায়ের মানুষ ঐশ্বরিক নিয়ম দ্বারা উদ্দীপিত হয়, আর দুর্বল ও সরল মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা প্রেরণা পায়। এজন্য তিনি আগে খ্রীষ্টের আদর্শ তুলে ধরে এ শিক্ষা দান করে বলেন, *তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাস, খ্রীষ্টও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন,* এরপরে মানবীয় কারণগুলো উল্লেখ করে বলেন, *স্বামীদেরও তাদের স্ত্রীকে নিজেদের দেহ বলে ভালবাসা কর্তব্য;* এরপর তিনি আবার খ্রীষ্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে চলেন, *কারণ আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ*, তাঁর নিজের মাংসের মাংস ও তাঁর নিজের হাড়ের হাড়; এরপর তিনি আবার মানবযুক্তি প্রয়োগ করে বলেন, *এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে;* এবং অবশেষে নিয়মটা পুনরায় উল্লেখ করার পর তিনি বলে ওঠেন: *এ রহস্য মহান।*

আমাকে বল, রহস্যটি মহান কেন? তার কারণ, তা খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীকে লক্ষ করে। পিতাকে ত্যাগ করে বর যেমন কনের দিকে ছুটে যায়, তেমনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করে খ্রীষ্ট নিজ কনের দিকে অগ্রসর হলেন: তিনি আমাদের স্বর্গের অপার সৌন্দর্যে আহ্বান করেননি, তিনি নিজেই আমাদের নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত নেমে এলেন। আর যখন তুমি তাঁর আগমনের কথা শোন, তখন মনে করবে না তাঁর স্থানান্তর হল, তিনি বরং মানবীয় অবস্থা মেনে নিলেন, কেননা আমাদের সঙ্গে থেকেও তিনি পিতার সঙ্গেও থেকে গেলেন। এজন্যই প্রেরিতদূত বলেন, *এ রহস্য মহান।* মানুষের ক্ষেত্রেও রহস্য মহান বটে; তবু আমি যখন খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীকে লক্ষ করে রহস্যটির কথা ভাবি, তখনই রহস্যটির মহত্ত্ব দর্শনে মুগ্ধ হয়ে উঠি। এজন্য *এ রহস্য মহান* বলার পরপরেই তিনি বলে চলেন, *কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম।*

শ্লোক প্রত্যা ২১:১০,১২,১৪,২ দ্রঃ

প্র আমি নগরদ্বার দেখতে পেলাম, ও সেই দ্বারে মেষশাবকের প্রেরিতদূতদের নাম লেখা রয়েছে,

উ ও তার প্রাচীরের উপরে স্বর্গদূতেরা প্রহরা দিচ্ছেন।

প্র আমি পবিত্র নগরী সেই নব যেরুসালেমকে দেখতে পেলাম: বরের জন্য সুসজ্জিত কনের মত সে স্বর্গ থেকে নেমে আসছে,

উ ও তার প্রাচীরের উপরে স্বর্গদূতেরা প্রহরা দিচ্ছেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ তি ১:১-২০

তিমথির প্রেরণকর্ম

সুসমাচারের সেবক সাধু পল

আমি পল, আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের ও আমাদের প্রত্যাশা সেই খ্রীষ্টযীশুর আদেশ অনুসারে খ্রীষ্টযীশুর প্রেরিতদূত, বিশ্বাসে আমার যথার্থ সন্তান তিমথির সমীপে: পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রীষ্টযীশু থেকে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি তোমার উপর বর্ষিত হোক।

মাকিদনিয়ার দিকে রওনা হওয়ার সময়ে আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম, তুমি এফেসসে থেকে সেখানকার কয়েকজন লোককে আদেশ দিয়ে বলবে, যেন তারা ভিন্ন ধর্মশিক্ষা ছড়িয়ে না দেয়, এবং রূপকথা ও সীমাহীন বংশতালিকায় মন দেওয়ায় ব্যস্ত না থাকে; কেননা বিশ্বাসে প্রকাশিত ঐশসঙ্কল্পের চেয়ে সেগুলো বরং অসার তর্কাতর্কিই পোষণ করে। তবু এই আদেশের শেষ লক্ষ্য হল ভালবাসা, যে ভালবাসা শুদ্ধ হৃদয়, সদ্বিবেক ও অকপট বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন। ঠিক এই পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েই কয়েকজন লোক ফাঁপা ধ্যানধারণার দিকে ফিরেছে। নিজেদের বিষয়ে তাদের দাবি, তারা নাকি বিধানপন্ডিত, অথচ যা বলে ও যা জোর দিয়ে সমর্থন করে, তা নিজেরাও বোঝে না।

আমরা তো ভালই জানি, বিধান উত্তম—অবশ্য কেউ যদি তা বিধিমতে ব্যবহার করে; এবিষয়ে নিশ্চিত আছি যে, বিধান ধার্মিকের জন্য স্থাপিত হয়নি, কিন্তু যারা জঘন্য কর্মের সাধক ও বিদ্রোহী, ভক্তিহীন ও পাপী, অধার্মিক ও নাস্তিক, পিতৃঘাতক ও মাতৃঘাতক, খুনী, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, সমকামী, ছিনতাইকারী, মিথ্যাবাদী, মিথ্যাসাক্ষী, তাদেরই জন্য স্থাপিত হয়েছে; বিধান সেসব কিছুর জন্যও স্থাপিত হয়েছে যা যথার্থ ধর্মশিক্ষা-বিরুদ্ধ, সেই যে ধর্মশিক্ষা ধন্য ঈশ্বরের গৌরবের সেই সুসমাচার অনুযায়ী, যা আমার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

আমাকে শক্তি দিয়েছেন যিনি, আমাদের প্রভু সেই খ্রীষ্টযীশুকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে তিনি তাঁর সেবাকর্মের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন। অথচ আগে আমি তাঁকে নিন্দা, নির্যাতন ও অপমান করতাম! আমি কিন্তু দয়া পেয়েছি, কেননা বিশ্বাসের অভাবে অজ্ঞ হয়েই সেইসব করতাম। কিন্তু খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে আমাদের প্রভুর অনুগ্রহও অজস্রভাবে উপচে পড়েছে। একথা বিশ্বাস্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য যে, খ্রীষ্টযীশু এই জগতে এলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে; আর তাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বড়! কিন্তু এজন্যই আমাকে দয়া করা হয়েছে, যেন খ্রীষ্টযীশু প্রথমে আমারই মধ্য দিয়ে তাঁর চরম সহিষ্ণুতা দেখাতে পারেন, এবং এর ফলে আমি তাদের আদর্শ হতে পারি যারা অনন্ত জীবন পাবার জন্য তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখবে। যিনি সর্বযুগের রাজা, অক্ষয় অদৃশ্য অনন্য পরমেশ্বর, তাঁর সম্মান ও গৌরব হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

সন্তান তিমথি, তোমার বিষয়ে আগেকার সকল নবীয় বাণী অনুসারে আমি তোমার কাছে এই নির্দেশ তুলে দিচ্ছি, যেন তুমি সেই সমস্ত নবীয় বাণী গুণে বিশ্বাস ও সদ্বিবেক হাতিয়ার করে শুভ সংগ্রাম চালাতে পার; আসলে সদ্বিবেক বর্জন করার ফলে বিশ্বাস-ক্ষেত্রে কারও কারও নৌকাডুবি হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিমেনেওস ও আলেকজান্দার; তাদের আমি শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছি, যেন তারা শিখতে পারে যে, ধর্মনিন্দা করতে নেই।

শ্লোক ১ তি ১:১৪,১৫; রো ৩:২৩

℟ খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে আমাদের প্রভুর অনুগ্রহও অজস্রভাবে উপচে পড়েছে:
℣ খ্রীষ্টযীশু এই জগতে এলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে।
℟ সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত।
℣ খ্রীষ্টযীশু এই জগতে এলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ আম্ফিলকের কাছে মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের পত্র **পত্র ১৬১:১-২**

সুদক্ষ চালকের মত বীর্য দেখিয়েই চল

ধন্য ঈশ্বর! তিনি প্রতিটি যুগে তাদেরই মনোনীত করেন যারা তাঁর অধিক গ্রহণীয়; ও মনোনীত পাত্রগুলির মধ্য থেকে বেছে নিয়ে পুণ্য সেবা-পদের জন্য তাদের ব্যবহার করেন। অনুগ্রহের অপরিহার্য জালে তিনি এবার

তোমাকেও ধরলেন, তুমি যে—আমার প্রতি তোমার নিজের কথা অনুসারেই—আমাদের নয়, সেই আহ্বানকেই এড়াতে চাচ্ছিলে, যা অনুভব করছিলে আমাদের দ্বারাই তোমার কাছে প্রকাশিত হবে। আর তিনি তোমাকে পিসিদিয়া অঞ্চলের বুকে চালিত করলেন, শয়তান নিজের কর্তৃত্বে বশীভূত করতে যাদের দখল করেছিল, তুমি যেন সেই সকল মানুষকে প্রভুর জন্য ধরতে ও অতলদেশ থেকে আলোয় বের করে আনতে পার। কিন্তু, যেহেতু যারা খ্রীষ্টে সমস্ত ভরসা রেখেছে তারা এক-জাতি, ও খ্রীষ্টেরই হওয়ায় তারা এক-মণ্ডলী—যদিও মণ্ডলী ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নাম বহন করে—সেজন্য তোমার মাতৃভূমিও ঐশ সঙ্কল্প নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে, এমনকি তোমাকে হারিয়েছে, সে তাও মনে করে না, যদি তোমার দ্বারা সে অন্য মণ্ডলীগুলোকেও জয় করে। প্রভু করুন, উপস্থিত হলে আমরা যেন দেখতে পাই, ও অনুপস্থিত হলে যেন শুনতে পাই বাণীপ্রচারে ও মণ্ডলীর সুপরিচালনায় তোমার কর্মকীর্তি।

সুতরাং, বীর্য দেখাও, বলবান হও, পরাৎপর যে জনগণকে তোমার হাতে ন্যস্ত করেছেন, সেই জনগণের আগে আগে অগ্রসর হও; ও ধর্মবিচ্ছেদের বাতাস যে ঝড়ঝঞ্ঝা ঘটিয়েছে, তার মধ্য দিয়ে তুমি সুদক্ষ চালকের মত উদার মনোভাব দিয়ে ভ্রান্ত ধর্মমতের লবণাক্ত ও তিক্ত তরঙ্গমালা থেকে সেই জাহাজ রক্ষা করে চল যা কখনও ডুবে যাবে না—সেই শান্তির প্রতীক্ষায় যা প্রভু নিজে তখনই সাধন করবেন, যখন এমন কণ্ঠ শুনতে পাবেন যা বাতাস ও সমুদ্র প্রশমিত করার জন্য তাঁকে নিদ্রাভঙ্গ করতে যোগ্য।

আর তুমি যদি ইচ্ছা কর, এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে, তাহলে একথা জেনে যে, দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে আমরা শেষের দিকে পা বাড়িয়েছি, সময় স্থগিত করো না, আমাদের একটা চিহ্নের জন্যও অপেক্ষা করো না—একথা জেনে যে, প্রিয় সন্তানকে আলিঙ্গন করার জন্য পিতার হৃদয়ের কাছে কোন সময়ই অনুপযুক্ত নয়, এবং পিতৃস্নেহ সমস্ত কথার অতীত। বোঝা যে তোমার শক্তির ঊর্ধ্বে, এজন্য অসন্তোষ দেখিয়ো না। কেননা একা হয়েই যদি তোমাকে তা বহন করতে হত, তাহলে বোঝাটা শুধু ভারী নয়, সম্পূর্ণরূপে অসহ্যই হত। কিন্তু প্রভুই যখন তোমার সঙ্গে বোঝাটা বহন করেন, তখন *প্রভুর উপর ফেলে দাও তোমার বোঝা, তিনি তোমাকে ধরে রাখবেন।*

একটা কথা মাত্র আমাকে বলতে দাও: অন্যান্যদের প্রতি দুর্ব্যবহারে নিজেকে আকর্ষিত হতে দিয়ো না, বরং সেই অন্যান্যরা নিন্দাজনক যা কিছু আগে ফলিয়েছিল, ঈশ্বর তোমাকে যে প্রজ্ঞা দিয়েছেন, তার সহায়তায় সেই সমস্ত কিছু মঙ্গলেই রূপান্তরিত কর।

তোমাকে অনুরোধ করছি, আমার জন্য প্রার্থনা কর, আর কিছু দিন বেঁচে থাকলে আমি যেন তোমাকে ও তোমার মণ্ডলীকে দেখবার যোগ্য হতে পারি; কিন্তু বিদায় নেওয়ার আদেশ এলে আমি যেন ঊর্ধ্বে, সেই প্রভুর কাছেই, তোমাকে ও তোমার মণ্ডলীকে দেখতে পাই—মণ্ডলীকে এমন আঙুরলতারূপে দেখতে পাই যা শুভকর্মে ফলশালী, ও তোমাকে এমন জ্ঞানবান কৃষক ও উত্তম সেবক রূপে দেখতে পাই, যে আপন সঙ্গীদের কাছে তৎপরতার সঙ্গে নিজ নিজ প্রাপ্য বিতরণ করেছে বিধায় বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ত ব্যবস্থাপকের যোগ্য পুরস্কার গ্রহণ করে।

শ্লোক এফে ৬:১০-১১; যোব ৭:১

প্র তোমরা প্রভুতে ও তাঁর শক্তির প্রতাপে বলবান হও।
উ ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন শয়তানের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার।
প্র পৃথিবীতে কি মানুষ কঠোর পরিশ্রমের অধীন:
উ ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন শয়তানের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এফে ৬:১-৯

গৃহ-জীবনে নতুন সম্পর্ক-মালা

সন্তানেরা, প্রভুতে তোমরা পিতামাতার বাধ্য হও, কারণ তা ধর্মসম্মত। *তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সম্মান কর,* এটিই সেই প্রথম আজ্ঞা যার সঙ্গে একটা প্রতিশ্রুতি যুক্ত আছে: *যেন তোমার মঙ্গল হয়, ও তুমি দেশে দীর্ঘজীবী হও।* আর তোমরা, পিতারা, তোমাদের সন্তানদের ক্ষুব্ধ করো না, বরং প্রভুর শিক্ষা ও শাসনের পথে তাদের মানুষ কর।

ক্রীতদাসেরা, তোমরা যেমন খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্য, তেমনি আন্তরিকতার সঙ্গে সভয়ে ও কম্পিত অন্তরে তোমাদের পার্থিব প্রভুদের প্রতি বাধ্য হও; যখন তাদের চোখের সামনে আছ, তখন শুধু নয়, এমনি মানুষকে খুশি করার জন্যও নয়, বরং খ্রীষ্টেরই ক্রীতদাসের মত প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার জন্য; আগ্রহের সঙ্গে কাজ কর, প্রভুরই খাতিরে, মানুষের খাতিরে নয়। জেনে রাখ, যে কেউ সৎকর্ম করে—ক্রীতদাসই হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক—প্রভুর কাছ থেকে সে তার ফল পাবে। আর তোমরা, মনিব-প্রভু যারা, তোমরাও তাদের প্রতি তেমনি ব্যবহার কর; শাসানি পরিহার কর, এবং জেনে রাখ, তাদের ও তোমাদেরও প্রভু স্বর্গে আছেন, আর তাঁর কাছে পক্ষপাত নেই।

শ্লোক ১ করি ৭:২২-২৩; গা ৩:২৮ দ্রঃ

প্র প্রভুতে আহূত যে ক্রীতদাস, সে আসলে প্রভু দ্বারা স্বাধীনকৃত মানুষ;
উ প্রভুতে আহূত যে স্বাধীন মানুষ, সে খ্রীষ্টের ক্রীতদাস।
প্র খ্রীষ্টযীশুতে এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই; ক্রীতদাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই।
উ প্রভুতে আহূত যে স্বাধীন মানুষ, সে খ্রীষ্টের ক্রীতদাস।

দ্বিতীয় পাঠ - এজেকিয়েলের পুস্তকে মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি ২য় পুস্তক, উপদেশ ১:৭

স্বর্গীয় পুরস্কারের প্রত্যাশা

স্বর্গীয় নগরীতে সে-ই মাত্র উপনীত হতে পারবে, পবিত্র মণ্ডলীতে যে ধার্মিকদের পথ ধ্যান করে অনুকরণ করে। উপনীত হওয়া বলতে পর্বতের উপরে স্থিত গৃহটির কথা ধ্যান করা বোঝায়, অর্থাৎ কিনা ধ্যান করতে হবে কেমন করে পবিত্র মণ্ডলীর মনোনীতজনেরা সদ্‌গুণের শীর্ষস্থানে পৌঁছে ভালবাসার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।

দাম্পত্য জীবন ধারণ করেন, তেমন ব্যক্তির কথা ধরা যাক: তাঁর যা আছে তাতে তিনি খুশি, পরের সম্পদ কেড়ে নেন না, অতিরিক্ত তাঁর যা কিছু আছে, তা অভাবগ্রস্তদের হাতে দান করেন, দৈনন্দিন জীবনে সাধারণত যে বিষয়ে পাপ করা হয় তার জন্য তিনি চোখের জল ফেলেন।

সংসারের সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করেছেন, এবার তেমন ব্যক্তির কথা ধরা যাক: নিজের জন্য তিনি কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, দিব্য দর্শনই তাঁর একমাত্র খাদ্য, স্বর্গীয় পুরস্কারের প্রত্যাশায় মনের আনন্দে চোখের জল ফেলেন, দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য যা রাখা উচিত তাও বিলিয়ে দেন, নীরবে নির্জনে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের দিকে সম্পূর্ণরূপে ধাবিত, এ অনিত্য সংসারের কোন দুশ্চিন্তায় তাঁর অন্তর অস্থির হয় না, এমনকি স্বর্গীয় আনন্দের প্রত্যাশায় তাঁর অন্তর দিনে দিনে বিকশিত হয়।

এবার এমন ব্যক্তির কথা ধরা যাক, যিনি নিজ হৃদয় স্বর্গীয় বিষয়ে সম্পূর্ণরূপেই ধ্যানমগ্ন করে রাখার জন্য এ সংসারের সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করেছেন, তথাপি নিজ ভাইবোনদের গঠনের জন্য শাসনপদ দখল করতে নিযুক্ত হয়েছেন। অনিত্য বিষয়ের আকর্ষণের হাতে নিজেকে সঁপে না দিলেও তবু প্রতিবেশীর প্রতি দয়া-মমতার খাতিরে তিনি সেই বিষয়ে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য, যাতে যারা দুর্দশায় রয়েছে তাদের সাহায্য দান করতে পারেন; আবার, যারা শোনে, তিনি তাদের কাছে জীবন-বাণী প্রচার করেন। ফলত তিনি ভাইবোনদের আত্মা ও দেহ দু'টোরই যত

প্রয়োজন মেটান। তাতে দর্শনধ্যানে যিনি স্বর্গের আকাঙ্ক্ষার দিকে ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণরূপে ধাবিত, তবু প্রতিবেশীর মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য তিনি কষ্টের সঙ্গে পার্থিব বিষয়েও ব্যস্ত থাকতে সম্মত।

সুতরাং, দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতায় হোক, সংসারত্যাগী ও ব্রতধারীদের সাধনায় হোক, বাণীপ্রচারকদের নৈপুণ্যে হোক—যে কেউ পবিত্র মন্ডলীতে তৎপরতার সঙ্গে সাধনার পথে অগ্রসর হতে দৃঢ়চিত্ত, সে-ই ইতিমধ্যে পর্বতের উপরে স্থিত সেই গৃহে আসন পেয়ে গেছে। অপরদিকে, যে কেউ অগ্রসর হবার জন্য পুণ্যজনদের জীবনাচরণের দিকে তাকায় না, সে এখনও সেই গৃহের বাইরে রয়েছে। আর জগৎজুড়ে পবিত্র মন্ডলী যে মর্যাদা পাচ্ছে, সে যদিও তেমন মর্যাদা দেখে মুগ্ধ, তবু সে তেমন ব্যক্তিরই মত যে কেবল বাইরে থেকেই গৃহের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়, কিন্তু কেবল গৃহের বাইরের চেহারায়ই ব্যস্ত থাকায় এখনও ভিতরে প্রবেশ করেনি।

শ্লোক রো ৮:২৩; ১ বংশ ২৯:১৫

℣ আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে থাকি,
℟ আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি।
℣ আমাদের পিতৃপুরুষদের মত আমরাও তোমার সামনে বিদেশী ও প্রবাসী।
℟ আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ তি ২:১-১৫

উপাসনাকালে প্রার্থনা

প্রিয়জন, আমার সর্বপ্রথম বাণী এই, যেন সকল মানুষের জন্য, রাজা ও কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় সকলের জন্য মিনতি, প্রার্থনা, আবেদন ও ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করা হয়, যেন আমরা সম্পূর্ণ ভক্তি ও ধর্মীয় মর্যাদায় শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করতে পারি। আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তেমন কিছু উত্তম ও গ্রহণীয়; তিনি চান, সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পায় ও সত্যের পূর্ণ জ্ঞানে পৌঁছতে পারে। কেননা ঈশ্বর এক, এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ এক—তিনি সেই মানুষ যীশুখ্রীষ্ট যিনি সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে দান করলেন। এই সাক্ষ্য তিনি নির্ধারিত সময়েই দান করলেন; আর এই উদ্দেশ্যেই আমি প্রচারক ও প্রেরিতদূত বলে নিযুক্ত হয়েছি—সত্য বলছি, মিথ্যা বলছি না—বিশ্বাসে ও সত্যে আমি বিজাতীয়দের শিক্ষাদাতা।

তাই আমার ইচ্ছা, সব জায়গায় পুরুষমানুষেরা ক্রোধ ও বিবাদের চিন্তা বর্জন ক'রে শুচি হাত তুলে প্রার্থনা করুক। একই প্রকারে নারীরাও দৃষ্টি-শোভন পোশাক প'রে, শালীনতা ও সংযমে ভূষিতা হোক; চুল বাঁধার কায়দায় নয়, সোনা-মুক্তায় নয়, দামী কাপড়েও নয়, কিন্তু—ভক্তি-ব্রতিনী নারীদের যেমন শোভা পায়—শুভকর্মেই সজ্জিতা হোক।

নারী সম্পূর্ণরূপে অনুগতা হয়ে নীরব থেকেই ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করুক। উপদেশ দেবার বা পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করার অনুমতি আমি কোন নারীকে দিই না; তার নীরব থাকা উচিত। কেননা প্রথমে আদমকে, পরে হবাকে গড়া হয়েছিল। আর আদম যে প্রবঞ্চিত হয়েছিল, তা নয়, নারীই প্রবঞ্চিতা হয়ে অপরাধে পতিতা হল। তবু যদি আত্মসংযমী হয়ে বিশ্বাসে, ভালবাসায় ও পবিত্রতায় নিষ্ঠাবতী থাকে, তবে নারী সন্তান-প্রসবের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাবে।

শ্লোক ১ তি ২:৫-৬; হিব্রু ২:১৭

℣ ঈশ্বর এক, এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ এক—তিনি সেই মানুষ যীশুখ্রীষ্ট :
℟ তিনি সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে দান করেছেন।
℣ তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে, তিনি যেন দয়াবান এক মহাযাজক হয়ে উঠতে পারেন :
℟ তিনি সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে দান করেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - তিমথির কাছে প্রথম পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৬:১-২**

আমাদের প্রতিটি প্রার্থনায় যেন ধন্যবাদের কথা উপস্থিত থাকে

যাজক সার্বজনীন এক পিতারই মত। তাই তাঁর পক্ষে উচিত, তিনি সেইভাবে সকলের প্রতি যত্নশীল হবেন, যেভাবে তিনি যাঁর যাজক সেই ঈশ্বর সকলের প্রতি যত্নশীল। এজন্য পল বলেন: *আমার সর্বপ্রথম বাণী এই, যেন সকল মানুষের জন্য মিনতি ও প্রার্থনা নিবেদন করা হয়।* এ থেকে মঙ্গলকর দু'টো জিনিস উদ্গত: পরের বিরুদ্ধে আমাদের যে ক্রোধ, তা নিঃশেষ হয়, কারণ যার কল্যাণ প্রার্থনা করা হয়, তাকে ঘৃণা করা যায় না; দ্বিতীয়ত, তারা নিজেরাই আরও উত্তম হয়ে ওঠে, তাদের জন্য প্রার্থনা করা হল এজন্যই বটে, আবার এজন্যও যে, তেমন প্রার্থনার উদ্দেশ্য হল, আমাদের বিরুদ্ধে তাদের যে হিংসা, তারা যেন সেই হিংসা ত্যাগ করে। কেননা পরকে চেতনা দানের পক্ষে পরকে ভালবাসা ও পরের ভালবাসার পাত্র হওয়ার চেয়ে অধিক উপকারী বলতে আর কিছু নেই।

আমি মনে করি, কতই না ভাল হত, যারা ছলচাতুরি খাটাত, কশাঘাত করত, মারত, হত্যা করত, তারা যদি জানত যে তাদের হিংস্রতার পাত্র ইতিমধ্যে নির্যাতনকারীদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিল!

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, কেমন করে প্রেরিতদূত ইচ্ছা করেন, খ্রীষ্টভক্ত সকলের ঊর্ধ্বেই থাকবে? যেমন শিশুদের বেলায় এমনটি ঘটে যে, কোলে-করা শিশু বাবার মুখে আঘাত করলেও এজন্য পিতৃস্নেহ কমেই না, তেমনি পরের আঘাতে আঘাতগ্রস্ত হয়েও তাদের প্রতি আমাদের কম মঙ্গলকারী হতে হবে না।

সেই 'সর্বপ্রথম'এর অর্থ কী? তার অর্থ হল দৈনন্দিন উপাসনা। আর দীক্ষিতরা একথা জানে যে, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় উপাসনা কালে আমরা সমগ্র জগতের জন্য, রাজার ও শাসনকর্তাদের জন্য প্রার্থনা ও মিনতি করে থাকি।

দেখ তিনি কী বলেন, ও নিজের নিবেদন গ্রহণীয় করার জন্য কেমন করে শুভফলের কথাও উল্লেখ করেন: *যেন আমরা শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করতে পারি।* অন্য কথায়, রাজা, প্রদেশপাল ইত্যাদি উচ্চপদস্থ লোকদের কল্যাণ থেকেই আমাদের শান্তি উদ্গত। একই প্রকারে রোমীয়দের কাছে পত্রে তিনি প্রশাসনের প্রতি বাধ্যতার কথা তুলে ভক্তদের বলেন, *কেবল শাস্তির ভয়ে শুধু নয়, কিন্তু সদ্বিবেকের খাতিরেই অনুগত থাকা আবশ্যক।* তিনি আবেদন জানান, *যেন মিনতি, প্রার্থনা, আবেদন ও ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করা হয়।* হ্যাঁ, পরের প্রতি দেখানো ঈশ্বরের উপকারিতার জন্যও ধন্যবাদ জানানো আবশ্যক; উদাহরণ স্বরূপ: *তিনি ভাল মন্দ সকলের উপরেই নিজের সূর্য জাগান, ও ধার্মিক অধার্মিক সকলের উপরেই বৃষ্টি নামিয়ে আনেন।* তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, কেমন করে তিনি কেবল প্রার্থনা দ্বারা নয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন দ্বারাও আমাদের মিলিত করেন ও একত্রে আবদ্ধ করেন? কেননা আমরা যখন প্রতিবেশীর প্রতি তাঁর দেওয়া মঙ্গলদানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে অনুপ্রাণিত, তখন সেই প্রতিবেশীকে ভালবাসতে ও তার প্রতি মঙ্গলময়তা দেখাতেও অনুপ্রাণিত। এর কারণ, যারা আমাদের নিকটবর্তী, তাদের জন্য যখন আমাদের ধন্যবাদ জানাতে হয়, তখন মহত্তর কারণে তাদেরও জন্য ধন্যবাদ জানাতে হবে যারা প্রকাশ্যে কি গোপনে, স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছাকৃত ভাবে আমাদের কাছে আসে; এমনকি তাদেরও জন্য, যারা সম্ভবত আমাদের ক্ষতি করে; কেননা ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলেরই জন্য সবকিছু ব্যবস্থা করেন!

সুতরাং, আমাদের প্রতিটি প্রার্থনায় যেন ধন্যবাদের কথা উপস্থিত থাকে। যখন বিশ্বাসীদের জন্য শুধু নয়, অবিশ্বাসীদেরও জন্য প্রার্থনা করতে আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে, তখন চিন্তা কর কতই না অদ্ভুত হবে, আমরা যদি ভাইদের বিরুদ্ধেই প্রার্থনা করি!

শ্লোক সাম ৭১:৮-৯,২৩

প্র আমার মুখ তোমার প্রশংসায় পূর্ণ, পূর্ণই তোমার কান্তিতে সারাদিন ধরে।

উ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না, আমি শক্তিহীন হলে, তখনও আমাকে পরিত্যাগ করো না।

প্র তোমার স্তবগান গেয়ে আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে আমার ওষ্ঠ, মুখর হয়ে উঠবে এই প্রাণ যার মুক্তিকর্ম তুমি সাধন করলে।

উ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না, আমি শক্তিহীন হলে, তখনও আমাকে পরিত্যাগ করো না।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এফে ৬:১০-২৪

অধ্যাত্ম সংগ্রাম—শেষ বাণী

প্রিয়জনেরা, প্রভুতে ও তাঁর শক্তির প্রতাপে বলবান হও। ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন দিয়াবলের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার। কেননা আমাদের সংগ্রাম রক্তমাংসের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, অন্ধকারময় জগতের অধিপতিদের বিরুদ্ধে, উর্ধ্বলোকের মন্দাত্মাদের বিরুদ্ধে। এজন্য ঈশ্বরের রণসজ্জা হাতে তুলে নাও, যেন সেই অধর্মের দিনে প্রতিরোধ করার মত শক্তি পাও ও সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার। তাই *সত্যের বন্ধনী কোমরে বেঁধে, ধর্মময়তার বর্ম প'রে,* এবং *শান্তির সুসমাচার-প্রচারের উদ্যমকে জুতো করে পায়ে দিয়ে* সোজা হয়ে দাঁড়াও; বিশ্বাসের ঢাল সবসময় হাতে ধরে রাখ, যা দ্বারা তোমরা সেই ধূর্তজনের সমস্ত অগ্নিবাণ নিভাতে পার; এবং *পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী* ধারণ কর। যত প্রার্থনা ও মিনতির সঙ্গে আত্মায় অবিরত প্রার্থনা কর, আর এর জন্য অবিরাম নিষ্ঠার সঙ্গে জেগে থাক ও সকল পবিত্রজনদের জন্য মিনতি কর, আমার জন্যও মিনতি কর, যেন আমার ওষ্ঠে উপযুক্ত কথা রাখা হয়, আমি যেন সৎসাহসের সঙ্গে সেই সুসমাচারের রহস্য জ্ঞাত করতে পারি, আমি যার শেকলাবদ্ধই এক বাণীদূত; ফলে আমি যেন মুক্তকণ্ঠেই তা ঘোষণা করতে পারি—ঠিক যেমনটি করা আমার কর্তব্য।

আমার প্রিয় ভাই ও প্রভুতে বিশ্বস্ত সহকর্মী তিখিকস আমার সব খবর তোমাদের দেবেন, এভাবে তোমরাও জানতে পারবে আমি কেমন আছি ও কি কি কাজ করছি। আমি তাঁকে ঠিক এজন্যই পাঠাচ্ছি, যেন তোমরা আমাদের সমস্ত খবর জানতে পার, ও তিনি যেন তোমাদের হৃদয়ে আশ্বাস সঞ্চার করেন।

পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশুখ্রীষ্টের শান্তি, আর সেইসঙ্গে ভালবাসা ও বিশ্বাস ভাইদের মাঝে বিরাজ করুক। আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে যারা অক্ষয়শীল ভালবাসায় ভালবাসে, সেই সকলের সঙ্গে অনুগ্রহ থাকুক।

শ্লোক এফে ৬:১০-১১; ১ করি ১০:১৩

প্র তোমরা প্রভুতে ও তাঁর শক্তির প্রতাপে বলবান হও।
উ ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন শয়তানের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার।
প্র ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত; তিনি তোমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না।
উ ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন শয়তানের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত 'বিধর্মীদের প্রতি আহ্বান' ১১

এসো, শান্তিসজ্জায় নিজেদের সজ্জিত করি

স্বয়ং সত্যই উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন, *অন্ধকার থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক!* তাই মানুষের গুপ্ত স্থানে তথা মানুষের হৃদয়ে আলো উদ্ভাসিত হোক: আর সেখান থেকে জ্ঞানের সেই রশ্মি বিকীর্ণ হোক যা নিজ জ্যোতি দ্বারা আন্তরিক মানুষকে, আলোর শিষ্যকে ও খ্রীষ্টের পরিজন ও সহউত্তরাধিকারীকে প্রকাশ করবে; তখনই বিশেষভাবে, যখন উত্তম ও ধর্মপ্রাণ সন্তান রূপে মানুষ সেই উত্তম পিতার মহান ও পূজনীয় নাম জানতে পারবে, যিনি নিজ সন্তানের জন্য লঘুভার ও পরিত্রাণদায়ী আদেশ দান করেন। তাঁর প্রতি যে বাধ্য, সে সবকিছুতে জয়ী, ঈশ্বরের অনুসারী, পিতার প্রতি বাধ্য; পাপী হয়েও সে তাঁকে জেনেছে, ঈশ্বরকে ভালবেসেছে, প্রতিবেশীকে ভালবেসেছে, আদেশ পালন করেছে; তাই পুরস্কার অর্জন করে ও প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রত্যাশায় থাকে। ঈশ্বরের সবসময় এ সঙ্কল্প বর্তমান: তিনি মানব-পালের পরিত্রাণ সাধন করবেন: এজন্যই উত্তম পিতা উত্তম

মেষপালককে প্রেরণ করলেন। তখন সত্য প্রকাশ ক'রে সেই বাণী মানুষের কাছে পরিত্রাণের মাহাত্ম্য দেখালেন, তারা যেন হয় তপস্যায় উপনীত হয়ে পরিত্রাণ পায়, না হয় বাধ্যতা অস্বীকার করে দণ্ডের যোগ্য হয়।

এই তো সেই ধর্মময়তা প্রচার, যা বাধ্যদের পক্ষে শুভই একটি সমাচার, কিন্তু যারা বাধ্যতা দেখাতে অসম্মত, তাদের পক্ষে দণ্ডের কারণ।

রণতুরি যখন নিজ তীব্র সুরে সৈন্যদের একত্রিত করতে ও যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে, তখন যিনি নিজ মধুর শান্তি-সঙ্গীত পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্তই ধ্বনিত করেন, সেই খ্রীষ্টের পক্ষে নিজ শান্তিবাহিনীদের জড় করা উচিত হবে না? হ্যাঁ। হে মানুষ, নিজ রক্ত ও বাণী দ্বারা তিনি এমন অহিংসুক সেনাদল জড় করলেন যাদের স্বর্গরাজ্যের অধিকারী করলেন। খ্রীষ্টের তুরি হচ্ছে তাঁর সুসমাচার: তিনি নিজেই তা বাজালেন, আর আমরা তার সুর শুনেছি। সুতরাং এসো, শান্তিসজ্জায় নিজেদের সজ্জিত করি: ধর্মময়তার বুকবর্ম পরিধান করে ও বিশ্বাসের ঢাল হাতে করে পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ মাথায় দিই ও আত্মার খড়্গ তথা ঐশবাণী তীক্ষ্ণধার করি। তেমন শান্তিসজ্জায়ই প্রেরিতদূত আমাদের সজ্জিত করেন: এগুলিই আমাদের অপরাজেয় অস্ত্র। এগুলিতে সজ্জিত হয়ে, এসো, আমরা সেই দুর্জনের বিরুদ্ধে অটল হয়ে দাঁড়াই, যাতে ঐশবাণীর দেওয়া জল দ্বারা *সেই ধূর্তজনের সমস্ত অগ্নিবাণ নিভিয়ে দিয়ে* কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রশংসাগানে সমস্ত উপকারের প্রতিদান করতে পারি ও ঐশবাণীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বন্দনা করতে পারি। *তখন তুমি তাঁকে ডাকবে আর তিনি তোমাকে উত্তর দিয়ে বলবেন, এই যে, আমি আছি!*

আহা, কতই না পুণ্য, কতই না ধন্য এ পরাক্রম, যা দ্বারা ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে জীবনধারণ করেন। ফলে এ প্রয়োজন যে, মানুষ সেই সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট স্বরূপের অনুকারী ও পূজারী হয়ে উঠবে। অন্যভাবে ঈশ্বরকে অনুকরণ করা বিধেয় নয়; অন্যদিকে, অনুকরণ করায় ছাড়া তাঁকে পূজা ও আরাধনা করা সম্ভব নয়। এজন্যই সেই স্বর্গীয় প্রেম, যা সত্যিকারে ঈশ্বরেরই প্রেম, তখনই মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়, যখন মানুষের নিজের প্রাণে ঐশবাণী-প্রণোদিত সৌন্দর্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তা তখনই পূর্ণমাত্রায় ঘটে, যখন ঐশপরিত্রাণ মানুষের সদিচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে, এবং জীবন কেমন যেন স্বেচ্ছাকৃত ভাবেই একই জোয়ালে আবদ্ধ হয়।

এই তো সত্যের সেই একমাত্র আহ্বান, যা শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধুর মত আমাদের সঙ্গে থাকবে; আর কেউ যদি স্বর্গের দিকে ধাবিত, তাহলে নিখুঁত ও সিদ্ধ আত্মা পাবার জন্য প্রাণের পক্ষে এ আহ্বানই উত্তম পথদিশারী। আমি কিন্তু কিসের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি? একথা সুস্পষ্টই যে তোমাকে আহ্বান করছি তুমি যেন পরিত্রাণ পেতে পার। খ্রীষ্ট তাই ইচ্ছা করেন; এক কথায়: তোমাকে জীবন দান করা হচ্ছে!

আর সেই খ্রীষ্ট কে? স্বল্প কথায়, তিনি সত্য বাণী, তিনি সেই বাণী যে বাণী বিনাশ থেকে নিরাপদ রেখে মানুষকে সত্যে ফিরিয়ে আনায় তাকে নবজন্ম দান করেন; তিনি সেই পরিত্রাণের সাধক যিনি বিনাশ দূরে রাখলেন, মৃত্যু বাতিল করে দিলেন, ও মানুষের অন্তরে একটা মন্দির নির্মাণ করলেন যেন তাদের অন্তরে ঈশ্বরকে আসন দিতে পারেন। এমনটি কর, যাতে এ মন্দির শুচি হয়; আরও, পার্থিব অভিলাষ ও আমোদ-প্রমোদ অনিত্য ফুলের মত বাতাসে ও আগুনে ছেড়ে দাও। তুমি বরং সুবুদ্ধির সঙ্গে আত্মসংযমের ফল পালন কর, ও নিজেকে প্রথমফলের মত ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ কর, যাতে কর্ম শুধু নয়, অনুগ্রহও তাঁরই হয়, কেননা মানুষ যেন খ্রীষ্টের সঙ্গী হয়, এজন্য দু'টোই প্রয়োজন: সে নিজেকে রাজ্যের যোগ্য বলে দেখাবে, ও রাজ্যের যোগ্য বলে পরিগণিত হবে।

শ্লোক এফে ৬:১৪,১৫,১৮

℣ তোমরা সত্যের বন্ধনী কোমরে বেঁধে, ধর্মময়তার বর্ম পর,

℟ যেন শান্তির সুসমাচার বিস্তার করতে পার।

℣ তোমরা যত প্রার্থনা ও মিনতির সঙ্গে আত্মায় অবিরত প্রার্থনা কর,

℟ যেন শান্তির সুসমাচার বিস্তার করতে পার।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ তি ৩:১-১৬

মণ্ডলীর সেবাকর্মীরা

প্রিয়জন, আমার একথা বিশ্বাস্য: যদি কেউ ধর্মাধ্যক্ষ হতে চায়, সে সত্যিই মহান একটা কর্মদায়িত্ব বাসনা করছে। কিন্তু ধর্মাধ্যক্ষের পক্ষে এ আবশ্যক যে, তিনি হবেন অনিন্দনীয় ব্যক্তি, মাত্র এক বধূর স্বামী, মিতাচারী, আত্মসংযমী, ভদ্র, অতিথিপরায়ণ, উত্তম ধর্মশিক্ষাদাতা; তিনি পানাসক্ত হবেন না, উগ্রপ্রকৃতির মানুষ হবেন না, কিন্তু হবেন কোমলপ্রাণ, নির্বিরোধী ও অর্থলোভ-শূন্য। তিনি যেন নিজের ঘর উত্তমরূপে চালাতে পারেন, এবং সম্পূর্ণরূপে সশ্রদ্ধ ও বাধ্য সন্তানদের পালন করতে পারেন; কেননা কেউ যদি নিজের ঘর চালাতে না জানে, সে কেমন করে ঈশ্বরের মণ্ডলীকে প্রতিপালন করতে পারবে? তাছাড়া তিনি যেন নবদীক্ষিত কোন মানুষ না হন, পাছে দৈবাৎ গর্বোদ্ধত হয়ে দিয়াবলের একই দণ্ডে পতিত হন। এও আবশ্যক যে, বাইরের লোকদের কাছে তাঁর সুনাম থাকবে, পাছে নিন্দার পাত্র হন ও দিয়াবলের জালে পতিত হন।

একই প্রকারে, পরিসেবকদের পক্ষেও ভদ্র ও এক কথার মানুষ হওয়া আবশ্যক; তাঁরা যেন অতিপান-প্রবণ বা অসৎ ধনের আকাঙ্ক্ষী না হন; তাঁরা যেন শুদ্ধ বিবেকে বিশ্বাসের রহস্য রক্ষা করেন। এজন্য আগে তাঁদের পরীক্ষাধীন করা হোক: অনিন্দনীয় বলে প্রতিপন্ন হলে তবে তাঁদের হাতে সেবাদায়িত্ব ন্যস্ত করা হোক। একই প্রকারে, নারীদেরও হতে হবে ভদ্র, পরচর্চায় প্রবণ নয়, মিতাচারিণী, ও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্তা। পরিসেবকদের পক্ষে এ প্রয়োজন যে, তাঁরা হবেন মাত্র এক বধূর স্বামী; উপরন্তু তাঁরা যেন নিজেদের সন্তানদের ও ঘরের সকলকে উত্তমরূপে চালনা করতে পারেন। যাঁরা ধর্মসেবার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করবেন, তাঁরা নিজেদের জন্য সম্মানের উচ্চ আসন লাভ করবেন ও খ্রীষ্টযীশুর বিশ্বাস-ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সৎসাহস লাভ করবেন।

আমি তোমার কাছে এইসব কিছু লিখছি, এই আশা রেখে যে, শীঘ্রই তোমার ওখানে যাব। তবু আমি দেরি করলে, তুমি যেন জানতে পার ঈশ্বরের গৃহের মধ্যে তোমার কেমন আচার-আচরণ করতে হয়, কেননা সেই গৃহ হল জীবনময় ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি। আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, ধর্মভক্তির রহস্য সত্যিই মহান:

তিনি মাংসে হলেন আবির্ভূত,
আত্মায় ধর্মময় বলে হলেন প্রতিপন্ন,
স্বর্গদূতদের দ্বারা হলেন দৃষ্ট,
বিজাতীয়দের মধ্যে হলেন ঘোষিত,
জগতে বিশ্বাস দ্বারা হলেন গৃহীত,
সগৌরবে হলেন উর্ধ্বে উপনীত।

শ্লোক শিষ্য ২০:২৮; ১ করি ৪:২

℟ তোমরা সেই গোটা পালের বিষয়ে সাবধান হও যার মধ্যে পবিত্র আত্মা তোমাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন

℣ তোমরা যেন ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন কর, যাকে তিনি তাঁর পুত্রের রক্ত
দ্বারা কিনেছেন।
℟ গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়,
℣ তোমরা যেন ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন কর, যাকে তিনি তাঁর পুত্রের রক্ত
দ্বারা কিনেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ত্রাল্লীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র

১:১–৩:২; ৪:১-২; ৬:১; ৭:১–৮:১

আমি তোমাদের সাবধান করছি

কারণ তোমরা আমার কাছে প্রিয়।

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত—যে মণ্ডলী যীশুখ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্রী, যা ঈশ্বরের মনোনীতা ও ঈশ্বরের যোগ্যা, যা যীশুখ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ দ্বারা দেহে ও আত্মায় শান্তি ভোগ করে—আমাদের আশা সেই যে যীশুখ্রীষ্ট যাঁর মধ্যে পুনরুত্থানের প্রত্যাশায় আছি—এশিয়ার ত্রাল্লাতে স্থিত সেই পবিত্র মণ্ডলীর সমীপে: আমি প্রৈরিতিক প্রথা অনুযায়ী আত্মার পূর্ণতায় তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, অশেষ শুভেচ্ছা নিবেদন করছি।

আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের মন—অভ্যাসমত নয়, স্বভাবগুণেই বরং!—অনিন্দনীয়, ও পরীক্ষায় দ্বিধাগ্রস্ত নয়। একথা তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষ পলিবিওস তখন আমাকে দেখিয়েছেন, যখন ঈশ্বরের ও যীশুখ্রীষ্টের ইচ্ছা অনুসারে তিনি যীশুখ্রীষ্টের জন্য বন্দি এই আমাকে স্মির্নায় দেখতে এসে আমার সঙ্গে অধিক আনন্দ করেছেন, আর এতে আমি তাঁর মধ্যে তোমাদের গোটা সমাবেশের দর্শন পেয়েছি। তাই ঈশ্বর-অনুযায়ী তোমাদের সদিচ্ছা তাঁর মধ্য দিয়ে গ্রহণ করে আমি ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করেছি, কারণ তোমাদের ঈশ্বরের অনুকারী বলে পেয়েছি, যেইভাবে শুনেছিলাম।

কেননা তোমরা যখন ধর্মাধ্যক্ষের প্রতি এমন বাধ্যতা দেখাও ঠিক যেন যীশুখ্রীষ্টেরই প্রতি, তখন আমার কাছে একথা স্পষ্ট যে, তোমরা মানুষ অনুসারে নয়, সেই যীশুখ্রীষ্ট অনুসারেই জীবনযাপন কর, যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন যাতে তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বাস করে তোমরা মৃত্যু এড়াতে পার। অতএব প্রয়োজন রয়েছে, তোমরা যেভাবে করে আসছ, সেভাবে যেন ধর্মাধ্যক্ষকে ছাড়া কিছু না কর, কিন্তু প্রবীণবর্গের প্রতিও এমন বাধ্যতা দেখাও যা আমাদের আশা-যীশুখ্রীষ্টের প্রেরিতদূতদের প্রতিই যোগ্য, যাতে করে আমরা তাঁর সহভাগিতায় আশ্রয় পেতে পারি।

এও প্রয়োজন, যাঁরা যীশুখ্রীষ্টের রহস্যগুলির পরিসেবক, তাঁরা যেন সর্ববিষয়ে সকল মানুষের গ্রহণীয় হন, কেননা তাঁরা খাদ্য ও পানীয়ের নয়, ঈশ্বরের মণ্ডলীরই পরিসেবক; যার ফলে তাঁদের পক্ষে সমস্ত দোষ থেকে আগুন থেকেই যেন দূরে থাকা একান্ত দরকার।

একই প্রকারে সকলে পরিসেবকদের প্রতি এমন সম্মান দেখাবে ঠিক যেন খ্রীষ্টকে দেখায়, ধর্মাধ্যক্ষকেও সম্মান দেখাবে যিনি পিতার দৃশ্য উপস্থিতি, প্রবীণদের প্রতিও সম্মান দেখাবে যাঁরা ঈশ্বরের সংসদ ও প্রেরিতদূতদের সভা স্বরূপ। এঁদের ছাড়া 'মণ্ডলী' এ কথাও উত্থাপন করা চলে না। তোমরা এ সমস্ত কিছু মেনে নাও, এবিষয়ে আমি নিশ্চিত; কারণ তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষে আমি তোমাদের ভালবাসার প্রমাণ পেয়েছি, আর সেই প্রমাণ আমার সঙ্গে রয়েছে—হ্যাঁ, তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষের আচরণ সত্যি মহাশিক্ষা স্বরূপ, ও তাঁর কোমলতা শক্তি!

ঈশ্বর বহুরূপেই আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করছেন, আমি কিন্তু নিজেকে সংযত রাখি পাছে আত্মগর্বে পতিত হই; আসলে আপাতত আমার পক্ষে ভীত হওয়া ও যারা আমাকে স্ফীত করে তাদের কথায় কান না দেওয়া অনেক ভাল, কেননা যারা সেইভাবে আমার প্রশংসা করছে, তারা আমাকে কশাঘাতই করছে। হ্যাঁ, আমি যন্ত্রণাভোগ করতে আকাঙ্ক্ষা করি বটে, কিন্তু জানি না, আমি যোগ্য কিনা। আমার আগ্রহ অনেকের কাছে তত প্রকাশ্য নয়, কিন্তু আমাকে অবিরতই পীড়ন করছে। অতএব আমার পক্ষে সেই বিনম্রতা দরকার, যা দ্বারা এসংসারের অধিপতিকে বিনাশ করা হয়।

আমি তোমাদের অনুরোধ করি—আসলে আমি নয়, যীশুখ্রীষ্টের ভালবাসাই তোমাদের অনুরোধ করে: তোমরা কেবল খ্রীষ্টীয় শিক্ষাই খাদ্যরূপে গ্রহণ কর, অদ্ভুত খাদ্য তথা ভ্রান্তমত এড়াও। আর তেমনটি ঘটবে তোমরা যদি গর্বে স্ফীত না হও ও ঈশ্বর-যীশুখ্রীষ্ট থেকে, ধর্মাধ্যক্ষ থেকে, ও প্রেরিতদূতদের আদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন না হও। যে মন্দিরে থাকে, সে শুচি, কিন্তু যে মন্দিরের বাইরে থাকে, সে অশুচি: অর্থাৎ কিনা, যে কেউ ধর্মাধ্যক্ষকে ছাড়া, ও প্রবীণবর্গ ও পরিসেবকদের ছাড়া কিছু করে, বিবেকে সে শুচি নয়।

আমি তেমন কিছু তোমাদের মধ্যে পেয়েছি, এমন নয়; আমি কিন্তু তোমাদের সাবধান করছি, কারণ তোমরা আমার কাছে প্রিয়।

শ্লোক এফে ৪:৩-৬; ১ করি ৩:১১

প্র তোমরা শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ:

উ প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক।

প্র যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—তিনি যীশুখ্রীষ্ট:

উ প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ফিলে ১-২৫

অনেসিমের হয়ে সাধু পলের প্রার্থনা

খ্রীষ্টযীশুর এক বন্দি এই আমি পল, এবং ভাই তিমথি, আমাদের প্রিয় সহকর্মী ফিলেমনের সমীপে, আমাদের বোন আপ্পিয়া ও আমাদের সংগ্রামের সঙ্গী আর্খিপ্পসের সমীপে, এবং, হে ফিলেমন, তোমার বাড়িতে যে জনমণ্ডলী সমবেত হয়, তাদের সকলের সমীপে: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

আমি যখন প্রার্থনা করি, তখন তোমার নাম স্মরণ করে আমার ঈশ্বরকে অবিরত ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমি শুনতে পাই প্রভু যীশুর প্রতি ও সকল পবিত্রজনের প্রতি তোমার ভালবাসা ও বিশ্বাসের কথা। বিশ্বাসে তোমার সহভাগিতা কার্যকর হোক: তাই খ্রীষ্টের পক্ষে আমরা যে সমস্ত সৎকাজ সাধন করতে পারি, তা তুমি জ্ঞাত কর। তোমার ভালবাসায় আমি যথেষ্ট আনন্দ ও আশ্বাস পেয়েছি, কারণ, হে ভাই, তুমিই পবিত্রজনদের প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছ।

সুতরাং, তোমার যা করণীয়, সে বিষয়ে তোমাকে আদেশ দেওয়ার মত যদিও খ্রীষ্টে আমার সম্পূর্ণ সাহস আছে, তবু আমি ভালবাসার খাতিরেই বরং তোমাকে মিনতি করছি—আমি যে অবস্থায় আছি, এই বৃদ্ধ পল, এখন আবার খ্রীষ্টযীশুর বন্দি—আমি আমার নিজের সন্তানের বিষয়ে, এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায় যাকে জন্ম দিয়েছি, সেই অনেসিমেরই বিষয়ে তোমাকে মিনতি করছি। সে আগে তোমার কোন উপকারে ছিল না, কিন্তু এখন তোমার ও আমার দু'জনেরই উপকারী। তাকে, অর্থাৎ আমার সেই প্রাণের প্রাণ, তোমার কাছে ফিরে পাঠালাম। আমি তাকে নিজের কাছে রাখতে চাচ্ছিলাম, যেন সুসমাচারের কারণে আমার এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায় সে তোমার হয়ে আমার সেবা করে। কিন্তু তোমার সম্মতি ছাড়া আমি কিছু করতে চাইলাম না, তুমি যে মঙ্গলকর কাজ করতে যাচ্ছ, তা যেন বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়ই কর। হয় তো তাকে এই কারণেই কিছু কালের মত তোমার কাছ থেকে পৃথক করে রাখা হল, যেন তুমি চিরকালের মত তাকে ফিরে পেতে পার, আর ক্রীতদাসের মত নয়, কিন্তু ক্রীতদাসের চেয়ে শ্রেয়তর পর্যায়ে, অর্থাৎ কিনা প্রিয় ভাইয়ের মত, বিশেষভাবে আমারই প্রিয়জন, কিন্তু মানুষ হিসাবে ও প্রভুতে ভাই হিসাবে উভয় ক্ষেত্রে তোমারই কাছে বেশি প্রিয়জন। তাই যদি আমাকে বিশেষ সম্পর্কের পাত্র মনে কর, তবে তাকে আমারই মত বলে গ্রহণ কর। আর সে যদি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করে থাকে, কিংবা তার যদি তোমার কাছে কোন ঋণ থাকে, তা আমার দেনা বলে ধরে নাও; আমি পল নিজেরই হাতে একথা লিখছি; আমিই তা শোধ করে দেব—অবশ্য আমি আমার কাছে তোমারই ঋণের কথা এখন উল্লেখ করছি না, আর সেই অনুসারে আমার কাছে তোমার সেই ঋণ তুমি নিজেই। সুতরাং, ভাই, প্রভুতে তোমার কাছ থেকে আমি যেন এই উপকার পেতে পারি; খ্রীষ্টে আমার প্রাণ জুড়িয়ে দাও!

তোমার বাধ্যতায় পূর্ণ ভরসা রেখেই আমি তোমাকে লিখলাম; আমি জানি, আমি যা বললাম, তুমি তার চেয়েও বেশি করবে। আর একটা কথা, আমার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা কর, কারণ আশা করি, তোমাদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাকে তোমাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

খ্রীষ্টযীশুতে আমার সহ-কারাবন্দি এপাফ্রাস তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে; আমার সহকর্মীরা সেই মার্ক, আরিস্তার্খস, দেমাস ও লুকও জানাচ্ছেন।

প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সঙ্গে থাকুক। আমেন।

শ্লোক গা ৩:২৮; ৪:৭; ফিলে ১৭,১৬

প্র খ্রীষ্টযীশুতে তোমরা সকলেই এক।

উ সুতরাং তুমি আর দাস নও, বরং পুত্র; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় উত্তরাধিকারীও।

প্র তাকে আর ক্রীতদাসের মত নয়, প্রিয় ভাইয়ের মতই গ্রহণ কর।

উ সুতরাং তুমি আর দাস নও, বরং পুত্র; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় উত্তরাধিকারীও।

দ্বিতীয় পাঠ - দীক্ষাস্নান বিষয়ক সাধু পাচানের উপদেশ **৫-৬**

এসো, আত্মা দ্বারা খ্রীষ্টে নবপথের অনুসরণ করি।

আদমের পাপ গোটা মানবজাতির মধ্যে প্রবেশ করেছিল; প্রেরিতদূত বলেন, *যেমন একজন দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল, তেমনি মৃত্যু সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে,* তাই এ প্রয়োজন রয়েছে, খ্রীষ্টের ধর্মময়তাও গোটা মানবজাতির মধ্যে প্রবেশ করবে; এবং যেমন আদম নিজ পাপ দ্বারা নিজ বংশধরদের পক্ষে সর্বনাশের কারণ হলেন, তেমনি খ্রীষ্ট নিজ ধর্মময়তা দ্বারা পরিত্রাণের কারণ হবেন। এবিষয়ে প্রেরিতদূত জোরদার করে বলেন, *যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে, আর যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ যেন রাজত্ব করতে পারে।*

হয় তো কেউ আমাকে বলবে: 'আদমের পাপ যে তাঁর বংশধরদের মধ্যে প্রবেশ করবে, তা ন্যায়সঙ্গত ছিল, কারণ জন্মসূত্রে তারা তাঁর বংশীয়। কিন্তু, আমরা কি খ্রীষ্ট দ্বারা নবজন্ম নিয়েছি যাতে তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণ আমাদের কাছে আসতে পারে?' ব্যাপারটা আসলে ঠিক তাই, আর এর যুক্তি এখনই স্পষ্ট হবে।

কাল পূর্ণ হলে খ্রীষ্ট মারীয়া থেকে আত্মা ও মাংস গ্রহণ করলেন। এ হল সেই মাংস যা তিনি ত্রাণ করতে এলেন, যা পাতালে ফেলে রাখেননি, ও যা নিজের আত্মার সঙ্গে মিলিত করে আপন করলেন। এ হল প্রভুর বিবাহ, যে বিবাহ একদেহের সঙ্গে সাধিত যাতে সেই মহারহস্য অনুসারে খ্রীষ্ট ও মণ্ডলী দুইয়ে একদেহ হতে পারেন।

ঊর্ধ্ব থেকে প্রভুর আত্মা নেমে আসতে আসতে এ বিবাহ থেকে খ্রীষ্টীয় জনগণের জন্ম হল। সঞ্চারিত হলে স্বর্গীয় বীজকে আমাদের আত্মার সত্তার সঙ্গে মিলিত করা হল; এভাবে আমরা মাতৃগর্ভে গঠিত হতে চলেছি, এবং গর্ভ ছেড়ে সেই জীবনে প্রবেশ করেছি যা খ্রীষ্ট দ্বারাই আমাদের দান করা হল।

এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *প্রথম মানুষ সেই আদম সজীব এক প্রাণী হয়ে উঠল; কিন্তু শেষ আদম জীবনদায়ী আত্মা হয়ে উঠলেন।*

এভাবে খ্রীষ্ট নিজ যাজকদের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীতে আমাদের জন্ম দেন, যেমনটি প্রেরিতদূত নিজে বলেন, *আমিই খ্রীষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি।* তবে খ্রীষ্ট এভাবেই, ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা যাজকের সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে ও বিশ্বাসের শক্তিগুণে, সেই নবমানুষকে জন্মদান করেন, যে মানুষ মাতৃগর্ভে গঠিত ও দীক্ষাকুণ্ডের প্রসব দ্বারা মণ্ডলীতে সংগৃহীত।

সুতরাং, খ্রীষ্টকে গ্রহণ করা দরকার, তিনি যেন আমাদের নবজন্ম দিতে পারেন। একথা প্রেরিতদূত যোহন সপ্রমাণ করে বলেন, *যারা তাঁকে গ্রহণ করেছে, তাদের তিনি দিলেন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার।*

তেমন জন্ম কেবল দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্ত, তৈলাভিষেক ও যাজক দ্বারাই সাধিত হতে পারে; কেননা দীক্ষাস্নানে আমাদের পাপ ধৌত হয়ে যায়, তৈলাভিষেকে আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মাকে সঞ্চার করা হয়, আর আমরা

যাজকের হাত ও ওষ্ঠ দ্বারাই উভয় বিষয় লাভ করি। এভাবে গোটা মানুষ খ্রীষ্টে নবজন্ম নেয়: *মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি*, অর্থাৎ, অতীত জীবনের ভুলভ্রান্তি ত্যাগ করে আমরা যেন পবিত্র আত্মা দ্বারা খ্রীষ্টের আদর্শে পুণ্যজীবন যাপন করতে পারি।

শ্লোক রো ৫:১৯,২১; ১ যোহন ৪:১০ দ্রঃ

প্র একজনের অবাধ্যতার কারণে সকলে পাপী; একজনের বাধ্যতা গুণে সকলে ধর্মময় হয়ে উঠবে।
উ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল; এখন ঐশঅনুগ্রহই অনন্ত জীবনের উদ্দেশে রাজত্ব করুক।
প্র ঈশ্বর আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।
উ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল; এখন ঐশঅনুগ্রহই অনন্ত জীবনের উদ্দেশে রাজত্ব করুক।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ তি ৪:১–৫:২

নকল শিক্ষাগুরুদের কথা

প্রিয়জন, আত্মা স্পষ্টই বলছেন, চরমকালে কেউ কেউ বিশ্বাস থেকে সরে পড়বে: তারা ভ্রান্তিজনক আত্মাগুলিতে ও শয়তানীয় নানা মতবাদে সায় দেবে, এমন মিথ্যাবাদীদের কপটতায় প্রবঞ্চিত হবে যাদের বিবেক এর মধ্যে জ্বলন্ত লোহার শিক দিয়ে চিহ্নিত। এরা বিবাহ নিষেধ করবে, কোন না কোন খাদ্য না খেতে আদেশ করবে—অথচ সেই খাদ্য ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন, যেন যারা বিশ্বাসী ও সত্যকে জানে, তারা ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করে। বাস্তবিক ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা ভাল; তাই ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে গ্রহণ করলে কিছুই বর্জনীয় নয়, কারণ ঈশ্বরের বাণী ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তা পবিত্র হয়ে ওঠে।

ভাইদের কাছে এই সমস্ত কথা উপস্থাপন করলে তুমি খ্রীষ্টযীশুর উত্তম সেবক হবে, এমন এক সেবকেরই পরিচয় দেবে, যে বিশ্বাসের বাণী ও উত্তম ধর্মশিক্ষার অনুসরণ করে তাতে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু পৌরাণিক যত রূপকথা অগ্রাহ্য কর—তা বুড়ীদের গল্পমাত্র; তুমি বরং ভক্তিতেই দক্ষ হবার জন্য চর্চা কর; কেননা শরীর-চর্চা কিছুটার জন্যই মাত্র উপকারী, কিন্তু ভক্তি সবকিছুতেই উপকারী, কারণ তা সঙ্গে করে বহন করে বর্তমান ও ভাবী জীবনের প্রতিশ্রুতি। একথা বিশ্বাস্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য; আসলে আমরা পরিশ্রম ও সংগ্রাম করছি এই কারণে যে, সেই জীবনময় ঈশ্বরেই প্রত্যাশা রেখেছি, যিনি সকল মানুষের, বিশেষভাবে বিশ্বাসীদেরই ত্রাণকর্তা। তেমন কথাই তোমার প্রচারের ও শিক্ষার বিষয়বস্তু হওয়া চাই।

তুমি যুবক মানুষ বলে কেউ যেন তোমাকে উপেক্ষা না করে; তুমিও কিন্তু কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারে, এবং ভালবাসা, বিশ্বাস ও শুচিতায় সকল বিশ্বাসীর সামনে আদর্শবান হও। আমি যতদিন না আসি, তুমি শাস্ত্রপাঠে, উপদেশ দানে ও ধর্মশিক্ষা সম্পাদনে নিবিষ্ট থাক। তোমার অন্তরে যে অনুগ্রহদান রয়েছে, তা অবহেলা করো না, কেননা তা নবীদের বাণী অনুসারে প্রবীণবর্গের হস্তার্পণে তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। এই সমস্ত বিষয়ে যত্নবান হও, তাতে নিষ্ঠাবান হও, যেন তোমার অগ্রগতি সকলের কাছে প্রকাশ্য হয়। নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, তোমার ধর্মশিক্ষার বিষয়েও সতর্ক থাক। এসব কিছু তুমি পালন করে চল, কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

তোমার চেয়ে বৃদ্ধ কোন মানুষকে কখনও কঠোরভাবে তিরস্কার করো না, কিন্তু তাঁকে চেতনা-বাণী দান কর তিনি ঠিক যেন তোমার নিজের পিতা; তোমার চেয়ে যুবক যারা, তাদের সঙ্গে ব্যবহার কর তারা যেন তোমার নিজের ভাই, বৃদ্ধাদের সঙ্গে, তাঁরা যেন তোমার নিজের মাতা, যুবতীদের সঙ্গে, তারা যেন তোমার নিজের বোন—সম্পূর্ণ পবিত্রতার সঙ্গে।

শ্লোক ১ তি ৪:৮,১০; ২ করি ৪:৯ দ্রঃ

প্র ভক্তি সবকিছুতেই উপকারী, কারণ সঙ্গে করে বহন করে বর্তমান ও ভাবী জীবনের প্রতিশ্রুতি। আমরা পরিশ্রম ও সংগ্রাম করছি

উ কারণ জীবনময় ঈশ্বরেই প্রত্যাশা রেখেছি।

প্র আমরা নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না; আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা বিনষ্ট হই না,

উ কারণ জীবনময় ঈশ্বরেই আমাদের প্রত্যাশা রেখেছি।

দ্বিতীয় পাঠ - ত্রাল্লীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র ৮:১–৯:২; ১১:১–১৩:৩

বিশ্বাসে নবীকৃত হও—যে বিশ্বাস প্রভুর মাংস,
ভালবাসায় নবীকৃত হও—যে ভালবাসা তাঁর রক্ত

তোমরা বিনম্রতা পরিধান কর ও বিশ্বাসে নবীকৃত হও, যে বিশ্বাস প্রভুর মাংস; ভালবাসায়ও নবীকৃত হও, যে ভালবাসা যীশুখ্রীষ্টের রক্ত। তোমাদের মধ্যে যেন পরের বিরুদ্ধে কারও কিছু না থাকে; মুষ্টিমেয় লোকদের কারণে ঈশ্বরের জনসমাবেশ নিন্দার পাত্র হবে, এমন সুযোগ বিধর্মীদের দিয়ো না; কেননা লেখা আছে, *তাকে ধিক্, যার কারণে আমার নাম নিন্দার বস্তু।*

তাই যখন কেউ তোমাদের কাছে যীশুখ্রীষ্ট বিষয়ে ছাড়া অন্য কথা বলে, তখন তোমরা বধির হও—কেননা খ্রীষ্টই তিনি, যিনি দাউদবংশধর ও মারীয়ার পুত্র, যিনি সত্যিই জন্ম নিলেন, খেলেন ও পান করলেন, পোন্তিয় পিলাতের আমলে সত্যি নির্যাতিত হলেন, সত্যি ক্রুশবিদ্ধ হলেন, ও স্বর্গ মর্ত ও পাতালের সমক্ষে মৃত্যুবরণ করলেন; ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানও করলেন। তাঁর পিতাই তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন, আর সেইভাবে তাঁর পিতা খ্রীষ্টযীশুতে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন, যারা তাঁকেই বিশ্বাস করি যাঁকে ছাড়া প্রকৃত জীবন আমাদের নেই।

অতএব, তোমরা এ সমস্ত আগাছা এড়াও, কারণ এগুলো মৃত্যুজনক ফল ফলায়, আর তা খেলেই মানুষ মরে; কেননা এগুলো পিতার রোপিত গাছ নয়; যদি হত, তবে ক্রুশেরই শাখার মত দেখাত ও তাদের ফল অক্ষয়শীল হত—সেই ক্রুশ দ্বারাই তো খ্রীষ্ট নিজ যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে নিজ অঙ্গগুলো এ তোমাদেরই আহ্বান করেন। ফলে মাথা অঙ্গগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না, কারণ ঐক্য যে ঈশ্বর, তিনি সেই ঐক্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি স্মির্না থেকে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীগুলোর সঙ্গেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যেগুলো আমাদের সঙ্গে এখানে উপস্থিত রয়েছে ও আমাকে দেহে ও আত্মায় আরাম দিয়েছে। ঈশ্বরের কাছে যেন পৌঁছতে পারি, আমি এ প্রার্থনা করতে করতে, যীশুখ্রীষ্টের খাতিরে যে শেকল বহন করে বেড়াচ্ছি, আমার এ শেকল তোমাদের অনুরোধ করে: তোমাদের এ একাত্মতায় ও পারস্পরিক প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান হও। কেননা এ সমীচীন যে, তোমরা ও বিশেষভাবে প্রবীণবর্গ ধর্মাধ্যক্ষকে আরাম দেবে—পিতা, যীশুখ্রীষ্ট ও প্রেরিতদূতদের সম্মানার্থে। আমি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি, আমার এ পত্রের বাণী তোমরা ভালবাসায় শোন, যাতে আমার এ পত্র তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী স্বরূপ হয়ে না দাঁড়ায়। আমার জন্যও প্রার্থনা কর, কারণ ঈশ্বরের দয়া ও তোমাদের ভালবাসা আমার পক্ষে খুবই প্রয়োজন, আমি যেন লাভ করতে পারি সেই উত্তরাধিকার যা পেতে যাচ্ছি, ও তেমন উত্তরাধিকারের অযোগ্য বলে যেন পরিগণিত না হই। স্মির্নাবাসীদের ও এফেসীয়দের ভালবাসা তোমাদের শুভেচ্ছা জানায়: তোমাদের প্রার্থনায় সিরিয়ার সেই মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ, যার নাম বহন করতে আমি যোগ্য নই—আমি যে তার সদস্যদের নিম্নতম! যীশুখ্রীষ্টে তোমাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। ধর্মাধ্যক্ষের প্রতি এমন বাধ্য হও, ঠিক যেন ঐশবিধানের প্রতি; প্রবীণবর্গের প্রতিও বাধ্য হও। তোমরা প্রত্যেকে অবিচ্ছেদ্য হৃদয়ে পরস্পরকে ভালবাস।

আমার প্রাণ তোমাদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত—এখন শুধু নয়, যখন ঈশ্বরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হব, তখনও। কেননা আমি এখনও বিপদের সম্মুখীন, কিন্তু যিনি যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বস্ত, সেই পিতা তোমাদের ও আমার প্রার্থনা পূরণ করবেন। অনিন্দ্য হয়ে তোমরা যেন তাঁর মধ্যে স্থান পেতে পার।

শ্লোক ২ থে ২:১৪-১৫; সিরা ১৫:১৩

প্র ঈশ্বর আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের গৌরবলাভের উদ্দেশ্যে আমাদের সুসমাচারের মাধ্যমে তোমাদের আহ্বান করেছেন।

উ সুতরাং স্থিতমূল থাক, এবং পরম্পরাগত শিক্ষা আঁকড়ে ধরে থাক।

প্র প্রভু সমস্ত জঘন্য কাজ ঘৃণা করেন, তাঁকে ভয় করে আর জঘন্য কাজও ভালবাসে এমন কেউ নেই।

উ সুতরাং স্থিতমূল থাক, এবং পরম্পরাগত শিক্ষা আঁকড়ে ধরে থাক।

২২শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ১৪:১-২৭

যুদা-রাজ আমাজিয়া ও ইস্রায়েল-রাজ ২য় যেরবোয়াম

ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াহাজের সন্তান যোয়াশের দ্বিতীয় বর্ষে যুদা-রাজ যোয়াশের সন্তান আমাজিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে ঊনত্রিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেহোয়াদ্দাইন, তিনি যেরুসালেম-নিবাসিনী। প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায়, আমাজিয়া তেমন কাজই করলেন; তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের মত কাজ না করলেও তবু তিনি সব দিক দিয়ে তাঁর পিতা যোয়াশের মত কাজ করলেন। তথাপি উচ্চস্থানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলি উৎসর্গ করত ও ধূপ জ্বালাত।

রাজ্য যখন তাঁর হাতে দৃঢ় হল, তখন তিনি, যে সকল অধিনায়ক তাঁর পিতা রাজাকে মেরে ফেলেছিল, তাদের হত্যা করলেন; কিন্তু তিনি মোশীর বিধান-পুস্তকে লেখা কথা অনুসারে সেই খুনীদের ছেলেদের হত্যা করলেন না; কেননা প্রভু আজ্ঞা দিয়েছিলেন, '*ছেলের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য ছেলের প্রাণদণ্ড দেওয়া যাবে না; এক একজন নিজ নিজ পাপের জন্য প্রাণদণ্ড ভোগ করবে।*'

তিনিই লবণ-উপত্যকায় এদোমীয়দের পরাজিত করে তাদের দশ হাজার লোক হত্যা করলেন; সেই যুদ্ধে তিনি শৈলটা হস্তগত করে তার নাম যক্তেল রাখলেন—আজও সেই নাম রয়েছে।

তখন আমাজিয়া দূত পাঠিয়ে যেহুর পৌত্র যেহোয়াহাজের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশকে বললেন, 'এসো, আমরা একে অপরের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াই!' ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশ যুদা-রাজ আমাজিয়ার কাছে বলে পাঠালেন, 'লেবাননের শেয়ালকাঁটা লেবাননের এরসগাছের কাছে বলে পাঠাল: আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ দাও। এর মধ্যে লেবাননের একটা বন্যজন্তু সেই পথে চলতে চলতে সেই শেয়ালকাঁটা পায়ে মাড়িয়ে দিল। আচ্ছা, তুমি এদোমকে পরাজিত করেছ, আর এখন তোমার হৃদয় গর্বোদ্ধত হয়েছে। বড়াই কর, কিন্তু তোমার নিজের ঘরে বসে থাক। একটা সর্বনাশ আহ্বান করায় কী কোন মানে আছে? তাতে তোমার ও যুদার, উভয়েরই পতন হতে পারে!' কিন্তু আমাজিয়া কথায় কান দিলেন না। তাই ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশ রণ-অভিযানে নেমে গেলেন; এবং যুদার অধীন বেথ্-শেমেশ স্থানে তিনি ও যুদা-রাজ আমাজিয়া একে অপরের সম্মুখীন হলেন। যুদা ইস্রায়েল দ্বারা পরাজিত হল, এবং প্রত্যেকে যে যার তাঁবুতে পালিয়ে গেল। ইস্রায়েলের রাজা বেথ্-শেমেশে আহাজিয়ার পৌত্র যেহোয়াশের সন্তান যুদা-রাজ আমাজিয়াকে বন্দি করলেন; তারপর যেরুসালেমে গিয়ে এফ্রাইম-দ্বার থেকে কোণ-দ্বার পর্যন্ত চারশ' হাত নগরপ্রাচীর ভেঙে ফেললেন। তিনি প্রভুর গৃহে ও রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারে যত সোনা, রুপো ও পাত্র পেলেন, তা সবই লুট করে, আর সেই সঙ্গে কতগুলো লোককেও জিম্মী করে সামারিয়ায় ফিরে গেলেন।

যেহোয়াশের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর বীর্যবত্তা, যুদা-রাজ আমাজিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর যত যুদ্ধ, এই সমস্ত কথা

কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? পরে যেহোয়াশ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে ইস্রায়েল-রাজাদের সঙ্গে সামারিয়ায় সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যেরবোয়াম তাঁর পদে রাজা হলেন।

ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াহাজের সন্তান যেহোয়াশের মৃত্যুর পরে যুদা-রাজ যোয়াশের সন্তান আমাজিয়া আরও পনেরো বছর বেঁচে থাকলেন। আমাজিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? যেরুসালেমে তাঁর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করা হল, তাই তিনি লাখিশে পালিয়ে গেলেন; কিন্তু তাঁর পিছু পিছু লাখিশে লোক পাঠানো হল, আর তারা সেখানে তাঁকে হত্যা করল। ঘোড়ার পিঠে করে তাঁকে যেরুসালেমে আনা হল, আর দাউদ-নগরীতে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে যেরুসালেমে সমাধি দেওয়া হল। তখন যুদার সমস্ত লোক ষোল বছর বয়সী আজারিয়াকে নিয়ে তাঁকে তাঁর পিতা আমাজিয়ার পদে রাজা করল। রাজা তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা যাওয়ার পর তিনিই এলাৎ আবার যুদার অধীনস্থ করে প্রাচীরবেষ্টিত করলেন।

যুদা-রাজ যোয়াশের সন্তান আমাজিয়ার পঞ্চদশ বর্ষে ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশের সন্তান যেরবোয়াম সামারিয়ায় রাজ্যভার গ্রহণ করে একচল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন; নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত পাপের পথ তিনি ত্যাগ করলেন না। ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন দাস গাৎ-হেফেরীয় আমিত্তাইয়ের সন্তান নবী যোনার মধ্য দিয়ে যে কথা বলেছিলেন, সেই অনুসারে তিনিই হামাতের প্রবেশস্থান থেকে আরাবার সমুদ্র পর্যন্ত ইস্রায়েলের এলাকা পুনর্জয় করলেন, কেননা প্রভু ইস্রায়েলের চরম দুর্দশা দেখেছিলেন: হ্যাঁ, ক্রীতদাস হোক বা স্বাধীন মানুষ হোক এমন কেউই আর ছিল না যে, ইস্রায়েলের সাহায্যে আসতে পারবে। কিন্তু প্রভু স্থির করেছিলেন, তিনি ইস্রায়েলের নাম আকাশের নিচ থেকে মুছে দেবেন না; তাই তিনি যোয়াশের সন্তান যেরবোয়ামের হাত দ্বারা তাদের ত্রাণ করলেন।

শ্লোক আমোস ৯:৭,৮; ৫:১৪

প্র আমি কি মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েলকে বের করে আনিনি? প্রভুর উক্তি: দেখ, পরমেশ্বর প্রভুর চোখ এই পাপিষ্ঠ রাজ্যের উপরে নিবদ্ধ।

উ কিন্তু তবুও আমি যাকোবকুলকে নিঃশেষে উচ্ছেদ করব না।

প্র মঙ্গলেরই সবকিছুর অন্বেষণ কর, অমঙ্গলের নয়, যেন নিজেদের বাঁচাতে পার; তবেই প্রভু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

উ কিন্তু তবুও আমি যাকোবকুলকে নিঃশেষে উচ্ছেদ করব না।

দ্বিতীয় পাঠ - দীক্ষাস্নান বিষয়ক সাধু পাচানের উপদেশ **৬-৭**

প্রভুর দিনের জন্য নিজেদের শুচি ও নিষ্কলঙ্ক রাখ

আমরা যেমন সেই মৃন্ময়জনের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব; কারণ প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত বলে মৃন্ময়, দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত বলে স্বর্গীয়। প্রিয়জনেরা, এভাবে চললে আমরা কখনও মরব না। আমাদের এ দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও আমরা খ্রীষ্টে জীবিত থাকব, যেমনটি তিনি নিজে বলেছেন, *আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে।*

তাই ঈশ্বরের বাণী অনুসারে আমরা নিশ্চিত আছি যে, আব্রাহাম, ইসায়াক, যাকোব ও ঈশ্বরের সকল পুণ্যজন জীবিত আছেন। প্রভু স্পষ্টই বলেছেন তাঁরা জীবিত আছেন, কারণ যিনি তাঁদের ঈশ্বর, তিনি জীবিতদেরই ঈশ্বর, মৃতদের নয়। নিজের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ;* খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকবার জন্য আমি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করছি। আরও, *যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি, আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়।*

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, এ তো আমাদের বিশ্বাস। তাছাড়া আমরা যদি কেবল এই সংসারেই প্রত্যাশা রাখি, তবে সকল মানুষের মধ্যে অধিক দুর্ভাগা, কেননা—যেমনটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ—আমাদের পার্থিব জীবনের আয়ু

ততখানি দীর্ঘ, যতখানি দীর্ঘ পশু, পাখি ও অন্যান্য প্রাণীদের আয়ু, এমনকি ততখানি দীর্ঘও নয়!

কিন্তু মানুষের বৈশিষ্ট্য হল, তাই লাভ করা, নিজ আত্মা দ্বারা খ্রীষ্ট যা দান করেছেন, তথা অনন্ত জীবন—অবশ্যই, আমরা যদি আর কখনও পাপ না করি। কেননা মৃত্যু যেমন পাপের কারণে আগত, তেমনি পবিত্রতা দ্বারা আমরা মৃত্যু থেকে মুক্তি পাই: জীবন পাপ দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু পবিত্রতা দ্বারা পরিত্রাণ পায়। *পাপের মজুরি মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহদান আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টে অনন্ত জীবন।*

প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে, খ্রীষ্টই আমাদের মুক্তি সাধন করেছেন; তাতে তিনি আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করলেন ও আমাদের প্রতিকূল সেই ঋণপত্র ক্রুশে বিদ্ধ করায় মুছে দিলেন। নিজ মাংস ত্যাগ করে তিনি যত আধিপত্য ও কর্তৃত্ব শক্তিহীন করে দিয়ে সকলের চোখের সামনে নিজের বিজয়যাত্রার পশ্চাদ্ভাগে তাদের বন্দি অবস্থা প্রকাশ্য করলেন। যারা বেড়িতে আবদ্ধ ছিল, তিনি তাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করে তাদের মুক্ত করে দিলেন, যেমনটি দাউদ ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন, *প্রভু পতিতকে টেনে তোলেন, প্রভু শৃঙ্খলিতকে মুক্ত করেন, প্রভু খুলে দেন অন্ধের চোখ;* আরও, *তুমি খুলে দিয়েছ আমার শৃঙ্খল। তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করব।*

আমরা তখনই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছি, যখন যাদের সেবা করে এসেছিলাম, সেই শয়তান ও তার সেই সকল সমর্থকদের প্রত্যাখ্যান করে দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের জয়ধ্বজার কাছে এসে একত্র হয়েছি। আমরা যখন খ্রীষ্টের নাম ও রক্তে তাদের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছি, তখন যেন আর তাদের দাস না হই।

অতএব, প্রিয়জনেরা, এসো, একথা মনে রাখি যে, আমরা একবারই মাত্র স্নাত, একবারই মাত্র মুক্ত, একবারই মাত্র অনন্ত রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়েছি। যাদের পাপমোচন ও অপরাধের ক্ষমা মঞ্জুর করা হয়, তারা একবারই মাত্র ধন্য। সুতরাং যা পেয়েছ, তা শক্ত করেই ধরে রাখ, মনের আনন্দেই তা রক্ষা কর: আর পাপ নয়। প্রভুর দিনের জন্য নিজেদের শুচি ও নিষ্কলঙ্ক রাখ।

শ্লোক ১ করি ১৫:৪৭,৪৯; কল ৩:৯,১০

প্‌ প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত।
উ আমরা যেমন সেই মৃন্ময়জনের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।
প্‌ তোমরা সেই পুরাতন মানুষকে ও তার যত কর্ম ত্যাগ করেছ; এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করেছ, যে মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে নবীকৃত হচ্ছে।
উ আমরা যেমন সেই মৃন্ময়জনের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ তি ৫:৩-২৫

বিধবারা; প্রবীণবর্গ

প্রিয়জন, যারা প্রকৃতভাবেই বিধবা, তাদের প্রতি চিন্তাশীল হও; কিন্তু কোন বিধবার যদি সন্তান বা নাতিনাতনি থাকে, তবে এরা প্রথমে নিজ ঘরের লোকদের প্রতি দেয় ভক্তি দেখাতে ও পিতামাতার প্রতি স্নেহের প্রতিদান দিতে শিখুক, কেননা ঈশ্বরের তা-ই গ্রহণীয়। যে স্ত্রীলোক প্রকৃতভাবেই বিধবা ও নিঃসঙ্গা, সে ঈশ্বরের উপরে ভরসা রাখে, ও দিনরাত মিনতি ও প্রার্থনায় রতা থাকে। কিন্তু যে বিধবা ভোগ-বিলাসিতায় দিন কাটায়, সে জীবিত হয়েও আসলে মৃত। একথাই তুমি মনে করিয়ে দাও, যেন তারা নিন্দার পাত্র না হয়। আর যদি কেউ আত্মীয়স্বজন ও বিশেষভাবে তার নিজের ঘরের লোকদের প্রতি উপযুক্ত সেবাযত্ন না দেখায়, তাহলে সে বিশ্বাস অস্বীকার করেছে, এবং অবিশ্বাসীর চেয়েও অধম।

বিধবাদের তালিকায় কেবল তেমন বিধবাকেই তালিকাভুক্ত করা হবে, যার বয়স ষাট বছরের নিচে নয়, যার একটামাত্র বিবাহ হয়েছে, যার পক্ষে নানা সৎকর্মের প্রমাণ আছে, যেমন: সে নিজ সন্তানদের মানুষ করেছে, অতিথিসেবা করেছে, পবিত্রজনদের পা ধুয়েছে, দুঃখার্তদের সহায়তা করেছে, সমস্ত সৎকর্মের অনুশীলন করেছে। কোন যুবতী বিধবাকে তুমি কিন্তু তালিকাভুক্ত করবে না, কারণ খ্রীষ্টের অযোগ্য বাসনায় আকর্ষিতা হওয়ামাত্র

তারা আবার বিবাহ করতে চায়, আর এমনটি ক'রে তারা প্রথম বিশ্বাস অবহেলা করেছে বলে নিজেদের উপর বিচার ডেকে আনে। তাছাড়া, তাদের আর কোন কাজ না থাকায় তারা এঘর ওঘর করতে শেখে; আর তারা অলস শুধু নয়, গল্পগুজব ও পরচর্চায় প্রবণ হয়ে অনুচিত কথাও বলে বেড়ায়। সুতরাং আমি চাই, যারা যুবতী, তারা আবার বিবাহ করুক, সন্তানোৎপাদন করুক, গৃহকর্ম পালন করুক, এবং সেই বিরোধীকে তাদের নিন্দা করার কোন সূত্র না দিক; আসলে কেউ কেউ ইতিমধ্যে শয়তানের পিছনে চলে গেছে। বিশ্বাসী কোন নারীর ঘরে যদি কয়েকজন আত্মীয়-বিধবা থাকে, সে নিজেই তাদের দেখাশোনা করুক, সেই ভার যেন মণ্ডলীর উপরে চাপিয়ে দেওয়া না হয়, যেন মণ্ডলী প্রকৃত বিধবাদেরই সাহায্য করতে পারে।

যে প্রবীণেরা নিজেদের কর্মদায়িত্ব উত্তমরূপে অনুশীলন করেন, বিশেষভাবে যাঁরা বাণীপ্রচারে ও ধর্মশিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তাঁদের প্রতি দ্বিগুণ সম্মান দেখানো উচিত; কারণ শাস্ত্র বলে, *যে বলদ শস্য মাড়াই করছে, তার মুখে জালতি বাঁধবে না,* আরও, *যে কর্মী, সে নিজের মজুরির যোগ্য। দু'জন বা তিনজন সাক্ষী* না থাকলে তুমি কোন প্রবীণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রাহ্য করো না। যাঁরা অপরাধী বলে প্রমাণিত, সকলের সামনে তাঁদের ভর্ৎসনা কর, যেন অন্য সকলেও ভয় পান। ঈশ্বরের, খ্রীষ্টযীশুর ও তাঁর মনোনীত দূতদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, তুমি এই সকল নিয়ম-বিধি নিরপেক্ষ ভাবেই পালন কর, পক্ষপাতের বশে কিছুই করো না।

কারও উপরে হাত রাখতে বেশি ব্যস্ত হয়ো না, যেন পরের পাপের অংশী না হও। নিজের পুণ্যময়তা রক্ষা কর।

তোমার যে বারবার অসুখ হয়, এবং হজমের দিক দিয়ে যে তোমার অসুবিধা আছে, এজন্য এখন থেকে শুধু জল আর না খেয়ে একটু আঙুররসও খাও।

কারও কারও পাপ বিচারের আগেও সুস্পষ্ট, আবার কারও কারও পাপ কেবল বিচারের পরেই প্রকাশ পায়; তেমনি সৎকর্মও সুস্পষ্ট, এবং যা কিছু অন্য প্রকার, তা গুপ্ত থাকতে পারে না।

শ্লোক ফিলি ১:২৭; ২:৪,৫ দ্রঃ

প্র তোমরা সুসমাচারের যোগ্য নাগরিকদের মত আচরণ কর, বিশ্বাসের পক্ষে একাত্ম হয়ে সংগ্রাম কর,
উ তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে শুধু নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রাখ।
প্র খ্রীষ্টযীশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে,
উ তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে শুধু নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রাখ।

দ্বিতীয় পাঠ - এফেসীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র ১-৩

ধর্মাধ্যক্ষ ও প্রবীণবর্গের প্রতি বাধ্য হও

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত—যে মণ্ডলী পিতা ঈশ্বরের পরিপূর্ণতায় আশিসধন্যা, অনাদিকাল থেকেই নিত্য ও অপরিবর্তনীয় গৌরবের উদ্দেশে পূর্বমনোনীতা, প্রকৃত যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে পিতা ও আমাদের ঈশ্বর সেই যীশুখ্রীষ্টের ইচ্ছা অনুসারে একতাবদ্ধ ও মনোনীতা—এশিয়ায় স্থিত এফেসসের সেই আশিসযোগ্য মণ্ডলীর সমীপে: যীশুখ্রীষ্টে ও তাঁর পূর্ণ আনন্দে শুভেচ্ছা!

আমি তোমাদের মণ্ডলীর নামের অর্থ ভাবি; এমন নাম যা ঈশ্বরে আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়, যে নাম আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাস ও ভালবাসা অনুসারেই তোমরা তোমাদের উত্তম স্বভাব দ্বারাই অর্জন করেছ। তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী, ও ঈশ্বরের রক্তে জ্বলন্ত হয়ে উঠে প্রশংসনীয় একটা ভ্রাতৃকর্ম সাধন করেছ। কেননা তোমরা যখন শুনেছ, খ্রীষ্টনামের ও খ্রীষ্ট-আশার খাতিরে বন্দি এ আমি সিরিয়া থেকে এ স্থান হয়েই যাত্রা করব, তখন তৎপরতার সঙ্গেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ। আর আমি পূর্ণ ভরসা রাখি যে, তোমাদের প্রার্থনা লাভে আমাকে রোমে হিংস্র পশুদের সঙ্গে লড়াই করতে দেওয়া হবে, যেন প্রকৃত শিষ্য হতে সক্ষম হতে পারি।

সেজন্য আমি অবর্ণনীয় ভালবাসার মানুষ ও তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষ সেই অনেসিমকে গ্রহণ করে ঈশ্বরে তোমাদের গোটা মণ্ডলীকেও গ্রহণ করেছি। আমি তোমাদের অনুরোধ করি: তোমরা তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষকে যীশুখ্রীষ্টের খাতিরেই ভালবাস, তাঁর সদৃশ হওয়ায় সকলে এক হও। আহা, যিনি তেমন ধর্মাধ্যক্ষকে পাবার

যোগ্যতা তোমাদের দিয়েছেন, তিনি ধন্য!

আমার সহভ্রাতা বুর্‌রো সম্বন্ধে, যিনি পরমধন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তোমাদের পরিসেবক, আমি ভিক্ষা করি, তিনি যেন তোমাদের ও তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষের সম্মানার্থে আমার সঙ্গেই থাকতে পারেন। ঈশ্বরের যোগ্য ও তোমাদেরও যোগ্য সেই ক্রকোসও, যাঁকে আমি তোমাদের ভালবাসার দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করেছি, তিনিও *আমার প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছেন, আমার শেকলের জন্যও কখনও লজ্জা বোধ করেননি*—যীশুখ্রীষ্টের পিতা তাঁকে সেইমত সান্ত্বনা দেন—আর তাঁর সঙ্গে অনেসিম, বুর্‌রো, এউপ্লো ও ফ্রন্তোও আমার সহায় ছিলেন—তাঁদের মধ্যে আমি ভালবাসায় তোমাদের সকলকেই দেখতে পেয়েছি। যোগ্য হলে আমি তোমাদের নিয়ে সবসময় খুশি হব।

অতএব এ সমীচীন যে, যিনি তোমাদের গৌরবান্বিত করেছেন, তোমরা সেই যীশুখ্রীষ্টকে সবদিক দিয়েই গৌরবান্বিত কর, যেন ধর্মাধ্যক্ষ ও প্রবীণবর্গের প্রতি বাধ্য হয়ে তোমরা এক-বাধ্যতায় সংযুক্ত হতে পার ও সবকিছুতে পবিত্রীকৃত হতে পার।

মহাব্যক্তির মত আমি তোমাদের কোন আদেশ দিচ্ছি এমন নয়; কেননা খ্রীষ্টনামের জন্য বন্দি হয়েও আমি যীশুখ্রীষ্টে এখনও সিদ্ধপুরুষ নই; এখনই মাত্র বরং আমি শিষ্য হতে শুরু করছি, আর আমার সহশিষ্য বলেই তোমাদের কাছে কথা বলছি। কেননা বিশ্বাস, চেতনাদান, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ক্ষেত্রে তোমাদের দ্বারা আমারই দীক্ষিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসা আমাকে নীরব থাকতে দেয় না, সেজন্য আমিই প্রথম তোমাদের কাছে উপদেশমূলক এ বাণী দেওয়ার ভার নিয়েছি, তোমরা যেন একাত্ম হয়ে ঈশ্বরের মন অনুসারে জীবনযাপন কর। কেননা সেই যীশুখ্রীষ্ট, যিনি আমাদের অবিচ্ছেদ্য জীবন, তিনিই হলেন পিতার মন, আর সেইভাবে সেই ধর্মাধ্যক্ষবৃন্দ, যাঁরা বিশ্বজুড়ে নিযুক্ত, তাঁরাও যীশুখ্রীষ্টের মনে বিরাজিত।

শ্লোক এফে ৫:২; ১ করি ১:১০ দ্রঃ

℟ তোমরা ভালবাসায় চল, ভালবাসায় চল, যেইভাবে খ্রীষ্টও আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে
℣ নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।
℟ এক-বাক্য, একমন, একচিন্তা, এক-আত্মা হয়ে তোমরা সকলে সেই যীশুখ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত কর যিনি তোমাদের গৌরবান্বিত করার জন্য
℣ নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আমোস ১:১—২:৩

জাতিসকলের উপরে ঈশ্বরের বিচার

আমোসের বাণী, যিনি তেকোয়ার রাখালদের একজন। তিনি যুদা-রাজ উজ্জিয়ার সময়ে এবং যোয়াশের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের সময়ে, ভূমিকম্পের দু' বছর আগে, ইস্রায়েল সম্বন্ধে নানা দর্শন পান।

তিনি বললেন:
প্রভু সিয়োন থেকে গর্জনধ্বনি তুলছেন,
যেরুসালেম থেকে বজ্রকণ্ঠ শোনাচ্ছেন;
রাখালদের চারণভূমি উৎসন্ন হয়ে পড়েছে,
কার্মেলের পর্বতচূড়া শুষ্ক হয়ে গেছে।
প্রভু একথা বলছেন:
দামাস্কাসের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,

তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা লৌহ শস্যমাড়াইযন্ত্রে গিলেয়াদকে মাড়াই করেছে।
আমি হাজায়েল-কুলের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে বেন্-হাদাদের সমস্ত প্রাসাদ!
আমি দামাস্কাসের অর্গল ভেঙে ফেলব,
বিকাথ-আবেনের অধিবাসীকে উচ্ছেদ করব,
তাকেও উচ্ছেদ করব, যার হাতে রয়েছে বেথ্-এদেনের রাজদণ্ড,
এবং আরামের লোকদের কিরে দেশছাড়া করা হবে ;—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।
প্রভু একথা বলছেন :
গাজার তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা এদোমের হাতে তুলে দেবার জন্য
বহু বহু জাতিকে দেশছাড়া করেছে ;
আমি গাজার নগরপ্রাচীরের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে তার সমস্ত প্রাসাদ!
আমি আসদোদের অধিবাসীকে উচ্ছেদ করব,
তাকেও উচ্ছেদ করব, যার হাতে রয়েছে আস্কালোনের রাজদণ্ড ;
আমি এক্রোনের বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়াব,
তখন ফিলিস্তিনিদের মধ্যে যারা রক্ষা পেয়েছে,
তারাও বিনষ্ট হবে ;—একথা বলছেন প্রভু পরমেশ্বর।
প্রভু একথা বলছেন :
তুরসের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা ভ্রাতৃসন্ধি স্মরণ না করে
এদোমের হাতে বহু বহু বন্দিকে তুলে দিয়েছে ;
আমি তুরসের নগরপ্রাচীরের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে তার সমস্ত প্রাসাদ!
প্রভু একথা বলছেন :
এদোমের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ সে খড়্গ দ্বারা তার আপন ভাইয়ের পিছনে ধাওয়া করেছে,
তার প্রতি একটুও করুণা দেখাতে অস্বীকার করেছে ;
বরং ক্রোধ নিত্যই জাগিয়ে রেখেছে,
অন্তরে কোপ নিরন্তর পোষণ করেছে ;
আমি তেমানের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে বস্রার সমস্ত প্রাসাদ!
প্রভু একথা বলছেন :
আম্মোনীয়দের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তাদের চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ নিজেদের সীমানা বিস্তারিত করার জন্য
তারা গিলেয়াদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করেছে ;

আমি রাব্বার নগরপ্রাচীরে আগুন ধরাব,
তা গ্রাস করবে তার সমস্ত প্রাসাদ—
এমন শব্দের মধ্যে, যা যুদ্ধের দিনে রণনিনাদের মত,
যা ঝড়ো বাতাসের দিনে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মত;
তাদের রাজা নির্বাসন-দেশে চলে যাবে,
সে ও তার সঙ্গে তার নেতা সকলেও চলে যাবে;—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।
প্রভু একথা বলছেন:
মোয়াবের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ এদোমের রাজার হাড় চুনে পুড়িয়ে দিয়েছে;
আমি মোয়াবের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে কেরিয়োতের সমস্ত প্রাসাদ,
এবং রণনিনাদ ও তুরিধ্বনির মধ্যে
মোয়াব সেই কোলাহলে প্রাণ ত্যাগ করবে;
তার মধ্য থেকে আমি বিচারকর্তাকে উচ্ছেদ করব,
তার সকল জনপ্রধানকেও সংহার করব তার সঙ্গে;—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

শ্লোক সাম ৯:৮,৯; আমোস ১:২

℣ প্রভু বিচারের জন্যই স্থাপন করেছেন বিচারাসন: ধর্মময়তার সঙ্গে জগতের বিচার করবেন,
℟ তিনি সততার সঙ্গে জাতিসকলের বিচারগুলির নিষ্পত্তি করবেন।
℣ প্রভু সিয়োন থেকে গর্জনধ্বনি তুলছেন, যেরুসালেম থেকে বজ্রকণ্ঠ শোনাচ্ছেন;
℟ তিনি সততার সঙ্গে জাতিসকলের বিচারগুলির নিষ্পত্তি করবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - বার্নাবাসের পত্র বলে পরিচিত পত্র **১:১–২:৫**

জীবন-প্রত্যাশাই
আমাদের বিশ্বাসের সূচনা ও সমাপ্তি

পুত্রকন্যারা, তোমাদের যিনি ভালবাসেন, সেই প্রভুর নামে আমি তোমাদের কাছে শান্তি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের উপকার সত্যিই মহান ও ঐশ্বর্যপূর্ণ: এজন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত, বিশেষভাবে একথা জেনে যে, অনুগ্রহ ও আত্মিক দানগুলি গ্রহণ ক'রে তোমাদের আত্মা ধন্য ও গৌরবময়। আর আমি আমার পরিত্রাণের প্রত্যাশা নিয়ে অধিকতর ভাবে আনন্দিত, কারণ তোমাদের মধ্যে সত্যিই দেখতে পাচ্ছি, প্রভুর উৎস কতই না প্রচুর মাত্রায় তোমাদের উপর আত্মা বর্ষণ করল; যার ফলে যাদের দেখতে বাসনা করছিলাম, সেই তোমাদের দর্শনে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

সুতরাং এবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে, ও এ বিষয়েও সচেতন হয়ে যে তোমাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি প্রভুর ধর্মপথে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি, আমি আমার প্রাণের চেয়ে তোমাদেরই ভালবাসতে সর্বোপরি বাধ্য, কারণ প্রভুর জীবনলাভের প্রত্যাশায় তোমাদের অন্তরে মহাবিশ্বাস ও ভালবাসা বাস করছে। তাই একথা ভেবে যে, আমি যা যা পেয়েছি, যদি তোমাদের খাতিরে তোমাদের সঙ্গে তার সহভাগিতা করি, তাহলে তেমন প্রাণের সেবা করেছি বিধায় আমি নিজের জন্য মজুরি লাভ করব; এজন্য আমি তৎপরতার সঙ্গেই তোমাদের কাছে ছোট একটা পত্র প্রেরণ করছি, যাতে তোমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের জ্ঞানও সিদ্ধি লাভ করে।

প্রভুর মহাতত্ত্ব তিনটে: জীবন-প্রত্যাশা হল আমাদের বিশ্বাসের সূচনা ও সমাপ্তি; ধর্মময়তা হল বিচারের সূচনা ও সমাপ্তি; আনন্দ ও স্ফূর্তির ভালবাসা হল ধর্মময় কর্মের সাক্ষ্য। কেননা নবীদের দ্বারা প্রভু আমাদের কাছে প্রাক্তন ও বর্তমান বিষয়বস্তু জ্ঞাত করেছেন, ও ভাবী বিষয়ের প্রথমফল আস্বাদন করতে আমাদের সক্ষম করেছেন;

আর আমরা যখন দেখতে পাই, এ সমস্ত বিষয় একটার পর একটা তাঁর কথামতই বাস্তবায়িত হচ্ছে, তখন অধিক নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে প্রভুভয়ের পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আমি কিন্তু তোমাদের এমন কিছু দেখাব, যা এ বর্তমান কালেও তোমাদের পক্ষে উপকারী হবে—তবু আমি গুরুর মত নয়, তোমাদের একজনেরই মত কথা বলব।

যেহেতু এ যুগ অমঙ্গলময় ও অমঙ্গলের সাধক নিজেই কর্তৃত্ব চালাচ্ছে, সেজন্য আমাদের উচিত, নিজেদের নিয়ে সতর্ক থাকা ও প্রভুর ইচ্ছা মনোযোগের সঙ্গে খোঁজ করা। এতে ভয় ও ধৈর্য হল আমাদের বিশ্বাসের সহায়, এবং সহিষ্ণুতা ও শুচিতা হল আমাদের মিত্র। এগুলো টিকে থাকলে ও আমরা প্রভুর সম্মুখে উচিত আচরণ করলে, তবে প্রজ্ঞা, সদ্বিবেচনা, উপলব্ধি ও জ্ঞান সেগুলির সঙ্গে আনন্দ করবে। কেননা সকল নবী দ্বারা তিনি আমাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন যে, তাঁর পক্ষে বলিদান কি আহুতি কি অর্ঘ্যের কোন প্রয়োজন নেই, যেভাবে প্রভু এক স্থানে বলেছেন: *তোমাদের অসংখ্য বলিদান নিয়ে আমার কী? তত আহুতি আর নয়; মেষশাবকের তেলে বা বৃষ ও ছাগের রক্তে আমি প্রীত নই। তোমরা আমার সম্মুখে এলেও আমি প্রীত নই। বস্তুতপক্ষে কেইবা তোমাদের হাত থেকে তেমন কিছু দাবি করেছে? তাই তোমরা আমার প্রাঙ্গণে আর পা বাড়াবে না। তোমরা সেরা গম নিবেদন করলে বৃথা; ধূপে আমার বিতৃষ্ণা হয়; তোমাদের অমাবস্যা ও তোমাদের বিশ্রামবার আমি সহ্য করি না।*

শ্লোক গা ২:১৬; আদি ১৫:৬ দ্রঃ

℟ আমরা জানি যে, কেবল বিশ্বাস দ্বারাই মানুষকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়:
℣ আমরা বিশ্বাসী হয়েছি, যেন খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই।
℟ আব্রাহাম প্রভুতে বিশ্বাস রাখলেন, আর প্রভু তাঁর পক্ষে তা ধর্মময়তা বলে পরিগণিত করলেন।
℣ আমরা বিশ্বাসী হয়েছি, যেন খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ তি ৬:১-১০

ক্রীতদাসেরা; সত্যকার ও মিথ্যা শিক্ষাগুরুদের কথা

প্রিয়জন, যারা ক্রীতদাসত্বের জোয়ালের অধীন, তারা তাদের মনিবদের প্রতি গভীর সম্মান দেখাবে, যেন ঈশ্বরের নাম ও আমাদের ধর্মশিক্ষা নিন্দার বস্তু না হয়। আর যাদের মনিব বিশ্বাসী, ধর্মভাই বলে সেই সকল মনিবের প্রতি তারা যেন কম সম্মান না দেখায়; বরং আরও অধিক যত্নের সঙ্গে তাদের সেবা করুক, যেহেতু যারা তাদের সেবার ফলে উপকৃত হয়, তারাও বিশ্বাসী ও প্রিয় ধর্মভাই।

এই সব কিছু প্রসঙ্গেই তুমি শিক্ষা ও চেতনা দান কর। যদি কেউ ভিন্ন শিক্ষা দেয়, এবং আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের যথার্থ বাণী ও আমাদের ধর্মসম্মত শিক্ষা মেনে না নেয়, তবে সে আত্মগর্বে অন্ধ হয়েছে, কিছুই জানে না, এবং কেমন যেন তর্কবিতর্ক ও অসার প্রশ্নের রোগে আক্রান্ত হয়েছে; এসব কিছুর ফলে শুরু হয় ঈর্ষা, রেষারেষি, অপবাদ, হীন সন্দেহ, এবং সেই লোকদের মনকষাকষি, যাদের বিবেক বিকৃত, যারা সত্যবিহীন: এদের বিবেচনায় ধর্ম একটা লাভের উপায়। ধর্ম নিশ্চয়ই মহালাভের উপায়, কিন্তু একটা মাত্রা থাকা চাই! আসলে আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে করে আনিনি, তা থেকে কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারি না; তাই অন্নবস্ত্র যখন থাকে, এসো, তাতেই তুষ্ট হই। কিন্তু যারা ধনী হতে আকাঙ্ক্ষা করে, তারা প্রলোভনের হাতে পড়ে, তারা ফাঁদে ও নানা ধরনের বোধশূন্য ও ক্ষতিকর কামনার হাতে পড়ে, যা মানুষকে ধ্বংস ও বিনাশের গভীরে নিমজ্জিত করে। কেননা অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল; তাতে আসক্ত হওয়ায় কেউ কেউ বিশ্বাস ছেড়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, এবং নিজেরাই বহু যন্ত্রণায় নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করেছে।

শ্লোক মথি ৬:২৫; ১ তি ৬:৮

℟ কী খাব, কী পান করব, কিংবা কী পরব, এই সমস্ত বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না:
℣ খাদ্যের চেয়ে প্রাণ ও পোশাকের চেয়ে শরীর কি বড় ব্যাপার নয়?
℟ অন্নবস্ত্র যখন থাকে, এসো, তাতেই তুষ্ট হই:

℟ খাদ্যের চেয়ে প্রাণ ও পোশাকের চেয়ে শরীর কি বড় ব্যাপার নয়?

দ্বিতীয় পাঠ - এফেসীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র **৪-৬**

তোমরা অনিন্দনীয় ঐক্যে স্থির থাক
যাতে ঈশ্বরের সহভাগী হতে পার

তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষের মনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ব্যবহার করা অত্যন্ত সমীচীন—আর তোমরা তো তাই করছ। বাস্তবিকই ঈশ্বরের যোগ্য তোমাদের সেই প্রশংসনীয় প্রবীণবর্গ ধর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে একসুর, যেমনটি বীণার সঙ্গে তারগুলি। তাই তোমাদের একাত্মতা ও একসুরী ভালবাসার কণ্ঠে যীশুখ্রীষ্ট সঙ্কীর্তিত। কিন্তু তোমরা প্রত্যেকেই এ সমবেত কণ্ঠের গানে যোগ দাও, যাতে একাত্মতা গুণে নিজেদের মধ্যে একসুর হয়ে ও ঈশ্বরের সঙ্গে একসুর হয়ে তোমরা এককণ্ঠে যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পিতার গুণগান করতে পার, ফলে তিনি যেন তোমাদের শুনতে পান ও তোমাদের শুভকর্মের মধ্য দিয়ে সপ্রমাণও করতে পারেন যে, তোমরা তাঁর পুত্রের অঙ্গ। তাই অনিন্দনীয় ঐক্যে স্থিতমূল থাকা তোমাদের পক্ষে সত্যি কল্যাণকর, যাতে সবকিছুতেই তোমরা ঈশ্বরের সহভাগী হতে পার।

কেননা আমি যখন এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেছি যা মানবিক নয়, বরং আত্মিক, তখন কতই না মহত্তর কারণে তোমাদেরই ধন্য গণ্য করি যারা এত একসুরী ঐক্যের একাত্মতায় তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ যেভাবে মণ্ডলী যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে, ও যীশুখ্রীষ্ট পিতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ।

কেউ যেন প্রবঞ্চিত না হয়: মন্দিরের ভিতরে না থাকলে মানুষ ঈশ্বরের রুটি থেকে বঞ্চিত হবেই, কারণ একজন বা দু'জনের প্রার্থনা যখন এত প্রভাবশালী, তখন আর কতই প্রভাবশালী না হবে ধর্মাধ্যক্ষের ও গোটা মণ্ডলীর প্রার্থনা! অতএব যে কেউ সাধারণ জনসভায় যোগ দেয় না, সে দাম্ভিক মানুষ, সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে; কেননা লেখা আছে, *ঈশ্বর দাম্ভিকদের প্রতিরোধ করেন:* তাই এসো, সাবধান থাকি, ধর্মাধ্যক্ষকে প্রতিরোধ করব না, তবেই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যতা স্পষ্ট হবে।

এমনকি, যখন দেখা যায় ধর্মাধ্যক্ষ নীরব থাকেন, তখন তাঁকে আরও ভয় করতে হবে; কেননা যাকে গৃহকর্তা গৃহ-ব্যবস্থাপনার জন্য প্রেরণ করেন, আমাদের পক্ষে প্রেরণকর্তার মতই তাকে গ্রহণ করা উচিত; তাতে স্পষ্ট হচ্ছে যে, আমাদের পক্ষে ধর্মাধ্যক্ষকে স্বয়ং প্রভুর মতই গণ্য করা দরকার। এবিষয়ে অনেসিম নিজেই ঈশ্বরে স্থাপিত তোমাদের উজ্জ্বল শৃঙ্খলার মহাপ্রশংসাবাদ করেন, কারণ তোমরা সকলে সত্য অনুসারেই জীবনযাপন করছ, ও তোমাদের মধ্যে কোন ভ্রান্তমত নেই; আর শুধু তা নয়, কেউ যদি যীশুখ্রীষ্ট বিষয়ে সত্য অনুযায়ী কথা না বলে, তোমরা তো তার কথা পর্যন্তও শোন না।

শ্লোক এফে ৪:১,৩-৪

℣ প্রভুতে আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল:
℟ তোমরা শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও।
℣ দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ।
℟ তোমরা শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আমোস ২:৪-১৬

যুদা ও ইস্রায়েলের উপরে ঈশ্বরের বিচার

প্রভু একথা বলছেন:
যুদার তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,

তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না ;
কারণ তারা প্রভুর নির্দেশবাণী অবজ্ঞা করেছে,
তাঁর বিধিগুলো পালন করেনি,
বরং তাদের পিতৃপুরুষেরা যার অনুগামী হয়েছিল,
তারাও সেই মিথ্যা দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়েছে ;
আমি যুদার উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে যেরুসালেমের সমস্ত প্রাসাদ !
প্রভু একথা বলছেন :
ইস্রায়েলের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না ;
কারণ তারা রুপোর বিনিময়ে ধার্মিককে,
ও এক জোড়া পাদুকার বিনিময়ে নিঃস্বকে বিক্রি করে দিয়েছে ;
তারা দুর্বলদের মাথা ধুলায় মাড়িয়ে দেয়,
ও বিনম্রদের পথ বাঁকায় ;
পিতা সন্তান দু'জনে একই যুবতীর কাছে যায়,
আর তাই করে আমার পবিত্র নাম কলুষিত করে।
বন্ধকী কাপড় পেতে তারা যত বেদির কাছে শুয়ে থাকে,
জরিমানা হিসাবে পাওয়া আঙুররস নিজেদের পরমেশ্বরের গৃহেই পান করে।
অথচ আমিই তাদের সামনে সেই আমোরীয়কে উচ্ছেদ করেছিলাম,
যে এরসগাছের মত উচ্চ ছিল, যার শক্তি ছিল ওক্ গাছের মত ;
আমিই ঊর্ধ্বে তার ফল ও নিচে তার মূল উচ্ছেদ করেছিলাম।
সেই আমোরীয়ের দেশ তোমাদের আপন অধিকারে দেবার জন্য
আমিই মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছিলাম,
ও চল্লিশ বছর ধরে মরুপ্রান্তরে চালনা করেছিলাম।
আমি তোমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে নবীর উদ্ভব ঘটিয়েছিলাম,
তোমাদের যুবকদের মধ্যে ঘটিয়েছিলাম নাজিরীয়দের উদ্ভব।
হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, এ কি সত্য নয়?—প্রভুর উক্তি।
কিন্তু তোমরা নাজিরীয়দের পান করিয়েছ আঙুররস,
নবীদের আজ্ঞা দিয়েছ : “নবীয় বাণী দিয়ো না।”
দেখ, গমের আটির ভারে গাড়ি যেমন চেপটে যায়,
আমি তেমনি তোমাদের জায়গায়ই তোমাদের চেপটিয়ে দেব।
তখন দ্রুতগামীর পালাবার উপায় ছিন্ন হবে,
শক্তিশালী নিজের শক্তি লাগাবার উপায় পাবে না,
বীরযোদ্ধা নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না,
তীরন্দাজ দাঁড়াতে পারবে না,
দ্রুতগামী রক্ষা পাবে না,
অশ্বারোহীও নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না।
বীরযোদ্ধাদের মধ্যে যে সবচেয়ে সাহসী,
সেও সেইদিন উলঙ্গ হয়ে পালাবে !—প্রভুর উক্তি।

শ্লোক আমোস ২:১০,১১,১২; সাম ৯৫:১০

℟ আমিই মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছিলাম, ও চল্লিশ বছর ধরে মরুপ্রান্তরে চালনা করেছিলাম।

তখন আমি বললাম:
ধ্রু তারা ভ্রষ্টহৃদয় এক জাতি, আমার কোন পথ জানে না।
শ্লো আমি তোমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে নবীর উদ্ভব ঘটিয়েছিলাম; কিন্তু তোমরা নবীদের আজ্ঞা দিয়েছ: ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ো না।
ধ্রু তারা ভ্রষ্টহৃদয় এক জাতি, আমার কোন পথ জানে না।

দ্বিতীয় পাঠ - বার্নাবাসের পত্র বলে পরিচিত পত্র **২:৬–৩:১-৩; ৪:১০-১৪**

আমাদের প্রভুর নতুন বিধান

ঈশ্বর প্রাক্তন বলিদান-ব্যবস্থা বাতিল করলেন যাতে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নতুন বিধান বাধ্যবাধকতার জোয়াল থেকে মুক্ত হয়ে এমন অর্ঘ্য পেতে পারে যা মানুষের কর্মফল নয়। এজন্য তিনি তাদের এ কথাও বললেন, তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে আমি কি তাদের এমন আদেশ দিয়েছিলাম তারা যেন আমার উদ্দেশে আহুতি ও পূর্ণাহুতি উৎসর্গ করে? এ আজ্ঞাই বরং আমি তাদের দিয়েছিলাম: *তোমরা কেউই হৃদয়-গভীরে আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে অমঙ্গলভাব রেখো না; মিথ্যাসাক্ষ্যও ভালবেসো না।*

তবে নির্বোধ না হলে, আমাদের পক্ষে আমাদের পিতার স্নেহময় অভিপ্রায় উপলব্ধি করা উচিত; কারণ তিনি এ উদ্দেশ্যেই আমাদের কাছে কথা বলেন, আমরা যেন তাদের মত ভুল না করি, বরং অনুসন্ধান করি কীভাবে তাঁর কাছে আমাদের অর্ঘ্য উৎসর্গ করা উচিত। তাই আমাদের কাছে তিনি এধরনের কথা বলেন: *ভগ্ন হৃদয়, এই তো প্রভুর গ্রহণযোগ্য বলি; আপন স্রষ্টাকে গৌরবান্বিত করে, এমন হৃদয়ই প্রভুর গ্রহণীয় সুগন্ধ।* সুতরাং, ভ্রাতৃগণ, আমাদের পরিত্রাণ সম্বন্ধে আমাদের সূক্ষ্মরূপেই অনুসন্ধান করা দরকার, যাতে সেই দুর্জন প্রতারণার মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে প্রবেশপথ পেতে না পারে ও আমাদের জীবন থেকে আমাদের কেড়ে নিতে না পারে।

এবিষয়ে তিনি তাদের এ কথাও বলেছিলেন, *প্রভু একথা বলছেন: তোমরা কেন আমার উদ্দেশে এমনভাবে উপবাস কর যে, তোমাদের কণ্ঠ আজ কোলাহলের মতই ধ্বনিত হয়? আমার সন্তোষজনক উপবাস এই প্রকার নয়,—প্রভু একথা বলছেন—মানুষের দেহসংযমও এই প্রকার নয়! নলগাছের মত মাথা হেঁট করলেও এবং চটের কাপড় ও ছাই পেতে শুইলেও তোমরা একে আমার গ্রহণীয় উপবাস বলে অভিহিত করতে পারবে না! কিন্তু আমাদের কাছে তিনি বলেন, দেখ, এই প্রকার উপবাসই আমার গ্রহণীয়—একথা বলছেন প্রভু: অন্যায্যতার গিঁট খুলে দাও, কড়া চুক্তির বন্ধন খুলে দাও, ক্ষতবিক্ষত মানুষকে স্বাধীন করে ছেড়ে দাও, যত অন্যায্য চুক্তি মুছে দাও, ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও; বস্ত্রহীন মানুষকে দেখে তাকে পোশাক পরাও, নিরাশ্রয় মানুষকে নিজের ঘরে আসতে দাও; দীনহীনকে দেখে তাকে অবজ্ঞা করো না, তুমিও নয়, তোমার বাড়ির কোন লোকেও নয়।*

এসো, যা কিছু অসার, তা এড়িয়ে চলি, অধর্ম পথের যত কর্ম নিতান্ত ঘৃণা করি। ঠিক যেন ধর্মময়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়ে তোমরা পরকে প্রত্যাহার করে নিজের গন্ডিতে আবদ্ধ হয়ো না, কিন্তু সকলের সঙ্গে মিলিত থাক ও সার্বিক মঙ্গলের অন্বেষণ কর। কেননা শাস্ত্র বলে, *ধিক্ তাদের, যারা নিজেদের জ্ঞানবান মনে করে ও বুদ্ধিমান গণ্য করে।* বরং এসো, আধ্যাত্মিক হই; ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র মন্দির হই; যতখানি সম্ভব ঈশ্বরভীতির কথা মনের সামনে রাখি; তাঁর আদেশগুলি পালন করতে সচেষ্ট থাকি, যাতে তাঁর বিচারগুলিতে আনন্দ পেতে পারি।

ঈশ্বর কারও মন না রেখেই জগতের বিচার করবেন; প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। যে কেউ মঙ্গলকারী, তাকে ধর্মময়তাই চালিত করবে; যে কেউ দুর্জন, তার সামনে অনিষ্টের মজুরি রয়েছে। ঠিক যেন আহূত ব্যক্তি হয়ে আমরা যেন কখনও বিশ্রাম নিয়ে নিজেদের পাপে নিদ্রামগ্ন না থাকি, পাছে সেই ধূর্ত অধিপতি আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে প্রভুর রাজ্য থেকে বের করে দেয়।

এসো, ভ্রাতৃগণ, এ কথাও বিচার-বিবেচনা করি: তোমরা যখন ভেবে দেখ যে, ইস্রায়েলে এত মহা চিহ্নকর্ম ও আশ্চর্য কাজ ঘটা সত্ত্বেও অবশেষে তারাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তখন সাবধান থাকি, পাছে শাস্ত্রের এ বচন আমাদের বেলায়ও সত্য হয়, *অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্পজন মনোনীত।*

শ্লোক   গা ৩:২৪,২৫,২৩

℟ বিধান আমাদের পক্ষে একটা পরিচালক দাসেরই মত হয়ে দাঁড়াল যে খ্রীষ্টের কাছে আমাদের নিয়ে গেল, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারি;
℣ কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই।
℟ বিশ্বাস আসবার আগে আমরা বিধানের অধীনে রুদ্ধ ছিলাম, সেই বিশ্বাসেরই অপেক্ষায় রুদ্ধ ছিলাম, যা পরে প্রকাশিত হওয়ার কথা;
℣ কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ তি ৬:১১-২১

শেষ বাণী

প্রিয়জন, তুমি ঈশ্বরের মানুষ বলে এই সবকিছু থেকে দূরে পালাও। ধর্মময়তা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, নিষ্ঠা, কোমলতা, এই সমস্তই হোক তোমার লক্ষ্য। বিশ্বাসের শুভ সংগ্রাম বহন কর; সেই অনন্ত জীবন জয় করতে সচেষ্ট থাক, যা পেতে তুমি আহূত হয়েছ ও যার খাতিরে অনেক সাক্ষীর সামনে সেই উত্তম স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করেছিলে। সবকিছুর জীবনদাতা সেই ঈশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে, এবং যিনি পোন্তিয় পিলাতের সাক্ষাতে সেই উত্তম স্বীকারোক্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, সেই খ্রীষ্টযীশুর সাক্ষাতে আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি: প্রভু যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের দিন পর্যন্ত তুমি আজ্ঞাটি কলঙ্কহীন ও অনিন্দনীয় রক্ষা কর; নির্ধারিত সময়ে তিনি নিজেই সেই আবির্ভাব ঘটাবেন, যিনি স্বয়ং ধন্য ও অনন্য ভগবান, রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু, যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, যিনি অগম্য আলো-নিবাসী, মানুষদের মধ্যে যাঁকে কেউ কখনও দেখতে পায়নি, দেখতেও সক্ষম নয়—তাঁর সম্মান ও চিরকালীন প্রতাপ হোক। আমেন!

যারা এই যুগে ধনবান, তাদের এই চেতনা দাও, যেন অহঙ্কারী না হয়, এবং ধনের অনিশ্চয়তার উপরে নয়, বরং যিনি বদান্যতার সঙ্গে আমাদের উপভোগের উদ্দেশ্যে সবই যুগিয়ে দেন, সেই ঈশ্বরের উপরেই ভরসা রাখে; অতএব তাদের বল, যেন তারা হয়ে ওঠে পরোপকারী, শুভকর্ম-ধনে ধনবান, দানশীলতায় উৎসুক ও সহভাগিতায় তৎপর; এভাবে তারা নিজ ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট পুঁজি সঞ্চয় করতে পারবে, যেন প্রকৃত জীবন লাভ করতে পারে।

হে তিমথি, তোমার কাছে যা গচ্ছিত রাখা হয়েছে, তা সযত্নে রক্ষা কর; লৌকিক সমস্ত প্রলাপ এড়াও; তথাকথিত জ্ঞানের স্ববিরোধী যত যুক্তিও এড়াও; তার পন্থী হয়ে কেউ কেউ বিশ্বাস ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

অনুগ্রহ তোমার সঙ্গে থাকুক।

শ্লোক   কল ২:৬,৭; মথি ৬:১৯-২০ দ্রঃ

℟ প্রভু খ্রীষ্টযীশুকে যেভাবে তোমরা গ্রহণ করে নিয়েছ, সেভাবে তাঁর মধ্যে চল; পাওয়া-ধর্মশিক্ষা অনুসারে বিশ্বাসে অটল হও,
℣ এবং ধন্যবাদ-স্তুতিতে উপচে পড়।
℟ পৃথিবীতে নয়, স্বর্গেই নিজেদের জন্য ধন জমিয়ে রাখ,
℣ এবং ধন্যবাদ-স্তুতিতে উপচে পড়।

দ্বিতীয় পাঠ - এফেসীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র ৭-৯

প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে সবকিছু কর

এমন কেউ কেউ রয়েছে যারা প্রতারণাপূর্ণ ভাবে খ্রীষ্টনাম বহন করে বেড়ায়, অথচ তাদের ব্যবহার এমন, যা ঈশ্বরের অযোগ্য: তেমন লোকদের তোমাদের হিংস্র পশুর মতই এড়াতে হবে, কারণ তারা রাগী কুকুরের মত যা অপ্রত্যাশিত ভাবে কামড়ায়; তাই তাদের বিষয়ে তোমাদের সাবধান থাকতে হবে, কারণ তাদের নিরাময় করার

উপায় প্রায় নেই। একজন চিকিৎসক আছেন যিনি একাধারে মাংস ও আত্মা, সঞ্জাত ও অসঞ্জাত; যিনি মানুষে ঈশ্বর, মৃত্যুতে সত্যকার জীবন, একাধারে মারীয়া ও ঈশ্বরের পুত্র, আগে যন্ত্রণাধীন পরে যন্ত্রণাতীত—তিনি সেই যীশুখ্রীষ্ট যিনি আমাদের প্রভু।

সুতরাং কেউই যেন তোমাদের প্রবঞ্চনা না করে, আর আসলে তোমরা প্রবঞ্চিত হওনি, বরং তোমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের। কেননা তোমাদের মধ্যে যেহেতু পীড়ন করার মত কোন বিচ্ছেদ স্থান পায়নি, সেজন্য তোমরা যথার্থই ঈশ্বর অনুসারে জীবনযাপন কর। এফেসীয় তোমাদের কাছে ও চিরবিখ্যাত তোমাদের মণ্ডলীর কাছে আমি নিবেদিত ও সম্পূর্ণ নিয়োজিত।

যারা দৈহিক, তারা আত্মিক কোন কিছু করতে সক্ষম নয়, যারা আত্মিক, তারাও দৈহিক কোন কিছু করতে সক্ষম নয়, ঠিক যেভাবে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কর্মসাধনে অক্ষম ও অবিশ্বাস বিশ্বাসের কর্মসাধনে অক্ষম। কিন্তু তোমরা দৈহিক যা কিছু কর, তাও আত্মিক, কারণ তোমরা যীশুখ্রীষ্টেই সবকিছু কর।

যাই হোক, আমি জানতে পেরেছি, বাইরে থেকে আগত এমন কেউ কেউ তোমাদের মধ্যে স্থান পেয়েছে, যারা অশুভ ধর্মশিক্ষা সমর্থন করে; তোমরা কিন্তু এমনটি দাওনি যাতে তারা তোমাদের মাঝে সেই আগাছার বীজ বোনে; বরং তাদের বীজ অগ্রাহ্য করার উদ্দেশ্যে কান বন্ধ করে রেখেছ—হ্যাঁ, তোমরা পিতার মন্দিরের প্রস্তরের মত, এমন প্রস্তর যা আমাদের পিতা ঈশ্বরের নির্মাণকাজের জন্য তৈরী, ও যীশুখ্রীষ্টের যন্ত্র দ্বারা তথা তাঁর ক্রুশ দ্বারা ও পবিত্র আত্মাকে দড়ি হিসাবে ব্যবহার করে উচ্চে ওঠানো হয়েছে। আর তোমাদের বিশ্বাস-ই তোমাদের উচ্চে ওঠার উপায়, ও ভালবাসাই সেই পথ যা ঈশ্বরের কাছে চালিত করে। তাই তোমরা সকলে সহপ্রবাসী, ও সঙ্গে করে তোমরা ঈশ্বর, মন্দির, খ্রীষ্ট ও পবিত্রতাকে বহন কর: সবদিক দিয়ে তোমরা যীশুখ্রীষ্টের আদেশগুলি দ্বারা অলঙ্কৃত। আর আমি এই আনন্দের সহভাগী, কারণ আমার লেখার মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি; তাছাড়া আমি এজন্যও আনন্দিত যে, পার্থিব জীবন অনুসারে তোমরা কিছুই ভালবাস না—কেবল ঈশ্বরকেই তোমরা ভালবাস।

শ্লোক কল ৩:১৭; ১ করি ১০:৩১

℣ কথায় বা কাজে তোমরা যা কিছু কর,
℟ সবই যেন প্রভু যীশুর নামেই হয়—তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি স্বরূপ।
℣ তোমরা সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য।
℟ সবই যেন প্রভু যীশুর নামেই হয়—তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি স্বরূপ।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আমোস ৩:১-১৫

বেথেল ও সামারিয়ার বিরুদ্ধে বাণী

হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, এই বাণী শোন,
যা প্রভু তোমাদেরই বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন,
—মিশর দেশ থেকে যাকে আমি বের করে এনেছি,
সেই গোটা গোত্রের বিরুদ্ধে যা উচ্চারণ করেছি—:
পৃথিবীর সমস্ত গোত্রগুলোর মধ্যে
কেবল তোমাদেরই আমি ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি;
এজন্য তোমাদের সমস্ত শঠতার জন্য তোমাদের যোগ্য শাস্তি দেব।
একমত না হলে দু'জন কি একসঙ্গে চলে?
শিকার না থাকলে বনের মধ্যে সিংহ কি গর্জন করে?

কিছু না ধরলে আস্তানায় যুবসিংহ কি হুঙ্কার তোলে?
ফাঁদ না পাতলে পাখি কি ফাঁসে আবদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে?
কিছু ধরা না পড়লে মাটি থেকে কি ফাঁদ ছোটে?
শহরের মধ্যে তুরি বাজলে লোকেরা কি কম্পিত হয় না?
প্রভু না ঘটালে শহরের মধ্যে কি অমঙ্গল ঘটে?
সত্যি, তাঁর আপন দাস সেই নবীদের কাছে
নিজের রহস্যময় সুমন্ত্রণা প্রকাশ না করে
প্রভু পরমেশ্বর কিছুই করেন না।
সিংহ গর্জন করল: কে না ভয় পাবে?
প্রভু পরমেশ্বর বাণী উচ্চারণ করলেন: কে না নবীয় বাণী দেবে?
আসদোদের প্রাসাদগুলির ছাদ থেকে,
মিশর দেশের প্রাসাদগুলির ছাদ থেকে
তোমরা একথা স্পষ্ট করে শোনাও:
সামারিয়ার পাহাড়পর্বতের উপরে জড় হও,
আর লক্ষ কর, তার মধ্যে কেমন কোলাহল,
তার বুকে কেমন অত্যাচার!
ন্যায়াচরণ যে কি, ওদের তেমন বোধ নেই,
—প্রভুর উক্তি—
নিজেদের প্রাসাদগুলিতে তারা অত্যাচার ও শোষণ জমায়।
এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
এক শত্রু উপস্থিত! দেশ চারদিকে ঘেরা!
তোমা থেকে তোমার প্রতাপ নামিয়ে দেওয়া হবে,
লুণ্ঠিত হবে তোমার সমস্ত প্রাসাদ।
প্রভু একথা বলছেন:
সিংহের মুখ থেকে যেমন রাখাল দু'টো পা
বা কানের লতি উদ্ধার করে,
তেমনি উদ্ধার পাবে সেই ইস্রায়েল সন্তানেরা,
যারা সামারিয়ায় শয্যার এক কোণে বা খাটের কম্বলে বসে আছে।
তোমরা শোন, ও যাকোবকুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান কর,
—প্রভু ঈশ্বর, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বরের উক্তি—
আমি যেদিন ইস্রায়েলকে তার সমস্ত বিদ্রোহ-কর্মের প্রতিফল দেব,
সেইদিন বেথেলের যত যজ্ঞবেদিকেও প্রতিফল দেব:
বেদির শৃঙ্গগুলি ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়বে।
আমি শীতকালীন আবাস ও গ্রীষ্মকালীন আবাস একসঙ্গেই আঘাত করব,
গজদন্তময় যত আবাস বিনষ্ট হবে,
বহু বহু বাসগৃহও মিলিয়ে যাবে—প্রভুর উক্তি।

শ্লোক আমোস ৩:৮,১,২

℟ সিংহ গর্জন করল: কে না ভয় পাবে?
℣ প্রভু পরমেশ্বর বাণী উচ্চারণ করলেন: কে না নবীয় বাণী দেবে?
℟ হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, এই বাণী শোন, যা প্রভু তোমাদেরই বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন: আমি তোমাদের সমস্ত শঠতার জন্য তোমাদের যোগ্য শাস্তি দেব।

℟ প্রভু পরমেশ্বর বাণী উচ্চারণ করলেন : কে না নবীয় বাণী দেবে?

দ্বিতীয় পাঠ - বার্নাবাসের পত্র বলে পরিচিত পত্র **৫:১-৩,৫-৭; ৬:১১-১৬**

নবসৃষ্টি

প্রভু নিজের মাংস ক্ষয়প্রাপ্তির হাতে সঁপে দিতে সম্মত হলেন যাতে পাপমোচনে, অর্থাৎ তাঁর ছিটিয়ে দেওয়া রক্তে আমরা পবিত্রীকৃত হতে পারি; কেননা তাঁর বিষয়ে সম্পর্কিত শাস্ত্র এক প্রকারে ইস্রায়েলের দিকে ও এক প্রকারে আমাদের দিকেও লক্ষ করে, আর সেই বাণী এ : *তিনি আমাদেরই অন্যায়-অপরাধের জন্য ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন; তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম। তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত, লোমকাটিয়ের সামনে নীরব মেষেরই মত।*

তাই ভক্তিভরে প্রভুকে ধন্যবাদ জানাতে হবে, কারণ তিনি অতীতকালের কথা আমাদের কাছে জ্ঞাত করেছেন, বর্তমানকালের জন্য প্রজ্ঞা দান করেছেন, ও ভাবী ঘটনা বিষয়েও জ্ঞান মঞ্জুর করেছেন।

ভ্রাতৃগণ, যিনি আমাদের জীবনের জন্য যন্ত্রণাভোগ করতে ইচ্ছা করলেন, তিনি যখন সেই বিশ্বপ্রভু যাঁকে জগৎ-পত্তনের আগে ঈশ্বর বলেছেন, *এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্যে মানুষকে নির্মাণ করি*, তখন কেমন করে তিনি মানুষের হাতে যন্ত্রণাভোগ করতে পারলেন? তবে একথা শেখ : যাঁরা তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সেই নবীরাই উত্তর দেন : মৃত্যু বিনাশ করে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান দেখাবার জন্য তাঁর পক্ষে *মাংসে আবির্ভূত হওয়া* আবশ্যক ছিল, যাতে যন্ত্রণাভোগ করায় পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন, সেই নতুন জনগণকে নিজেই প্রস্তুত করতে পারেন, ও পৃথিবীতে থাকতে যেন দেখাতে পারেন যে তিনি নিজেই মৃতদের পুনরুত্থিত করবেন ও পুনরুত্থিতদের বিচার করবেন।

পাপমোচন দ্বারা আমাদের নবীকৃত করে তিনি আমাদের নবসৃষ্টি রূপে গড়লেন, আমরা যেন শিশুর মত আত্মা লাভ করতে পারি ও পুনর্নির্মিত হতে পারি। কেননা আমাদের লক্ষ করেই শাস্ত্র বলে যে, তিনি পুত্রকে বললেন, *এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্যে মানুষকে নির্মাণ করি; আর তারা পৃথিবীর পশুদের উপরে, আকাশের পাখিদের উপরে ও সমুদ্রের মাছের উপরে কর্তৃত্ব করবে।* আর যে দ্বিতীয় সৃষ্টিকাজ তিনি সাধন করলেন, সেবিষয়ে প্রভু বলেন, *দেখ, আমি অন্তিম সবকিছু আদিকালীন সবকিছুর মত করব।* নবী একথা লক্ষ করছিলেন যখন ঘোষণা করলেন, *তোমরা দুধ ও মধুপ্রবাহী দেশে প্রবেশ করে তার উপর কর্তৃত্ব কর।* তবে দেখ, আমরা পুনরায়ই সৃষ্ট হয়েছি, কারণ তিনি অন্য এক নবী দ্বারা এ কথাও বলেন, *দেখ, আমি তাদের অন্তর থেকে* (অর্থাৎ পবিত্র আত্মা যাদের পূর্বমনোনীত করছিলেন, তাদেরই অন্তর থেকে) *সেই পাথরের হৃদয় বের করব, ও তাদের অন্তরে মাংসময় হৃদয় রেখে দেব,* কারণ তিনি নিজে মাংসধারণ করতে যাচ্ছিলেন ও আমাদের মাঝে বাস করতে যাচ্ছিলেন। হ্যাঁ, ভ্রাতৃগণ, আমাদের হৃদয়-আবাস সত্যিই ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র মন্দির হয়ে উঠেছে! আর এক স্থানে প্রভু একথা বলেন, *আমি আর কোথায় বা যাব যাতে আমার প্রভু ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে পারি ও গৌরবান্বিত হতে পারি?* উত্তরে তিনি বলেন, *আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব, তোমার প্রশংসা করব পবিত্রজনদের জনসমাবেশে।* তাহলে আমরাই তারা, যাদের তিনি শুভ দেশে আনলেন।

শ্লোক শিষ্য ৩:২৫; গা ৩:৮

℣ তোমরা নবীদের সন্তান, আর সেই সন্ধিরও সন্তান, যে সন্ধি ঈশ্বর তোমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন, যখন আব্রাহামকে বলেছিলেন :
℟ তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশিসপ্রাপ্ত হবে।
℣ বিশ্বাস দ্বারাই যে ঈশ্বর বিজাতীয়দের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করবেন, শাস্ত্র তা আগে থেকে দেখে আব্রাহামের কাছে এই শুভসংবাদ পূর্বঘোষণা করেছিলেন :
℟ তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশিসপ্রাপ্ত হবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ তি ১:১-১৮

সুসমাচারের জন্য সংগ্রাম করতে পলের আবেদন

আমি পল, খ্রীষ্টযীশুতে জীবনের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রীষ্টযীশুর প্রেরিতদূত, আমার প্রিয় সন্তান তিমথির সমীপে: পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রীষ্টযীশু থেকে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি তোমার উপর বর্ষিত হোক।

আমার পূর্বপুরুষদের মত আমি শুদ্ধ বিবেকে যাঁর সেবা করি, সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি; দিনরাত আমার মিনতিতে তোমার কথা স্মরণ করি: তোমার চোখের জল স্মরণ করে আমি তোমাকে আবার দেখবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত, তবেই আমার আনন্দ পূর্ণ হবে। তোমার আন্তরিক বিশ্বাসের কথাও স্মরণ করি, যা প্রথমে তোমার দিদিমা লোইস ও তোমার মা এউনিকের অন্তরে বসবাস করত, এবং—এতে আমি সুনিশ্চিত—তোমার অন্তরেও এখন বসবাস করছে।

এজন্য আমি তোমাকে একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার হস্তার্পণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহদান তোমার অন্তরে আছে, তা উদ্দীপ্ত করে তোল; কেননা ঈশ্বর আমাদের ভীরুতার আত্মাকে দেননি, পরাক্রম, ভালবাসা ও সুবুদ্ধিরই আত্মাকে দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের প্রভুর পক্ষে যে সাক্ষ্য তোমাকে দিতে হয়, তার বিষয়ে, বা তাঁর জন্য কারারুদ্ধ এই আমারও বিষয়ে কখনও লজ্জাবোধ করো না, বরং ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরে নির্ভর ক'রে আমার সঙ্গে তুমিও সুসমাচারের জন্য দুঃখকষ্ট বরণ কর। তিনি আমাদের পরিত্রাণ করেছেন এবং পবিত্র আহ্বানে আহ্বানও করেছেন—আমাদের কোন সৎকর্ম দেখে নয়, বরং তাঁর সঙ্কল্প ও তাঁর সেই অনুগ্রহ অনুসারে, যে অনুগ্রহ অনাদিকাল থেকেই খ্রীষ্টযীশুতে আমাদের দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কেবল এখনই প্রকাশ পেয়েছে আমাদের পরিত্রাতা খ্রীষ্টযীশুর আবির্ভাবের ফলে: মৃত্যু বিনষ্ট ক'রে তিনি সুসমাচারের মাধ্যমে জীবন ও অমরত্ব উদ্ভাসিত করেছেন। আর সেই সুসমাচারের আমি ঘোষক, প্রেরিতদূত ও শিক্ষাদাতা বলে নিযুক্ত হয়েছি। এজন্যই আমি এত দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তবু আমি লজ্জা বোধ করি না, কেননা যাঁর উপর বিশ্বাস রেখেছি, তাঁকে জানি, আর এতে আমি নিশ্চিত যে, তাঁর হাতে যা গচ্ছিত রেখেছি, তিনি সেই দিন পর্যন্ত তা রক্ষা করতে সমর্থ। তুমি আমার কাছে যে সমস্ত যথার্থ বাণী শুনেছ, খ্রীষ্টযীশুতে আশ্রিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে সেই সমস্ত বাণীকেই আদর্শ বলে ধারণ কর। মূল্যবান যা কিছু তোমার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, আমাদের অন্তরে নিবাসী পবিত্র আত্মার সাহায্যে তা রক্ষা কর।

তুমি তো জান, এশিয়ার সবাই আমার কাছ থেকে সরে পড়েছে—তাদের মধ্যে ফিগেলস ও হের্মগেনেসও সরে পড়েছে। প্রভু অনেসিফরসের বাড়ির সকলের প্রতি দয়া করুন, কারণ তিনি বারবার আমার প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছেন, আমার শেকলের জন্যও কখনও লজ্জা বোধ করেননি; বরং রোমে এসে পৌঁছনোমাত্র তিনি তৎপরতার সঙ্গে আমার অনুসন্ধান করে চললেন, এবং শেষে আমাকে খুঁজে বের করলেন। প্রভু করুন, যেন সেই দিনটিতে তিনি প্রভুর কাছে দয়া পেতে পারেন। তাছাড়া তিনি এফেসসে যে কতই না সেবাকাজ সম্পাদন করেছিলেন, একথা আমার চেয়ে তুমিই ভাল জান।

শ্লোক রো ৮:১৫-১৬; ২ তি ১:৭

প্র তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি।

উ স্বয়ং [ঐশ] আত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান।

প্র কেননা ঈশ্বর আমাদের ভীরুতার আত্মাকে দেননি, পরাক্রম, ভালবাসা ও সুবুদ্ধিরই আত্মাকে দিয়েছেন।

উ স্বয়ং [ঐশ] আত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান।

সকল মানুষের জন্য অবিরত প্রার্থনা কর

তোমরা সকল মানুষের জন্য *অবিরত প্রার্থনা কর*, কারণ সকলের অন্তরে মনপরিবর্তনের এমন প্রত্যাশা রয়েছে তারা যেন ঈশ্বরের সন্ধান পায়। তাই এমনটি কর, যাতে কমপক্ষে তোমাদের আচরণের মধ্য দিয়েই তারা তোমাদের শিষ্য হয়। তাদের ক্রোধের বিনিময়ে তোমরা কোমলতা দেখাও, তাদের দম্ভভরা কথনের বিনিময়ে নম্রভাব দেখাও; তাদের ঈশ্বরনিন্দার জন্য প্রার্থনা কর; তাদের ভুলভ্রান্তির সম্মুখীন হয়ে বিশ্বাসে স্থিতমূল থাক। এমনটি হোক যাতে আমাদের কোমলতার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় যে আমরা তাদের ভাই; এসো, আমরা প্রভুর অনুকারী হই; তাদেরই খোঁজ করি, যারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত, অধিক দুর্ভাগা, অধিক অবজ্ঞাত; তোমাদের মধ্যে যেন শয়তানের কোন গাছ না থাকে, বরং সমস্ত শুচিতা ও শুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রেখে তোমরা দেহে ও আত্মায় যীশুখ্রীষ্টেই স্থির থাক।

অন্তিমকাল এসে গেছে। সুতরাং এসো, আত্মসংযমী হই, ঈশ্বরের ধৈর্য ভয় করি, পাছে তা আমাদের বিচার স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এসো, আমরা হয় ভাবী ক্রোধ ভয় করি, না হয় বর্তমান অনুগ্রহ ভালবাসি—দু'টোর একটা,—কিন্তু তবু আমরা যেন সত্যকার জীবনের উদ্দেশে খ্রীষ্টযীশুতে থাকি। তিনি ছাড়া কোন কিছুই যেন তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় না হয়, কেননা তাঁরই মধ্যে আমি আমার এ শেকল বহন করে বেড়াচ্ছি—এ শেকল এমন আত্মিক রত্ন যা দ্বারা আমি তোমাদের প্রার্থনা গুণে পুনরুত্থান করার প্রত্যাশায় আছি; আহা, আমি যেন সবসময়ের মতই এ শেকলের অংশী হতে পারি, যাতে এফেসসের খ্রীষ্টভক্তদের উত্তরাধিকারে স্থান পেতে পারি—তারা যে যীশুখ্রীষ্টের পরাক্রম গুণে প্রেরিতদূতদের সঙ্গে সর্বদাই একমন হয়ে থাকল!

আমি তো জানি, আমি কে ও কাকে লিখছি। আমি দণ্ডিত, তোমরা দয়াপ্রাপ্ত; আমি বিপদাপন্ন, তোমরা বিপদমুক্ত; তোমরা সেই পথ যার মধ্য দিয়ে তারাই যায়, যারা ঈশ্বরের খাতিরে নিহত হতে যাচ্ছে; তোমরা সেই পবিত্রীকৃত ও ধন্য সাক্ষ্যমর পলের সহ-দীক্ষিত ব্যক্তি, যাদের কথা তিনি নিজের পত্রে খ্রীষ্টযীশুতে উল্লেখ করলেন। যেদিন আমি ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হব, সেদিন যেন ঈশ্বর আমাকে তাঁর পদচিহ্নে পেতে পারেন।

শ্লোক ২ করি ৩:৪,৬,৫

℟ খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের তেমন ভরসা আছে!
℣ তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি।
℟ আমরা যে নিজেরাই কিছু ধারণা করতে নিজেদেরই গুণে উপযুক্ত, তা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বর থেকেই আসে;
℣ তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আমোস ৪:১-১৩

সামারিয়ার স্ত্রীলোকদের ও ইস্রায়েলের উপাসনা-কর্মের বিরুদ্ধে বাণী

এই বাণী শোন, হে বাশানের যত গাভী,
যারা সামারিয়ার পর্বতে চড়ে বেড়াও,
দুর্বলকে অত্যাচার কর,
নিঃস্বকে চূর্ণ কর,
এবং তোমাদের স্বামীদের বল: 'আন, পান করি।'
প্রভু পরমেশ্বর তাঁর আপন পবিত্রতার দিব্যি দিয়ে শপথ করে বলেছেন:

দেখ, তোমাদের উপরে এমন দিনগুলি আসছে,
যে দিনগুলিতে আঁকড়া দিয়ে তোমাদের টেনে নেওয়া হবে,
ও তোমাদের মধ্যে বাকি সকলকে জেলের বড়শি দিয়ে ধরে টানা হবে।
তোমরা সারি বেঁধে নগরপ্রাচীরের গর্তের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাবে,
এবং হার্মোনের দিকে তাড়িত হবে—প্রভুর উক্তি।
যাও তোমরা, বেথেলে গিয়ে পাপ কর!
গিল্গালে গিয়ে আরও পাপ কর!
প্রতি প্রভাতে তোমাদের বলি ও প্রতি তিন দিনান্তে
তোমাদের দশমাংশ আন।
খামিরযুক্ত খাদ্য দানে ধন্যবাদ-বলিও উৎসর্গ কর,
তোমাদের স্বেচ্ছাকৃত অর্ঘ্যও জোর গলায়ই ঘোষণা কর,
কেননা, হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, তা-ই করতে তোমরা ভালবাস
—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
অথচ আমি শহরে শহরে খালি মুখে,
ও গ্রামে গ্রামে বিনা রুটিতে তোমাদের ফেলে রেখেছি:
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
শস্যকাটার তিন মাস আগে তোমাদের বর্ষাও দিতে আমি অস্বীকার করলাম;
এক শহরে বৃষ্টি ও অন্য শহরে অনাবৃষ্টি ঘটালাম;
এক জমি জলসিক্ত হত, অন্য জমি জলের অভাবে শুষ্ক হত;
জল পান করার জন্য
দু' তিন শহর টলতে টলতে অন্য শহরে যেত, কিন্তু পিপাসা মেটাতে পারত না:
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
আমি শস্যের শোষ ও ম্লানি দ্বারা তোমাদের আঘাত করলাম;
তোমাদের বাগান ও আঙুরখেত শুকিয়ে দিলাম,
শুঁয়াপোকা তোমাদের ডুমুরগাছ ও জলপাইগাছ সবই গ্রাস করল:
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
তোমাদের উপর এমন মহামারী প্রেরণ করলাম,
যা মিশরের সেই মহামারীর মত;
তোমাদের যুবকদের খড়্গের আঘাতে সংহার করলাম,
আর সেইসঙ্গে তোমাদের যত ঘোড়াকেও কেড়ে নেওয়া হল;
তোমাদের শিবিরের দুর্গন্ধ তোমাদের নাকে পর্যন্তই প্রবেশ করালাম:
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
পরমেশ্বর যেমন সদোম ও গমোরা উৎপাটন করেছিলেন,
তেমনি তোমাদেরও আমি উৎপাটন করলাম;
তোমরা ছিলে যেন দাহ থেকে উদ্ধার করা আধপোড়া কাঠের মত:
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
এজন্য, হে ইস্রায়েল, আমি ঠিক এইভাবে তোমার প্রতি ব্যবহার করতে যাচ্ছি;
আর যেহেতু তোমার প্রতি এভাবে ব্যবহার করতে যাচ্ছি,
সেহেতু, হে ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত হও!
কেননা দেখ, যিনি পাহাড়পর্বতের নির্মাতা ও বায়ুর স্রষ্টা;
যিনি মানুষের কাছে তার চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করেন,

উষা অন্ধকার দু'টোই গড়ে তোলেন
ও পৃথিবীর উঁচুস্থানগুলির পথে পথে চলাচল করেন :
প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, এ-ই তাঁর নাম।

শ্লোক সাম ৫০:২২-২৩; মালাখি ১:১০

℟ একথা বুঝে নাও তোমরা, যারা পরমেশ্বরকে ভুলে গেছ, পাছে তিনি তোমাদের ছিন্নভিন্ন করেন, তবে উদ্ধারকর্তা থাকবে না কেউ।

℣ স্তুতি-যজ্ঞ, সেই তো আমার প্রতি সম্মান, যার আচরণ নিখুঁত, তাকে দেখাব পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

℟ তোমাদের নিয়ে আমি প্রীত নই—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—তোমাদের হাত থেকে আমি কোন অর্ঘ্যই প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছি না।

℣ স্তুতি-যজ্ঞ, সেই তো আমার প্রতি সম্মান, যার আচরণ নিখুঁত, তাকে দেখাব পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

দ্বিতীয় পাঠ - বার্নাবাসের পত্র বলে পরিচিত পত্র **১৯:১-৩,৫-১২**

আলোর পথ

আলোর পথ এ : যে কেউ গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পথ চলতে ইচ্ছা করে, সে নিজের কাজকর্ম সাধনে সদাগ্রহী হোক। তবে আমরা যেন এ পথে চলতে পারি, আমাদের এ জ্ঞান দেওয়া হয়েছে: তুমি তোমার নির্মাতাকে ভালবাসবে, তোমার স্রষ্টাকে ভয় করবে, যিনি মৃত্যু থেকে তোমার মুক্তি সাধন করেছেন তাঁর গৌরবকীর্তন করবে, তুমি হৃদয়ে সরল ও আত্মায় ধনবান হবে, যারা মৃত্যু পথে চলে তুমি তাদের সাহচর্যে যোগ দেবে না, ঈশ্বরের যা গ্রহণীয় নয় তা তুমি ঘৃণা করবে, তুমি সবধরনের মিথ্যা-প্রতারণা ঘৃণা করবে। তুমি নিজেকে বড় করবে না, কিন্তু সবকিছুতে নম্রচিত্ত হবে; নিজেতে গৌরব আরোপ করবে না। তুমি তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কোন মতলব খাটাবে না, তোমার প্রাণকে গর্বোদ্ধত হতে দেবে না।

তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের প্রাণের চেয়েও ভালবাসবে; গর্ভপাত ঘটাবে না, নবজাত শিশুদের হত্যা করবে না। তুমি তোমার পুত্রকন্যাদের অবহেলা করবে না, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই তাদের প্রভুভয় শেখাবে। তুমি তোমার প্রতিবেশীর সম্পদ লোভ করবে না, আবার কৃপণও হবে না। তুমি গর্বিতদের সঙ্গে মেলামেশা করবে না, কিন্তু নম্রদের ও ধার্মিকদের সঙ্গী হবে।

তোমার যা কিছু ঘটবে, তা তুমি মঙ্গলময় বলেই গ্রহণ করবে, একথা জেনে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছু ঘটে না। তুমি দ্বিমনা মানুষ হবে না, অসার কথনেও তৃপ্তি পাবে না।

তুমি সবকিছুতে তোমার প্রতিবেশীর সঙ্গে সহভাগিতা করবে, এমন কথা বলবে না যে, তা তোমারই সম্পদ; কেননা তোমরা যখন অক্ষয়শীল বিষয়ের সহভাগী, তখন ক্ষয়শীল বিষয়ে আর কতই সহভাগী না হতে হবে? কথা বলায় তুমি অতিব্যস্ত হবে না, কারণ জিহ্বা মৃত্যুর ফাঁদ।

তুমি যথাসাধ্য শুচি থাকবে, অন্তর পবিত্র করে রাখবে। গ্রহণের বেলায় হাত পাতবে না, দানের বেলায় হাত রুদ্ধ রাখবে না। যারা তোমার কাছে প্রভুর বাণী শোনায়, তুমি *তোমার চোখের মণির মতই* তাদের ভালবাসবে। দিবারাত্র বিচারের দিনের কথা স্মরণে রাখবে। হয় কথা বলতে ব্যস্ত থেকে, না হয় প্রচারের জন্য বেরিয়ে প'ড়ে, না হয় বাণী দ্বারা আত্মাদের ত্রাণ করতে চেষ্টা ক'রে, না হয় তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য স্বহস্তে কাজ ক'রে—যাই কিছু কর না কেন তুমি প্রতিদিন পুণ্যজনদের সাহচর্যের অন্বেষণ করবে।

দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না, অসন্তোষে গজ গজ করেও ভিক্ষা দেবে না; তবেই তুমি জানতে পারবে সেই উত্তম প্রতিদানদাতা কে। যে সমস্ত আদেশ-নির্দেশ গ্রহণ করেছ, তুমি তা পালন করবে—*তাতে আর কিছু যোগ করবে না, এবং তা থেকে কিছু বিয়োগও করবে না।*

তুমি অমঙ্গল নিতান্তই ঘৃণা করবে; *ন্যায়বিচার সম্পাদন করবে;* কোন বিবাদ ঘটাবে না, কিন্তু যারা বিচ্ছিন্ন, তুমি তাদের একত্র করে পুনর্মিলিত করবে।

তুমি নিজ পাপ স্বীকার করবে। কলুষিত বিবেকে প্রার্থনা করতে যাবে না।

এ আলোর পথ।

শ্লোক সাম ১১৯:১০১-১০২ দ্রঃ

℟ আমি সকল অন্যায় পথ থেকে পা দূরে রাখি।

℣ আমি তোমার বাণী মান্য করব, প্রভু।

℟ আমি তোমার সুবিচারগুলি থেকে দূরে যাব না, কারণ তুমি নিজেই শিক্ষা দান কর আমায়।

℣ আমি তোমার বাণী মান্য করব, প্রভু।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ তি ২:১-২১

পরিশ্রমে ও নির্যাতনে দৃঢ়তা

হে আমার সন্তান, খ্রীস্টযীশুতে যে অনুগ্রহ আশ্রিত, সেই অনুগ্রহ থেকেই শক্তি যোগাও; আর অনেক সাক্ষীর মুখ দিয়ে যে সকল কথা আমার কাছ থেকে শুনেছ, তা এমন বিশ্বস্ত লোকদের কাছে সম্প্রদান কর, যারা অন্যান্যদেরও শিক্ষা দিতে উপযুক্ত।

খ্রীস্টযীশুর উত্তম সৈন্যের মত তুমিও আমার সঙ্গে দুঃখকষ্ট স্বীকার কর। সৈনিক জীবনে কেউই সাংসারিক ব্যাপারে নিজেকে জড়িত করে না, কারণ তাকে তাঁকেই সন্তুষ্ট করতে হয়, যিনি সৈন্য হিসাবে তাকে নিযুক্ত করেছেন। তেমনি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় ঘটে: সে-ই মাত্র জয়মুকুট পায়, সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে নিয়েই যে প্রতিযোগিতা করেছে। আর যে কৃষক পরিশ্রম করে, প্রথমে তারই তো ফসলের ভাগী হওয়ার কথা। আমি যা বলছি, তা বুঝতে চেষ্টা কর; সমস্ত কিছুর জন্য প্রভু নিশ্চয় তোমাকে বুদ্ধি দেবেন।

মনে রেখ যে দাউদের বংশধর যীশুখ্রীস্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন—আমার [প্রচারিত] সুসমাচার অনুসারে। আর এই সুসমাচারের কারণেই আমি দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, এমনকি, একটা অপকর্মার মত এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আছি। কিন্তু ঈশ্বরের বাণী শেকলে আবদ্ধ করা যায় না। এজন্য মনোনীতজনদের খাতিরে আমি সবকিছুই সহ্য করি যেন তারাও চিরস্থায়ী গৌরবের সঙ্গে খ্রীস্টযীশুতে আশ্রিত পরিত্রাণও লাভ করে। একথা বিশ্বাস্য যে, আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মরি, তবে জীবিতও থাকব তাঁর সঙ্গে; যদি কষ্ট সহ্য করি, তবে রাজত্বও করব তাঁর সঙ্গে; যদি তাঁকে অস্বীকার করি, তবে তিনিও আমাদের অস্বীকার করবেন; যদি অবিশ্বস্ত হই, তবু তিনি বিশ্বস্ত থাকেন, কারণ তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না।

এই সমস্ত কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দাও, ঈশ্বরের সামনে তাদের এই কথাও বল, যেন তারা অনর্থক তর্কাতর্কি এড়ায়, কেননা এতে কারও লাভ হয় না, বরং শ্রোতার সর্বনাশ ঘটে। তুমি আপ্রাণ চেষ্টা কর, যেন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এমন মানুষের মত দাঁড়াতে পার যার যোগ্যতা প্রমাণিত, যেন এমন কর্মীর মত দাঁড়াতে পার যার লজ্জা করার কিছু নেই, বরং সত্যের বাণী যে যথার্থভাবেই প্রচার করেছে। যত লৌকিক প্রলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাক, কেননা সেগুলো আস্তে আস্তে মানুষকে ভক্তি থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায়; এমনকি, যারা সেই ধরনের আলোচনায় প্রবণ, তাদের কথা দুষ্ট ক্ষতের মত ছড়িয়ে পড়তে থাকে: তেমন লোকদের মধ্যে আছে হিমেনেওস ও ফিলেতস; তারা সত্য ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, তারা নাকি বলে, পুনরুত্থান এর মধ্যে ঘটেছে! আর এভাবে কারও কারও বিশ্বাস আলোড়িত করে। তথাপি ঈশ্বর যে ভিত্তি স্থাপন করেছেন, তা স্থিতমূল থাকছে; তার উপরে খোদাই করে লেখা আছে: *প্রভু জানেন, কে কে তাঁর আপনজন।* আরও, *যে কেউ প্রভুর নাম করে, সে অধর্ম থেকে দূরে থাকুক।* কিন্তু মস্ত বড় বাড়িতে শুধু সোনা ও রুপোর পাত্র নয়, কাঠ ও মাটির পাত্রও থাকে: কয়েকটা বিশেষ ব্যবহারের জন্য, আবার কয়েকটা সাধারণ ব্যবহারের জন্য। তাই যে কেউ তেমন সবকিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করে, সে বিশেষ ব্যবহারের পাত্র, পবিত্রীকৃতই একটা পাত্র, প্রভুর কাজে উপযোগী একটা পাত্র, সমস্ত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত একটা পাত্র।

শ্লোক ২ করি ৪:১০,১২; ২ তি ২:১০

প্র আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যীশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়।

উ ফলে আমাদের মধ্যে মৃত্যুই সক্রিয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন।

প্র এজন্য মনোনীতজনদের খাতিরে আমি সবকিছুই সহ্য করি যেন তারাও পরিত্রাণ লাভ করে।

উ ফলে আমাদের মধ্যে মৃত্যুই সক্রিয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন।

দ্বিতীয় পাঠ - এফেসীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র **১৩-১৫**

শান্তির চেয়ে শ্রেয় কিছু নেই

ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠানের জন্য ও ঈশ্বরের গৌরবগান করার জন্য বারবার সমবেত হতে চেষ্টা কর; কেননা তোমরা বারবার সমবেত হলে শয়তানের শক্তি বিধ্বস্ত হয়, ও তোমাদের বিশ্বাসের একাত্মতা দ্বারা তার চাতুরি নিঃশেষ হয়ে যায়। শান্তির চেয়ে শ্রেয় এমন কিছু নেই যা দ্বারা স্বর্গের কি মর্তের সমস্ত যুদ্ধ বাতিল হয়।

তোমাদের কাছে এ সমস্ত কথা নিশ্চয়ই জানা, যদি যীশুখ্রীষ্টের প্রতি তোমাদের সিদ্ধ বিশ্বাস থাকে, আর সেই ভালবাসাও থাকে যা জীবনের সূচনা ও সমাপ্তি। বস্তুত বিশ্বাস হল সূচনা, আর ভালবাসা হল সমাপ্তি, আর যখন বিশ্বাস ও ভালবাসা ঐক্যে সংযুক্ত থাকে, তখন ঈশ্বরই উপস্থিত, আর শ্রেয় অন্য সমস্ত কিছুও তখন উপস্থিত। যে কেউ বিশ্বাস স্বীকার করে, সে পাপ করে না; আর ভালবাসা যার আছে, সে ঘৃণা করে না। *নিজ নিজ ফল দ্বারাই প্রতিটি গাছ চেনা যায়,* সুতরাং যারা নিজেদের খ্রীষ্টের লোক বলে স্বীকার করে, তাদের কর্মফল দ্বারা তাদের চেনা যাবে; কেননা কর্মফল বিশ্বাস-স্বীকৃতিতে প্রকাশ পায় এমন নয়, কিন্তু মানুষ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান হলে বিশ্বাস-পরাক্রম দ্বারাই কর্মফল প্রকাশ পায়।

কথায় ধন্য কাজে শূন্য হওয়ার চেয়ে কথায় শূন্য কাজে ধন্য হওয়া শ্রেয়। শিক্ষা তখনই ভাল, শিক্ষক যখন জানেন তিনি কী বলছেন। তবে এমন শিক্ষাগুরু আছেন, যিনি কথা বলতেই সবই অস্তিত্ব পেল; আর তিনি নীরবেও যা সাধন করলেন, তা পিতার সুযোগ্য কর্ম। যীশুর বাণী যার বাস্তব সম্পদ, সে তাঁর মৌনতাও শুনতে পায়, যার ফলে সে এমন সিদ্ধপুরুষ হতে পারবে যে, কথা বলতে বলতেও সে কার্যকর হতে পারবে, আর সে নীরব থাকতে থাকতেও লোকে তার কথা বুঝবে।

প্রভুর কাছে গোপন কিছু নেই, আমাদের সবচেয়ে গুপ্ত বিষয়ও তাঁর সামনে উপস্থিত। সুতরাং এসো, আমরা এমন ভাবে কাজ করি ঠিক যেন তিনি আমাদের অন্তরে উপস্থিত, আমরা যেন তাঁর মন্দির হতে পারি ও তিনি আমাদের অন্তরে আমাদের ঈশ্বর হতে পারেন—ব্যাপারটা ঠিক তাই, আর আমরা যদি সত্যকার ভালবাসায় তাঁকে ভালবাসি, তাহলে সেই ভালবাসা দ্বারা আমাদের চোখের সামনে তা ঠিক এভাবেই প্রকাশ পাবে।

শ্লোক ১ যোহন ৪:৭; সিরা ২৫:১

প্র প্রিয়জনেরা, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি,

উ কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকেই উদ্গত।

প্র ভাইদের মধ্যে মনের মিল ও প্রতিবেশীদের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রভুর চোখে ও মানুষদের চোখেও প্রীতিকর;

উ কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকেই উদ্গত।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আমোস ৫:১-১৭

বিলাপ ও চেতনা-বাণী

এই বাণী শোন, যা আমি তোমাদের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করতে যাচ্ছি;

হে ইস্রায়েলকুল, তা একটা বিলাপগান:
ইস্রায়েল-কুমারী পড়েছে, সে আর কখনও উঠবে না,
সে মাটিতে পড়ে আছে, তাকে ওঠাবার মত কেউ নেই।
কারণ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
যে শহর যুদ্ধে হাজার লোক পাঠাত,
তার কেবল একশ'জন লোক থাকবে;
আর যে শহর শতজন লোক পাঠাত,
তার কেবল দশজন লোক থাকবে—ইস্রায়েলকুলের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য।
কারণ প্রভু পরমেশ্বর ইস্রায়েলকুলকে একথা বলছেন:
আমার অন্বেষণ কর, তবে তোমরা বাঁচবে।
কিন্তু বেথেল অন্বেষণ করো না,
গিল্গালে যেয়ো না,
বের্শেবাতে তীর্থযাত্রা করো না;
কেননা গিল্গাল নির্বাসিত হতে যাচ্ছে,
আর বেথেল তার নিজের শঠতায় পতিত হচ্ছে।
প্রভুর অন্বেষণ কর, তবে বাঁচবে,
নইলে তিনি যোসেফ-কুলে আগুনের মত নেমে পড়ে তা গ্রাস করবেন,
আর বেথেলে সেই অগ্নিশিখা নিভাবে এমন কেউই থাকবে না।
তারা সুবিচার নাগদানায় পরিণত করছে,
ধর্মিষ্ঠতা ভূমিসাৎ করছে।
যিনি কৃত্তিকা ও কালপুরুষের নির্মাতা,
যিনি মৃত্যু-ছায়া প্রভাতে এবং দিন অন্ধকারময় রাত্রিতে পরিণত করেন;
যিনি সাগরের জল ডেকে পৃথিবীর বুকের উপরে ঢেলে দেন:
প্রভু, এ-ই তাঁর নাম।
তিনি দৃঢ়দুর্গের উপরে সর্বনাশ নামিয়ে আনেন,
সুরক্ষিত নগরীর উপরে সর্বনাশ ডেকে আনেন।
নগরদ্বারে যে সদুপদেশ দেয়, তাকে তারা ঘৃণা করে;
সত্য অনুযায়ী যে কথা বলে, সে তাদের বিতৃষ্ণার পাত্র!
যেহেতু তোমরা অভাবীকে পায়ে মাড়িয়ে দাও,
ও তার গমের একটা অংশ জোর করে আদায় কর,
সেজন্য তোমরা খোদাই-করা পাথরে বাড়ি গেঁথে থাকলেও
সেই বাড়িতে বাস করতে পারবে না;
উৎকৃষ্ট আঙুরখেত চাষ করে থাকলেও
তার আঙুররস ভোগ করতে পারবে না,
কারণ আমি জানি—তোমাদের অধর্ম-কাজ অসংখ্য, তোমাদের পাপ গুরুতম:
তোমরা ধার্মিককে উৎপীড়ন কর,
উৎকোচ আদায় কর,
বিচারালয় থেকে নিঃস্বকে তাড়িয়ে দাও!
এজন্য এমন সময়ে সুবিবেচক মানুষ নীরব থাকবে,
কেননা এ অমঙ্গলের সময়।
মঙ্গলেরই সবকিছুর অন্বেষণ কর, অমঙ্গলের নয়,

যেন নিজেদের বাঁচাতে পার;
তবেই প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন,
যেমনটি তোমরা বলে থাক।
অমঙ্গল ঘৃণা কর, মঙ্গল সবকিছু ভালবাস,
নগরদ্বারে ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর;
কি জানি, প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর যোসেফের অবশিষ্টাংশের প্রতি দয়া করবেন।
এজন্য প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর যিনি,
সেই প্রভু, একথা বলছেন:
রাস্তা-ঘাটে বিলাপ হবে,
পথে পথে শোনা যাবে: হায় হায়!
কৃষককে শোক করতে ডাকা হবে,
বিলাপগানে যারা দক্ষ, তাদের বিলাপ করতে বলা হবে।
সমস্ত আঙুরখেতে বিলাপ হবে,
কারণ আমি তোমার মধ্য দিয়ে পার হয়ে যাব
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

শ্লোক আমোস ৫:১,১২,১৫,১৪ দ্রঃ

℟ প্রভুর বাণী শোন: আমি জানি, তোমাদের অধর্ম-কাজ অসংখ্য: তোমরা উৎকোচ আদায় কর, বিচারালয় থেকে নিঃস্বকে তাড়িয়ে দাও!
℣ অমঙ্গল ঘৃণা কর, মঙ্গল সবকিছু ভালবাস; কি জানি, প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর দয়া করবেন।
℟ মঙ্গলেরই সবকিছুর অন্বেষণ কর, অমঙ্গলের নয়, যেন নিজেদের বাঁচাতে পার; তবেই প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন;
℣ অমঙ্গল ঘৃণা কর, মঙ্গল সবকিছু ভালবাস; কি জানি, প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর দয়া করবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ধন্য অগেরিউসের উপদেশাবলি **উপদেশ ১০:১৩-১৪**

পিতা ঈশ্বর মণ্ডলীকে কশাঘাত করেন
তা যেন অধিক বলবান ও উর্বর হয়ে বেড়ে ওঠে

বিশ্বমণ্ডলী হল প্রভুর আঙুরখেত, খ্রীষ্টের সেই বধূ ও কনে। এবিষয়েই পিতা ঈশ্বর পুত্রকে বলেন: *তোমার বধূ উর্বরা আঙুরলতার মত তোমার গৃহের অন্তঃপুরে।* যে আঙুরলতা যথাসময় ফল দেয়, কৃষক তাকে ভালবাসে; এজন্য শাখা কাটার সময়ে সে কোন শুকনো কি অনুর্বর শাখা রাখে না; সেসময় সে সবচেয়ে গভীরতম শিকড় পর্যন্ত লতার চারদিকে কোপায়, তীক্ষ্ণ কুড়াল দিয়ে মাটি সরায়, ও কোন ছোট শিকড় গজে উঠলে সে ছুরি দিয়ে তা ছেঁটে দেয়; তাতে লতা নিষ্প্রয়োজন ও অসার যত অংশ হারিয়ে বৃদ্ধি পাবে ও তাতে সমৃদ্ধ ও প্রচুর ফল ধরবে।

ঈশ্বর যাদের ভালবাসেন, তাদের ঠিক এভাবেই আঘাত করেন: বস্তুত যাকে তিনি নিজ সন্তান বলে জানেন, তাকে কশাঘাত করেন। এ পৃথিবীতে ঈশ্বরের শাসন গ্রহণ করে নেওয়া তাদেরই লক্ষণ, যাদের অনন্ত জীবন ভোগ করার কথা; কিন্তু শাসন গ্রহণ ক'রে মনে মনে যে গজ গজ করে, স্বর্গনিবাসীর দিকে সে মোটেই এগতে পারে না। এমনকি ধৈর্য ও ভালবাসার সঙ্গে পিতা ঈশ্বরের শাসন গ্রহণ না করলে সে স্বর্গীয় আনন্দের উত্তরাধিকার হারায়। আর যদি প্রভুর শাসনের জন্য গজ গজ করে থাকে, তাহলে নিশ্চিত হোক, যারা গজ গজ করে তাদের যে দণ্ড, তাকে সেই দণ্ড ভোগ করতে হবে।

সুতরাং, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভুর শাসন তোমাদের মাথায় এসে পড়লে তোমরা গজ গজ করো না, আর তিনি তোমাদের ভর্ৎসনা করলে তখন নিরাশ হয়ো না। *অবশ্য, কোন শাসন শাসনের সময়ে আনন্দের বিষয়*

নয়, দুঃখেরই বিষয় মনে হয়; তবু যারা তার মধ্য দিয়ে শিক্ষা পেয়েছে, পরে সেই শাসন তাদের এনে দেয় শান্তি ও ধর্মময়তার ফল। প্রভুর কশা দ্বারা জৈব অভিলাষের উত্তাপ নিস্তেজ হয়, কিন্তু আত্মার শক্তি তেজময় হয়ে ওঠে; তার নিষ্প্রয়োজন যা কিছু ছিল দেহ তা হারায়, কিন্তু প্রাণের যা অভাব ছিল, সে সেই শক্তি লাভ করে। তাতে প্রভুর শাসন দ্বারা শক্তি বাড়ে ও রিপু উচ্ছিন্ন হয়, পার্থিব বিষয় অবজ্ঞার বস্তু হয় ও স্বর্গীয় বিষয় আকাঙ্ক্ষার পাত্র হয়ে ওঠে।

আমরা যারা অধৈর্যের সঙ্গে শাশ্বত মঙ্গলদানের প্রতীক্ষায় রয়েছি, যখন তীব্র রোগ কি কঠিন প্রলোভনে আক্রান্ত বা পার্থিব বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হই, তখন এসব কিছু থেকে আমাদের শক্তি বের করা উচিত, যাতে লড়াই বৃদ্ধি পেলে আমরা দ্বিধা না করে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে থাকি যে, অধিক গৌরবময় বিজয় আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। আর আসলে ঠিক তেমন সময়েই আমরা দেখাতে পারি আমাদের প্রভুভক্তি কত জ্বলন্ত, যখন অনুকূলতা ও সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে শুধু নয়, প্রতিকূল ও কঠোর অবস্থার মধ্য দিয়েও তাঁর কাছে যাই। পার্থিব ঐশ্বর্য না হারালে আমরা কোন মতে শাশ্বত আনন্দ লাভ করতে পারি না; সুতরাং নিত্য আনন্দের প্রত্যাশায় আমাদের পক্ষে প্রতিকূল যত কিছু যথেষ্ট মঙ্গলজনক বলে গণ্য করা উচিত।

আমাদের পাপ অদন্ডিত থাকবে, ঈশ্বরের কঠোরতা এমনটি কখনও হতে দেবে না; কিন্তু তাঁর বিচারের ক্রোধ এ বর্তমান কালে আমাদের শাসন করায় শুরু হয়, যাতে দুর্জনদের দন্ডাদেশের সময়ে প্রশমিত হতে পারে। বস্তুত চিকিৎসক আমাদের অন্তরেই রয়েছেন, আর তিনি আমাদের পাপের কলুষ অবিরত ছাঁটতে থাকেন, কারণ তিনি চান না, কলুষ হাড়ের মজ্জায় পৌঁছবে: পীড়নের লোহা দ্বারাই তিনি পাপের বিষ অপসারণ করেন। সত্য ঠিক একথা বলেছিলেন: *আমার যত শাখায় ফল ধরে না* আমার পিতা *তা ছেঁটে ফেলেন, বেশি ফল যেন ধরতে পারে:* বস্তুত প্রলোভনে আক্রান্ত আত্মা যখন ভাবে, সদ্‌গুণের পূর্ববর্তী স্থৈর্য্য-পর্যায় থেকে কী কী তাকে দূর করে দিচ্ছে, তখন সেই আত্মা খুবই উদ্বিগ্ন পাছে আগে যা হতে শুরু করেছিল, সেই সমস্ত কিছু সম্পূর্ণরূপেই হারায়। আর সে তখন প্রার্থনার খড়্গ ও অনুতাপের অশ্রু হাতে ধরে, আর তাতে প্রলোভনটা দুর্বল করে দিয়ে তার উপর অধিক গৌরবময় বিজয় লাভ করে—আসলে আত্মা নিজে নয়, তার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের অনুগ্রহই তা সাধন করে।

তখন এমনটি হয় যে, যে আত্মা অনুকূল অবস্থায় নিস্তেজ ও অনুর্বর ছিল, সেই আত্মা ফলদানের উদ্দেশ্যে অধিক বলিষ্ঠ ও তেজময় হয়ে ওঠে।

শ্লোক ২ তি ৩:১১,১২; যুদিথ ৮:২৬ দ্রঃ

℟ তুমি তো ভাল করেই জান আমি কেমন নির্যাতন সহ্য করে এসেছি। কিন্তু সেই সমস্ত নির্যাতন থেকে প্রভু আমাকে নিস্তার করলেন।
*ঊ যারা খ্রীষ্টযীশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলের বেলায় নির্যাতন দেখাই দেবে।
℣ যারা ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হয়েছে, তারা সকলে বহু যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর বিশ্বস্ত থাকল।
*ঊ যারা খ্রীষ্টযীশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলের বেলায় নির্যাতন দেখাই দেবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ তি ২:২২–৩:১৭

শেষ দিনগুলির কঠিন সময়

প্রিয়জন, যৌবনের যত দুর্মতি এড়িয়ে চল; যারা শুদ্ধ হৃদয়ে প্রভুকে ডাকে, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ধর্মময়তা, বিশ্বাস, ভালবাসা ও শান্তির অন্বেষণ কর। তাছাড়া অসার ও গঠনমূলক নয় এমন আলাপ-আলোচনা থেকে দূরে থাক; তুমি তো জান, এসব কিছু বিবাদ সৃষ্টি করে; কিন্তু বিবাদে জড়িয়ে থাকা প্রভুর দাসের উচিত নয়; তাকে বরং হতে হবে সকলের প্রতি বিনয়ী, ধর্মশিক্ষাদানে নিপুণ, ও সহিষ্ণু; বিরোধীদের ভর্ৎসনা কালে কোমল—এই আশায় যে, হয় তো ঈশ্বর তাদের মনপরিবর্তন করার সুযোগ দেবেন, তারা যেন সত্যকে চিনতে পারে, এবং চেতনা ফিরে পেয়ে তারা যেন দিয়াবলের ফাঁদ থেকে মুক্তি পায়; কারণ আসলে দিয়াবলই নিজের ইচ্ছার দাস করার জন্য নিজের জালে তাদের ধরে ফেলেছে।

এই কথাও জেনে রাখ, শেষ দিনগুলিতে কঠিন সময় দেখা দেবে। মানুষ হবে স্বার্থপর, অর্থলোভী, দাম্ভিক, অহঙ্কারী, পরনিন্দুক, পিতামাতার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, অধার্মিক, হৃদয়হীন, রুক্ষ, অপবাদী, উচ্ছৃঙ্খল, প্রচন্ড, মঙ্গলের শত্রু, বিশ্বাসঘাতক, দুঃসাহসী, আত্মগর্বে অন্ধ, ঈশ্বরপ্রিয় নয়, বরং বিলাসপ্রিয়; তাদের ভক্তির চেহারা থাকবে বটে, কিন্তু তার আন্তর শক্তি অস্বীকার করবে; তেমন লোকদের সম্বন্ধে সাবধান থাক। ঠিক এই দলের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে, যারা ঘরে ঘরে প্রবেশ ক'রে তেমন স্ত্রীলোকদের মন বশ করে ফেলে, যারা নিজ পাপে ভারাক্রান্ত ও নানা ধরনের কামনা-বাসনায় চালিতা, যারা সবসময় সবকিছু শিখতে আগ্রহী, কিন্তু সত্যের পূর্ণ জ্ঞানে পৌঁছতে অক্ষমা। যান্নেস ও যাম্ব্রেস যেভাবে মোশীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি এরা সত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে: এরা এমন মানুষ, যাদের বিবেক বিকৃত ও যাদের বিশ্বাস অসঙ্গত। কিন্তু এরা বেশি দূরে এগিয়ে যাবে না, কারণ ওদের যেমন ঘটেছিল, তেমনি এদেরও নির্বুদ্ধিতা সকলের কাছে ব্যক্ত হবে।

তুমি কিন্তু আমার শিক্ষা, আচার-ব্যবহার, সঙ্কল্প, বিশ্বাস, সহিষ্ণুতা, ভালবাসা, নিষ্ঠায় আমার অনুসরণ করেছ; আন্তিওখিয়া, ইকনিয়ম ও লিস্ত্রার মত যত জায়গায় নির্যাতন ও দুঃখকষ্ট আমার প্রতি ঘটেছিল, তখনও তুমি আমার অনুসরণ করেছিলে; কত নির্যাতন আমি সহ্য করেছি, তা তুমি ভালই জান। কিন্তু সেই সমস্ত নির্যাতন থেকে প্রভু আমাকে নিস্তার করলেন। আসলে যারা খ্রীষ্টযীশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলের বেলায় নির্যাতন দেখাই দেবে। কিন্তু যারা দুর্জন ও প্রবঞ্চক মানুষ, তারা পরের ভ্রান্তি ঘটাতে ঘটাতে আর একই সময়ে নিজেদেরও ভ্রান্তি ঘটিয়ে শোচনীয় দশা থেকে অধিকতর শোচনীয় দশার পথে এগিয়ে যাবে।

তুমি কিন্তু যা কিছু শিখেছ ও যা কিছু সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছ, তাতেই স্থিতমূল থাক; তুমি তো জান কাদের কাছে তা শিখেছ! আরও, ছেলেবেলা থেকেই তুমি পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থগুলির সঙ্গে পরিচিত: শাস্ত্রই তোমাকে সেই পরিত্রাণে প্রবুদ্ধ করার পরাক্রমের অধিকারী, যা খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়। কেননা গোটা শাস্ত্রবাণী ঈশ্বরের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, এবং ধর্মশিক্ষার জন্য, ভুল দেখাবার জন্য, ত্রুটি সংশোধনের জন্য, ও ধর্মময়তায় দীক্ষাদানের জন্য তার উপযোগিতা আছে, যেন ঈশ্বরের মানুষ পূর্ণগঠিত ও সমস্ত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

শ্লোক ২ তি ২:২৪,২৫; এজে ৩৩:১১ দ্রঃ

℣ প্রভুর দাসকে হতে হবে সকলের প্রতি বিনয়ী, বিরোধীদের ভর্ৎসনা কালে কোমল,
℟ হয় তো ঈশ্বর তাদের মনপরিবর্তন করার সুযোগ দেবেন, তারা যেন সত্যকে চিনতে পারে।
℣ ঈশ্বর দুর্জনের মৃত্যুতে প্রীত নন, বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই তিনি প্রীত।
℟ হয় তো ঈশ্বর তাদের মনপরিবর্তন করার সুযোগ দেবেন, তারা যেন সত্যকে চিনতে পারে।

দ্বিতীয় পাঠ - এফেসীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র ১৬-১৯

ক্রুশ আমাদের জন্য হল পরিত্রাণ ও অনন্ত জীবন

ভ্রাতৃগণ, নিজেদের প্রবঞ্চিত করো না: যারা পরিবার বিকৃত করে, তারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাবে না। তাই দেহের বেলায় তা করে যখন তারা মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত হবে, তখন যীশুখ্রীষ্ট যার খাতিরে ক্রুশবিদ্ধ হলেন, যে মানুষ মিথ্যাশিক্ষা দ্বারা সেই ঈশ্বরবিশ্বাস বিকৃত করে, সে আর কত মহত্তর দণ্ডেই না দন্ডিত হবে! তেমন ধূর্ত মানুষ অনির্বাণ আগুনেই চলে যাবে, আর তার সঙ্গে তারাও যাবে যারা তার কথা শুনেছে।

প্রভু এ উদ্দেশ্যেই মাথায় তৈলাভিষিক্ত হলেন, তিনি যেন মণ্ডলীর উপরে অমরত্ব ফুৎকার দিতে পারেন। তোমরা এ সংসারের অধিপতির দুর্গন্ধময় তেলে নিজেদের অভিষিক্ত হতে দিয়ো না, পাছে সে তোমাদের বন্দি ক'রে তোমাদের সামনে রাখা জীবন থেকে দূরে নিয়ে যায়। কিন্তু আমরা যখন ঈশ্বরজ্ঞান তথা সেই যীশুখ্রীষ্টকে পেয়েছি, তখন কেনই বা সকলে সুবিবেচক নই? প্রভু যে দান সত্যি প্রেরণ করলেন, তা ভুলে গিয়ে আমরা কেনই বা আমাদের নির্বুদ্ধিতায় বিনষ্ট হচ্ছি?

আমার প্রাণ সেই ক্রুশের উদ্দেশে পবিত্র, যা অবিশ্বাসীদের কাছে স্খলন স্বরূপ, কিন্তু আমাদের জন্য পরিত্রাণ ও

অনন্ত জীবন স্বরূপ। *প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়?* যারা সুবিবেচক বলে গণ্য, তাদের বাগাড়ম্বর কোথায়? বস্তুত আমাদের ঈশ্বর সেই যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুসারে দাউদের বীজ থেকে ও পবিত্র আত্মার প্রভাবে মারীয়ায় গর্ভস্থ হলেন: তিনি জন্ম নিলেন, ও দীক্ষাস্নানও গ্রহণ করলেন যাতে নিজেকে অবনমিত করায় জল পবিত্রিত করতে পারেন।

কিন্তু মারীয়ার কুমারীত্ব ও তাঁর জন্মদানের কথা এসংসারের অধিপতির কাছে গুপ্ত থাকল, প্রভুর মৃত্যুর কথাও তাই। এ রহস্য তিনটে এমন জয়ধ্বনি যা ঈশ্বরের নিস্তব্ধতায় সাধিত হল। তবে তিনি কেমন করে জগতের কাছে আবির্ভূত হলেন? সকল জ্যোতিষ্করাজির ঊর্ধ্বে এমন একটা জ্যোতিষ্ক আকাশে উদ্ভাসিত হল, যার আলো অবর্ণনীয়, যার নবীনতা সকলকে আশ্চর্যান্বিত করল; তখন সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গে অন্য সকল তারা মিলে এ জ্যোতিষ্কের চারপাশ ঘিরল, জ্যোতিষ্কটির আলো কিন্তু তাদের সকলের চেয়ে উজ্জ্বলতর ছিল; তাতে সকলে অবাক হয়ে গেল—নিজেদের পক্ষে অসাধারণ তেমন নবীনতা কোথা থেকে এল? এর দ্বারা যত কুসংস্কার ঘুচল, অধর্মের যত গিঁট খুলে গেল, অজ্ঞতা অপসারিত হল, ও প্রাক্তন রাজ্য ধ্বংসিত হল, কারণ অনন্ত জীবনের নবীনতার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর মানুষরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন—ঈশ্বর যা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, সেই অনন্ত জীবনের সূচনা হয়েছিল। তাতে সমস্ত কিছু অস্থির হয়ে উঠল, কারণ মৃত্যু-অপসারণ পরিকল্পিত হচ্ছিল।

শ্লোক যোহন ১৩:১৬,১৭,১৫

℟ দাস নিজের প্রভুর চেয়ে বড় নয়।
℣ এ সমস্ত জেনে যদি তোমরা তা পালন কর, তবে তোমরা সুখী।
℟ আমি তোমাদের একটা আদর্শ দিলাম, আমি তোমাদের জন্য যেমনটি করলাম, তোমরাও যেন তেমনটি কর।
℣ এ সমস্ত জেনে যদি তোমরা তা পালন কর, তবে তোমরা সুখী।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আমোস ৫:১৮–৬:১৪

প্রভুর দিন; উপাসনা-কর্ম ও মিথ্যা নিরাপত্তার বিরুদ্ধে বাণী

তোমাদের ধিক্, যারা প্রভুর দিনের আকাঙ্ক্ষা কর!
তোমাদের পক্ষে প্রভুর দিন কী হবে?
তা অন্ধকার হবে, আলো নয়।
ঠিক যেন একজন লোক সিংহ থেকে পালায় কিন্তু ভালুকীর সামনে পড়ে;
কিংবা ঘরে ঢুকে দেওয়ালে হাত রাখলে সাপটা তাকে কামড়ায়।
তবে প্রভুর দিন কি আলো, অন্ধকার নয়?
তা কি এমন অন্ধকার নয়, যাতে দীপ্তির লেশমাত্র নেই?
আমি তোমাদের সমস্ত পর্বোৎসব ঘৃণা করি, অগ্রাহ্যই করি,
তোমাদের ধর্মসভাও আমার গ্রহণীয় নয়।
তোমরা আমার কাছে আহুতি ও অর্ঘ্য নিবেদন করলে
আমি তা প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রাহ্য করি না,
তোমাদের নধর পশুর মিলন-যজ্ঞের প্রতিও নজর দিই না।
তোমার গানের কোলাহল আমার কাছ থেকে দূর কর,
আমি তোমার সেতারের সুর শুনতে পারি না।
সুবিচারই বরং জলের মত প্রবাহিত হোক,
ধর্মিষ্ঠতাই চিরপ্রবাহী স্রোতের মত বয়ে চলুক।

হে ইস্রায়েলকুল, মরুপ্রান্তরে তোমরা কি চল্লিশ বছর ধরে
আমার উদ্দেশে বলি ও অর্ঘ্য উৎসর্গ করেছিলে?
কিন্তু তোমরা তোমাদের রাজা সাক্কুৎকে
ও কিউন নামে তোমাদের সেই দেবমূর্তিকে,
তোমাদের নিজেদের জন্য গড়া সেই দেব-দেবীর তারাকেই
তোমরা কাঁধে তুলে বহন করে বেড়াচ্ছ!
এখন আমি দামাস্কাসের ওপারে তোমাদের বন্দিদশায়ই তাড়িত করতে যাচ্ছি,
একথা বলছেন প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর যাঁর নাম।
ধিক্ তাদের, যারা সিয়োনে নিশ্চিন্তেই বসে থাকে,
তাদেরও ধিক্, যারা সামারিয়ার পর্বতে নিজেদের নিরাপদ মনে করে,
জাতিসকলের এই প্রধানার মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ,
ইস্রায়েলকুল যাদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়!
তোমরা কাল্নেতে একবার গিয়ে দেখ,
সেখান থেকে মহতী হামাতে এগিয়ে যাও,
পরে ফিলিস্তিনিদের সেই গাতে নেমে যাও:
তারা কি তোমাদের দুই রাজ্যের চেয়ে শ্রেয়?
কিংবা তাদের অঞ্চল কি তোমাদের অঞ্চলের চেয়ে বড়?
তোমরা মনে করছ, অমঙ্গলের দিন দূরে রাখবে,
কিন্তু অত্যাচারের আসন ত্বরান্বিত করছ।
গজদন্তময় শয্যায় শুয়ে, নিজেদের খাটের উপরে গা ছড়িয়ে
ওরা মেষপালের শাবকদের
ও গোশালায় পুষ্ট করা বাছুরগুলোকে এনে খায়।
সেতারের ঝঙ্কারে জোর গলায় গান করে থাকে,
বাদ্যযন্ত্রে দাউদের সমকক্ষ হয়ে নতুন নতুন সুর বানায়;
বড় বড় পাত্রে আঙুররস পান করে,
সেরা তেল দেহে মাখায়,
কিন্তু যোসেফের দুর্দশার জন্য চিন্তাটুকুও করে না।
এইজন্য এখন তারা নির্বাসিতদের অগ্রভাগে নির্বাসনে চলে যাবে।
হ্যাঁ, দেহলালসদের হর্ষধ্বনি মিলিয়ে গেল।
প্রভু পরমেশ্বর নিজেরই দিব্যি দিয়ে শপথ করেছেন: প্রভুর উক্তি!
সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর এই আমিই যাকোবের গর্ব,
কিন্তু তার যত প্রাসাদ ঘৃণা করি;
আমি নগরীকে ও তার মধ্যে যা কিছু আছে পরের হাতে তুলে দেব।
এক ঘরে যদি দশজন রেহাই পায়, তারা মরবে;
মৃতদেহ পোড়াবার জন্য যে জ্ঞাতি তা ঘর থেকে বের করে আনবে,
যে কেউ ঘরের শেষ কোণে রয়েছে, তাকে সে জিজ্ঞাসা করবে:
‘ওখানে তোমার সঙ্গে কি আর কেউ আছে?’
সে উত্তর দেবে ‘না!’
তাতে শোনা যাবে, ‘চুপ!’
প্রভুর নাম করার জন্য আর কেউ নেই।
কেননা দেখ, প্রভু আজ্ঞা করেন,

আর তাঁর আঘাতে বড় বাড়ি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে,
ছোট বাড়িও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।
ঘোড়া কি শৈলের উপরে দৌড়তে পারে?
কিংবা পাথুরে জায়গায় কেউ কি বলদ দিয়ে লাঙল চালাবে?
অথচ তোমরা সুবিচার বিষগাছে
ও ধর্মিষ্ঠতার ফল নাগদানায় পরিণত করেছ।
তোমরা তো লো-দেবারে আনন্দ করেছ,
বলেছ, 'আমরা কার্নাইমের উপরে কি নিজেদের বলেই জয়ী হইনি?'
এখন দেখ, হে ইস্রায়েলকুল, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে এক জাতির উদ্ভব ঘটাব,
—সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—
তারা হামাতের প্রবেশপথ থেকে আরাবার খরস্রোত পর্যন্ত
  তোমাদের উৎপীড়ন করবে।

শ্লোক আমোস ৫:১৮,২১,৬,৮,২০

প্র তোমাদের ধিক্, যারা প্রভুর দিনের আকাঙ্ক্ষা কর! আমি তোমাদের সমস্ত পর্বোৎসব ঘৃণা করি, অগ্রাহ্যই করি, তোমাদের ধর্মসভাও আমার গ্রহণীয় নয়।
উ যিনি মৃত্যু-ছায়া প্রভাতে পরিণত করেন, তোমরা সেই প্রভুর অন্বেষণ কর।
প্র প্রভুর দিন কি আলো, অন্ধকার নয়? তা কি এমন অন্ধকার নয়, যাতে দীপ্তির লেশমাত্র নেই?
উ যিনি মৃত্যু-ছায়া প্রভাতে পরিণত করেন, তোমরা সেই প্রভুর অন্বেষণ কর।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে'   ১৭শ পুস্তক ৪-৬

আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়

হিব্রুদের কাছে ঈশ্বর বলিদান ও আহুতি দাবি করতেন না, তাঁর দাবি বরং ছিল বিশ্বাস, বাধ্যতা ও ধর্মময়তা—তাদের পরিত্রাণের জন্য! নবী হোসেয়া দ্বারা তিনি একথায় তাদের কাছে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন: *আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়, আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।* কিন্তু আমাদের প্রভুও তাদের কাছে একই নির্দেশ দিলেন: 'আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়, এ বচনটির অর্থ তোমরা যদি বুঝতে পারতে, তাহলে নিরপরাধী ব্যক্তিদের দণ্ডিত করতে না!' তাতে তিনি নিজের সেই নির্বোধ ও অপরাধী প্রতিদ্বন্দ্বীদের অভিযুক্ত করতে করতে নবীদের প্রচারিত সত্যের সপক্ষে সাক্ষ্য দান করলেন।

একই প্রকারে খ্রীষ্ট নিজ শিষ্যদের এ নির্দেশ দিলেন, তারা যেন ঈশ্বরের কাছে তাঁর সৃষ্টির প্রথমফসল উৎসর্গ করে—তাঁর পক্ষে তা প্রয়োজন ছিল এমন নয়; তিনি বরং চাচ্ছিলেন, তারা নিজেরা যেন ফলহীন ও অকৃতজ্ঞ না হয়। এজন্য তিনি সৃষ্ট জগৎ থেকে আগত সেই রুটি হাতে নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করে বললেন, *এ আমার দেহ।* তেমনিভাবে সৃষ্টবস্তু থেকে আগত আঙুররসের পানপাত্র হাতে নিয়ে—সে সৃষ্টবস্তু এমন, যা আমাদের নিজেদেরও পরিবেশ—তিনি তা নিজের রক্ত বলে অভিহিত করলেন, এবং এ কথাও বললেন যে, সেই রক্তই হবে নবসন্ধির নৈবেদ্য।

প্রেরিতদূতদের হাত থেকে তেমন নৈবেদ্য গ্রহণ করে মণ্ডলী নবসন্ধির মঙ্গলদানের প্রথমফল স্বরূপে তা তাঁরই কাছে উৎসর্গ করে যিনি অন্নদাতা ঈশ্বর। এ নৈবেদ্য বারোজন নবীর মধ্যে অন্যতম সেই মালাখির ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্বপ্রচারিত হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, *তোমাদের নিয়ে আমি প্রীত নই—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—তোমাদের হাত থেকে আমি কোন অর্ঘ্যই প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছি না। কেননা সূর্যের উদয় থেকে তার অস্তেই সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান, এবং সর্বত্রই ধূপ ও শুদ্ধ অর্ঘ্য আমার নামের উদ্দেশে নিবেদিত হয়; কারণ সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।* এ কথার মধ্য দিয়ে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন যে, প্রথম জাতি ঈশ্বরের কাছে আর কোন নৈবেদ্য অর্পণ করবে না; কিন্তু সর্বত্রই নতুন এমন এক বলি ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গীকৃত হবে যা সত্যিকারে শুদ্ধ, তাতে সর্বদেশের মাঝে তাঁর নাম গৌরবান্বিত

হবে। আর সর্বদেশের মাঝে গৌরবান্বিত আর কোন্ নাম আছে আমাদের প্রভুরই নাম ছাড়া, যাঁর মধ্য দিয়ে পিতা গৌরবান্বিত হন ও মানুষ গৌরব লাভ করে? কিন্তু ঠিক যেহেতু এ নাম তাঁর নিজের পুত্রের নাম ও তাঁর নিজের কাছ থেকেই আসা নাম, সেজন্য তিনি নামটি বিষয়ে বলেন: 'আমার নাম'।

এক রাজা যদি নিজেই নিজ পুত্রের ছবি আঁকতেন, তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলতে পারতেন সেই ছবি নিজেরই ছবি—এর কারণ দু'টো: প্রথমত, ছবিটা তাঁর নিজের পুত্রের; দ্বিতীয়ত, তা তিনি নিজেই এঁকেছেন। একই প্রকারে যীশুখ্রীষ্টের সেই নামের বেলায়ও ঘটে, যে নাম মণ্ডলীতে সারা বিশ্বে গৌরবান্বিত। পিতা নামটা নিজেরই বললেন, কারণ নামটি তাঁর নিজের পুত্রের নাম, ও মানবপরিত্রাণের জন্য নামটি দান করায় তিনি নিজেরই হাতে তা লিখলেন।

তাই পুত্রের নাম পিতারই নিজস্ব অধিকার, এবং মণ্ডলী যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে নিজ নৈবেদ্য সর্বত্রই নিবেদন করে। এ দ্বিমুখী বিষয় মনের সামনে রেখে নবী যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলতে পারলেন, *সর্বত্রই ধূপ ও শুদ্ধ অর্ঘ্য আমার নামের উদ্দেশে নিবেদিত হয়।* ধন্য যোহনের বাণী অনুসারে, এ ধূপ হল *পবিত্রজনদের প্রার্থনার* এক দৃষ্টান্ত।

শ্লোক লুক ২২:১৯,২০; প্রবচন ৯:৬ দ্রঃ

প্র এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত; এ নবসন্ধির রক্ত, যা তোমাদের জন্য পাতিত—প্রভুর উক্তি।
উ আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।
প্র এসো তোমরা, আমার রুটি খাও, পান কর সেই আঙুররস যা আমি নিজে মিশিয়ে দিলাম।
উ আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ তি ৪:১-২২

সাধু পলের শেষ বাণী

প্রিয়জন, ঈশ্বরের সামনে, এবং জীবিত ও মৃতদের যাঁর বিচার করার কথা, সেই খ্রীষ্টযীশুর সামনে, তাঁর আবির্ভাব ও তাঁর রাজ্যের দোহাই দিয়ে আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি: বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল। অনুযোগ কর, তিরস্কার কর, আশ্বাস দান কর, কিন্তু সবসময় সহিষ্ণু হয়ে ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্য করেই এসব কিছু কর। কারণ এমন সময় আসবে, যখন লোকেরা যথার্থ ধর্মশিক্ষা আর সহ্য করবে না, কিন্তু নতুন নতুন কিছু শুনবার জন্য তাদের কান চুলকাবে, এবং তাদের নিজ নিজ রুচি অনুসারে নিজেদের চারপাশে রাশি রাশি গুরু জমিয়ে রাখবে; এবং রূপকথার দিকে ফেরার জন্য সত্যের দিকে কান দিতে আর চাইবে না। তুমি কিন্তু সবকিছুতে পূর্ণ সচেতন থাক, দুঃখকষ্ট সহ্য কর, সুসমাচার প্রচারকাজ চালিয়ে যাও, তোমার সেবাদায়িত্ব সম্পন্ন কর।

আর আমি, আমার রক্ত তো এর মধ্যে পানীয়-নৈবেদ্য রূপে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে, এবং আমার বিদায়ের সময় এসে গেছে। আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছি। এখন আমার জন্য কেবল সেই ধর্মময়তার মুকুটই বাকি রয়েছে, যা প্রভু, সেই ধর্মময় বিচারকর্তা, সেই দিনটিতে আমাকে দেবেন—আমাকে শুধু নয়, সেই সকলকেও দেবেন, যারা তাঁর আবির্ভাবের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা করছে।

তুমি যত শীঘ্রই আমার কাছে আসতে চেষ্টা কর, কারণ দেমাস এই বর্তমান যুগের আসক্তিতে আমাকে ত্যাগ করে থেসালোনিকিতে চলে গেছে; ক্রেসেন্স গালাতিয়ায় গিয়েছেন, আর তীত দাল্মাতিয়ায়। একমাত্র লুক আমার সঙ্গে আছেন। তুমি মার্ককে সঙ্গে করে এসো, কারণ ধর্মসেবা কাজের উদ্দেশ্যে সে আমার উপযোগী হবে। তিখিকসকে এফেসসে পাঠিয়েছি। ত্রোয়াসে কার্পসের কাছে যে আলোয়ানটা রেখে এসেছি, আসবার সময়ে তা এখানে নিয়ে এসো; সব পুঁথিপত্রও সঙ্গে করে নিয়ে এসো, বিশেষভাবে নোটখাতাগুলো। কাঁসারী আলেকজান্দার আমার অনেক ক্ষতি করেছে; *প্রভু তাকে তার কাজের যোগ্য প্রতিফল দেবেন।* লোকটার বিষয়ে তুমিও সাবধান থাক, কারণ সে আমাদের বাণীপ্রচারের উগ্র বিরোধী হয়েছে।

আমার প্রথম পক্ষসমর্থনের সময়ে আমাকে সহায়তা করতে কেউই এগিয়ে আসেনি; সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছে; ওদের এই দোষ গণ্য করা না হোক। কিন্তু তবু প্রভুই আমার পাশে দাঁড়ালেন এবং আমার অন্তরে পরাক্রম যোগালেন, যার ফলে সেদিন আমার মধ্য দিয়ে বাণী-ঘোষণা সম্পূর্ণরূপে সাধিত হল এবং বিজাতীয়রা সকলে তা শুনতে পেল, আর আমি *সিংহের মুখ থেকে নিস্তার পেলাম।* প্রভু সমস্ত অনিষ্ট থেকে আমাকে নিস্তার করবেন এবং তাঁর স্বর্গীয় রাজ্যের জন্য আমাকে নিরাপদে রাখবেন। তাঁর গৌরব হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

প্রিস্কা ও আকুইলাকে এবং অনেসিফরসের বাড়ির সকলকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। এরাস্তস করিন্থে রয়ে গেছেন, এবং ত্রফিমসকে অসুস্থ অবস্থায় মিলেতসে রেখে এসেছি। তুমি শীতকালের আগেই এখানে আসতে চেষ্টা কর। এউবুলস, পুদেন্স, লিনুস, ক্লাউদিয়া এবং এখানকার সকল ভাই তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

প্রভু তোমার আত্মার সঙ্গে থাকুন। অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।

শ্লোক ২ তি ৪:২,৫; ফিলি ১:১৮

℟ তুমি বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল। অনুযোগ কর, তিরস্কার কর, আশ্বাস দান কর, কিন্তু সবসময় সহিষ্ণু হয়ে ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্য করেই এসব কিছু কর।
℣ দুঃখকষ্ট সহ্য কর, সুসমাচার প্রচারকাজ চালিয়ে যাও, তোমার সেবাদায়িত্ব সম্পন্ন কর।
℟ কপটতায় বা সত্যের আশ্রয়ে যে কোন প্রকারেই হোক, আসল কথা হল: খ্রীষ্ট প্রচারিত হচ্ছেন।
℣ দুঃখকষ্ট সহ্য কর, সুসমাচার প্রচারকাজ চালিয়ে যাও, তোমার সেবাদায়িত্ব সম্পন্ন কর।

দ্বিতীয় পাঠ - এফেসীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র ২০-২১

আমি তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত

ভ্রাতৃগণ, খ্রীষ্টবিশ্বাসে, ও তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থানে স্থির থাক। যিনি *মাংস অনুসারে দাউদবংশীয়,* যিনি মানবপুত্র ও ঈশ্বরপুত্র, সেই খ্রীষ্টে ও এক বিশ্বাসে তোমরা তো তাঁরই অনুগ্রহে সাধারণ জনসভায় তাঁর নামে বারবার সম্মিলিত হও, যাতে ধর্মাধ্যক্ষ ও প্রবীণবর্গের প্রতি মনের স্থিরতায় বাধ্যতা দেখাতে পার ও সেই রুটি ছিঁড়তে পার যা অমরত্ব লাভের জন্য প্রতিকার, ও এমন ঔষধ যাতে আমরা না মরি বরং যীশুখ্রীষ্টে চিরজীবিত থাকতে পারি।

আমি আমার প্রাণোৎসর্গ তোমাদের জন্য পূর্ণ করব, তাদেরও জন্য যাদের তোমরা ঈশ্বরের সম্মানার্থে স্মির্নায় প্রেরণ করেছ; এ স্মির্না থেকেই আমি প্রভুকে ধন্যবাদ, ও পলিকার্পের কাছে ও তোমাদেরও কাছে আমার ভালবাসা জানিয়ে তোমাদের কাছে লিখছি। তোমরা আমাকে সেভাবে স্মরণ কর, যীশুখ্রীষ্টও যেভাবে তোমাদের স্মরণ করেন। সেই সিরিয়ার মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা কর, যেখান থেকে আমি রোমে বন্দি অবস্থায় চালিত হচ্ছি—সেখানকার ভক্তদের মধ্যে নিম্নতম হয়েও তবু ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করতে যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছি। আমাদের পিতা ঈশ্বরে ও আমাদের সকলের সার্বজনীন প্রত্যাশা সেই যীশুখ্রীষ্টে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

শ্লোক ২ করি ১২:১৪-১৫; ফিলি ২:১৭

℟ আমি তোমাদের কোন জিনিস চাচ্ছি না, তোমাদেরই চাচ্ছি। বস্তুত পিতামাতার জন্য অর্থ সঞ্চয় করা সন্তানদের কর্তব্য নয়, বরং সন্তানদের জন্য পিতামাতারই কর্তব্য, আর আমি গভীর আনন্দের সঙ্গে ব্যয় করব,
℣ এমনকি, তোমাদের আত্মাদের জন্য নিজেকেই ব্যয় করব।
℟ যদিও তোমাদের বিশ্বাসের যজ্ঞ ও সেবাকর্মের উপর আমার রক্ত পানীয়-নৈবেদ্য রূপে ঢালতে হয়, তবুও আমি আনন্দিত,
℣ এমনকি, তোমাদের আত্মাদের জন্য নিজেকেই ব্যয় করব।